বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৮শ বর্ষ। {বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮; মে ও জুন, ১৯০১।} ৭ম কল্প।
৪৩৬-৩৭ সংখ্যা। ২য় ভাগ।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
র	বু	শ	বু	শ	ম
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
‡১৪	১৫	১৫	১৭	১৭	১৭
সো	বু	শ	সো	বৃ	র
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
ম	শু	র	বু	শ	সো

র	বু	শ	বু	শ	ম
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ
বু	শ	ম	শ	ম	শু
বৃ	র	বু	র	বু	শ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
শ	ম	শু	ম	শু	সো

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ	১৬	১৫	১৩	১১	৯	৮
পূঃ	২০	১৯	১৭	১৫	১০	১২
কৃঃএঃ	২,৩১	৩০	২৮	২৭	২৪	২২
অঃ	৫	৩	২,৩১	২৯	২৭	২৫

শুঃএঃ-শুক্ল একাদশী, পুঃ-পূর্ণিমা।
কৃঃএঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।

** পরীক্ষা-২০ বৈশাখ শুক্র, ১৯ জ্যৈষ্ঠ রবি ১৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার পূর্ণিমা। ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতি, ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্র, ২রা ও ৩১এ আষাঢ় রবি ও সোমবার অমাবস্যা।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সাল।

ইং ১৯০১—১৯০২।

শকাব্দা ১৮২৩, সংবৎ ১৯৫৮—৫৯,

ব্রাহ্মাব্দ ৭২—৭৩।

§১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

*বৈ-বৈশাখ রবিবারে আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।
†এ-এপ্রেল সোমবারে আরম্ভ ও ৩০এ মঙ্গলবার শেষ।
‡১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।
§১লা বৈশাখ রবিবার, ২রা সোমবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ২রা বৃহস্পতি-বার ইত্যাদি।
বৈ রবি-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯
জ্যৈ বুধ-১, ৮, ১৫, ২২, ২৯
এপ্রেল সোম-১,৮,১৫,২২,২৯।
এক একদিকে ৬টী করিয়া দুই-দিকে ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের গণনা।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শু	র	সো	ম	বৃ	শ
৩০	২৯	২৯	৩০	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৮	১৭	১৬	১৪	১৩	১৫
ম	শু	র	বু	শ	শ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১
বৃ	শ	ম	শু	শু	সো

শু	র	সো	ম	বৃ	শ
শ	সো	ম	বু	শু	র
র	ম	বু	বৃ	শ	সো
সো	বু	বৃ	শু	র	ম
ম	বৃ	শু	শ	সো	বু
বু	শু	শ	র	ম	বৃ
বৃ	শ	র	সো	বু	শু

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	৬	৫	৬	৭	৬	৬
পূঃ	১৮	৯	১০	১০	৫	৯
কৃঃএঃ	২০	২০	২১	২২	২২	২১
অমা	২৫	২৪	২৫	২৩	২২	২৫

** পরীক্ষা—৬ই কার্ত্তিক বুধ, ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্র, ৬ই পৌষ শনিবার শুক্র একাদশী। ২০এ কার্ত্তিক বুধ, ২০এ অগ্রহায়ণ শুক্র, ২১এ পৌষ রবিবারে কৃষ্ণ একাদশী। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ করিতে হইবে। ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের নির্ণয় হইবে।

নব-বর্ষ।

১

আয়ুর কারণ বলি দেবতারা যাঁরে
ভজিয়া ত্রিদিবে লভে অমর জীবন,
আধি ব্যাধি মৃত্যুময় সংসার মাঝারে;
নববর্ষে করি তাঁর চরণ বন্দন।

২

জরা-জীর্ণ প্রকৃতি নির্জীব পুরাতন
মরিতে বসিয়াছিল বয়সের শেষে,
অন্তরালে কে তাহার সঞ্চারি জীবন
নববর্ষে সাজায়ে ধরিল নববেশে?

৩

মানব-জীবন দগ্ধ—ত্রিতাপে তাপিত,
মৃত্যু পরিণাম ভাবি হবে কি নিরাশ?
"মরণের পরে নবজীবন নিশ্চিত"
ঘোষিছে প্রকৃতি—আর স্বর্গের বিশ্বাস।

৪

নিত্য নব লীলাময় বিভু সারাৎসার,
প্রকৃতির প্রাণ তিনি, আত্মার জীবন;
মৃত্যুমাঝে অমৃত পুরুষ প্রাণাধার,
গড়িছেন ...তন করিয়া নূতন।

৫

জীবনের উৎস-সহ করি নিত্যযোগ,
অমৃতের স্রোতে ভাসি চলি অনিবার,
নিত্য আশা—নিত্য শান্তি—নিত্য সুখভোগ
করিয়া উন্নতি পথে হই অগ্রসর।

৬

নববর্ষে ভরি প্রাণ জীবন্ত বিশ্বাসে,
জীবনের ব্রত পুনঃ করিব পালন,
হৃদয় বাঁধিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পাশে—
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

৭

দুষ্কর দুস্তর যাহা দুষ্প্রাপ্য দুর্গম,
সাধনায় লভ্য তাহা, নাহিক সংশয়।
আলস্য জড়তা ছাড়ি—ধরি নবোদ্যম
লভিব অমৃতে—মৃত্যু করি পরাজয়।

৮

জয় নিত্য নিরাময় সত্য সনাতন,
অজর অমর ধ্রুব পূর্ণ প্রাণাধার।
প্রাণযোগে বল বুদ্ধি বিতরি চেতন
জীবন সম্বল হয়ে থাক অনিবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পঞ্জিকার ফলাফল—নব বর্ষে শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী। উভয়ই অমঙ্গলকর।

... ... ডিউক অব ইয়র্ক ও কর্ণয়াল সস্ত্রীক গত ১৩ই মার্চ্চ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ১২ই এপ্রেল সিংহলে উপনীত হন, ৬ই মে অষ্ট্রেলিয়াতে

পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিবার দিন যে যে শিশু তথায় জন্মিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে যুবরাজ এক একটী স্বর্ণমুদ্রা (সবারেণ) এবং যুবরাজপত্নী এক একটী রূপার চামচ ও কাঁটা দিয়াছেন। ইঁহারা নিউ জিলণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দর্শন করিয়া ১লা নবেম্বর স্বদেশে ফিরিবেন। জগদীশ্বর ইঁহাদিগকে নিরাপদে রাখুন্ ও ইঁহাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের মঙ্গল করুন্।

বিক্‌টোরিয়া স্মৃতিফণ্ড—ইহার জন্য একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হইবে, বারিষ্টার কটন তাহার সম্পাদক হইবেন। ইহা হইতে ভারতের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির কথা জানা যাইবে।

রাজদেহ-রক্ষক—স্বর্গীয়া মাতার দৃষ্টান্তে ইংলণ্ডরাজ ৭ম এডওয়ার্ড ৩০০ সিপাহী আপনার দেহ-রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতেছেন।

বাঙ্গালী কমিশনর—আর এল দত্তের পর আর কেহ বিভাগীয় কমিশনারী পদ পান নাই, সম্প্রতি মেং কে জি গুপ্ত উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর হইয়াছেন।

ডাক্তারী পরীক্ষার ফল—পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে ২জন ২য় এবং ৭ জন ১ম এম বি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন—প্রথম দুই ছাত্রের নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও গুরু প্রসাদ মিত্র।

অনাথবন্ধু সমিতি—ইউনিবার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে গত ২রা এপ্রেল ইহার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে ছোটলাট বাহাদুর সভাপতির কার্য্য করেন। ইহার ফণ্ড হইতে ৬২টী বিধবা ও অনাথ বালক বালিকা মাসিক সাহায্য পাইতেছে, পূজা ও শীত উপলক্ষে বস্ত্র বিতরিত হইতেছে এবং শ্রম-জীবিনীর কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে।

শ্রমজীবিনীদের স্বত্বস্থাপন চেষ্টা—লাঙ্কাসায়ারের ২২,৩৫৬ জন শ্রমজীবিনী পার্লেমেণ্টে মত দিবার অধিকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে ইংলণ্ডের ৫০ লক্ষ শ্রমজীবিনী দেশব্যাপী ঘোরতর আন্দোলন করিবেন।

প্রাদেশিক সমিতি—গত ২৭ শে এপ্রেল হইতে ৩ দিবস মেদিনীপুরে ইহার অধিবেশন হইয়াছে। মেং এন্ ঘোষ ইহার সভাপতিত্ব করেন।

জয়পুরের রাজসভা—বাবু সংসার চন্দ্র সেন প্রধান মন্ত্রী এবং পরলোক-গত কান্তি বাবুর পুত্র বাবু ঈশানচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় বিশেষ সদস্য হইয়াছেন।

কালীর নদী—আফ্রিকার আলজি-রিয়া প্রদেশে দুইটী স্রোত মিলিয়া এক নদী হইয়াছে, তাহার একটীতে লৌহ ও অপরটীতে গালিক এসিড থাকাতে উভয়ে মিলিয়া কালী উৎপন্ন হয়।

পেকিন দগ্ধ—চিনের রাজধানী পেকিন হঠাৎ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে একজন রুষ সেনাপতি মরিয়াছেন, জর্ম্মণ সেনাপতি মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

আশ্চর্য্য মিল—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয়া মহারাণী বিক্‌টোরিয়াকে নিউ-

ফাউণ্ডল্যাণ্ডনিবাসিনী বিবী পিটম্যান এক পত্র লেখেন তাহাতে প্রকাশ যে মহারাণীর ও তাঁহার বিবাহ এক দিবসে হয়, তাঁহারও স্বামীর নাম আলবার্ট ছিল, তাঁহার প্রথম পুত্র আলবার্ট যুবরাজ আলবার্টের সমবয়স্ক; মহারাণীর সহিত তিনি এক দিনেই বিধবা হন। মহারাণীর সহিত তাঁহার প্রভেদ বোধ হয় এই যে তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া এখনও মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন নাই।

মৃত্যু—ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইলাম, ইনি অনেক সাধুকার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। ইহাঁর ৩টী নাবালক পুত্র। রাজা স্বীয় পত্নী রাণী বিলাসমণি দেবীকে সমুদায় সম্পত্তির ট্রষ্টী করিয়া গিয়াছেন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন।

বাগ্মী রমণী—পণ্ডিতা জীবন মুকত জম্মুনিবাসিনী বিদুষী নারী অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দর্শনে আসিয়া 'দশ গুরু,' 'স্ত্রী ও পুরুষের মুক্তি' 'শিক্ষা' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিয়াছেন।

ভারতে বুরবন্দী—আমেদ নগরে এক দল বুরবন্দী আনীত হইয়াছে। সিংহলে স্থানাভাব বশতঃ ভারতবর্ষে বুরদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শোক-লিপি—মুর্সিদাবাদের নবাব বেগম সাহেব মহারাণী বিক্টোরিয়ার বিয়োগ-শোকব্যঞ্জক পত্র ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই পত্র স্বাক্ষরকারিণীদের মধ্যে বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমান বড় বড় রমণীরা আছেন যথা, কুচবিহারের মহারাণী; মুরসিদাবাদ, ঢাকা পাটনা, চিতপুর ও রাজমহলের নবাব পরিবারের মহিলাগণ; বর্দ্ধমান, ডুমরাওন, হাতোয়া, দিনাজপুর প্রভৃতির মহারাণী; নসিপুর, দিঘাপতি, হেতমপুর প্রভৃতির রাণীগণ। নূতন হইলেও এ কার্য্যটী সুসঙ্গত ও সময়োপযোগী।

বিক্টোরিয়া ছাত্রবৃত্তি ফণ্ড—লেডী কুর্জ্জনের উদ্যোগে এই ফণ্ডে ৩ লক্ষ টাকার অধিক দাতব্য সংগৃহীত হইয়াছে। লেডী ডফারিন স্কুলের ছাত্রীদিগকে এই ফণ্ড হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

ঝটিকা—গত ২৩ এ এপ্রেল ব্রহ্মের প্রধান নগর মণ্ডালেতে এক ভয়ানক ঝটিকা হইয়া অনেক গৃহ ভগ্ন ও প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতে কল কারখানা—১৮৯৯ সালে সমগ্র ভারতে সূতার কল ৫৮৬, পাটের কল ৮২, চাউলের কল ৮৪, চিনির কল ১৪ এবং ইঞ্জিনিয়ারী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানা ৮২টী ছিল। শিল্পোন্নতি আরও আবশ্যক।

নিরামিষ-প্রিয়তা—জর্ম্মণির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক মৃত্যুকালে ৩॥০ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্দারা নিরামিষভোজী অনাথদিগের জন্য এক আশ্রম হইবে। পাশ্চাত্য জগতের এরূপ দৃষ্টান্ত বিশেষ প্রীতিকর।

রাণী আলেকজান্দ্রা।

রাণী আলেকজান্দ্রা বা আলেকজান্দ্রিয়া রমণী-কুলরত্ন সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার পরলোক গমনের পর সপ্তম এডোয়ার্ডের সহধর্ম্মিণী রূপে পরম সৌভাগ্যবতী ও ভারতের নূতন সাম্রাজ্ঞী। ইহাঁর সম্বন্ধে নানা সংবাদপত্রে এত কথা প্রকাশিত হইতেছে, যে ইনি এখন বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের নিকট অপরিচিতা নহেন। সম্প্রতি বিলাতের কোনও সাময়িকপত্রে তাঁহার যে মনোহারিণী জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে আমরা তাহারই কিয়দংশ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। নব সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রিয়া সর্ব্বাংশে রমণীর শিরোমণি শ্বশ্রূদেবীর উপযুক্ত বধূ ও তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার পক্ষে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত। সভ্য জগতের সকলে একবাক্যে ইহাঁকে আদর্শ দুহিতা, আদর্শ পত্নী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ গৃহিণী বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। শুধু রূপের প্রভাবে নহে, কিন্তু হৃদয়ের গুণে ইনি দেশ বিদেশের সকলের হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছেন। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে রাজবধূরূপে ডেন্‌মার্কদেশ হইতে ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। তদবধি এই সুদীর্ঘকাল (৪০ বৎসর) এমন অক্ষুণ্ণভাবে যশের রাজ্যে বিচরণ ক রান্ন্র্‌ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াথাকে। রাজকন্যা হইয়াও আলেকজান্দ্রিয়া শৈশবকাল হইতেই গৃহস্থ-কন্যার ন্যায় মিতাচারিতা ও মিতব্যয়িতা গুণে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। ইহাঁর পিতৃগৃহের সকলেই পারিবারিক মধুর বন্ধনের জন্য ইউরোপের রাজন্য সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন। সাম্রাজ্ঞী অলেকজান্দ্রিয়া ১৮ বৎসর বয়সের বালিকা বেশে ইংলণ্ডীয় রাজগৃহে পদার্পণ করিয়া এমন সুবুদ্ধি সহকারে আপনার মান মর্য্যাদা ও মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন যে রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন—মতাবলম্বিনী শ্বশ্রূদেবীর সহিত একদিনের জন্যও মনোমালিন্য ঘটে নাই। মহামতি গ্লাডষ্টোনের সহিত ইহাঁর মতের ঐক্য ও অভেদ্য বন্ধুতা ছিল। যদিও শ্বশ্রূদেবীর প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে অনেক সময়ই রাজ-প্রাসাদের মর্য্যাদা রক্ষণোপযোগী ক্রিয়া কলাপে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে, তথাপি তিনি শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্য একদিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। শাণ্ডহাম প্রাসাদের জন-কোলাহল-শূন্য নির্জ্জনতার মধ্যেই ইহাঁর চরিত্র পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান নৃপতি সপ্তম এডোয়ার্ড এবং তাঁহার পত্নী উভয়ের নিকট অতিথির জন্য অবারিত দ্বার। যাঁহারা ইহাঁদের গ্রাম্য সৌন্দর্য্যপূর্ণ গৃহে একবার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই নব সাম্রাজ্ঞীর কার্য্যকুশলতা ও রমণীজনোচিত কমনীয় ভাব দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। দুঃস্থ প্রতিবেশিগণের

গৃহদ্বারে দেবীরূপে গমনপূর্ব্বক মুক্তহস্তে সাহায্য করা ইঁহার নিত্যব্রত। প্রথম পুত্রের জন্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই জর্ম্মণির সহিত ডেনমার্কের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে কর্ত্তব্যপরায়ণ দুহিতার প্রাণ অসীম ক্লেশে কম্পিত হইয়াছিল। জর্ম্মণির বিপুল সেনার সম্মুখীন হইতে পারে, ডেন্মার্ক নৃপতির এমন সৈন্যবল ছিল না। জন্মভূমির এই আসন্ন বিপদ্ দর্শনে রাজবধূ নবজাত শিশুর শয্যাপার্শ্বে অনাহারে ও অনিদ্রায় অশ্রুপাত পূর্ব্বক দিন যাপন করিয়াছেন, তথাপি শ্বশ্রূ-দেবীর মতের প্রতিকূলে মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলেন নাই। এ কি কম ধৈর্য্য ও বীরত্বের পরিচায়ক? সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্ড্রিয়ার হৃদয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভূষণে বিভূষিত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান নৃপতি যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়া ইঁহারই শুশ্রূষাবলে জীবন রক্ষা করেন, তখন তাঁহার আরোগ্য প্রাপ্তি উপলক্ষে সমস্ত স্থানের গির্জ্জায় উপাসনা হয়। রাজবধূ আলেকজান্ড্রা তৎকালীন আচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন—

"আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি প্রথমেই রাজকীয় উপাসনালয়ে স্বামীদেবের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, তবে আমি হৃদয়ের সহিত তাহাতে যোগদান পূর্ব্বক আবার দ্রুতপদবিক্ষেপে তাঁহার শুশ্রূষার জন্য তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইতে পারি।"

বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য ডিন ষ্টান্‌লী (Dean Stanley) নবরাজবধূ আলেকজান্ড্রা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন "পরী রাজ্য হইতে সমাগত এই রাজকুমারী যখন প্রার্থনা-পুস্তক হস্তে গৃহের এক কোণে মধুর স্বরে আমার আহ্বান পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন আমার হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়া গেল।" ঈশ্বর এই গুণবতী সাম্রাজ্ঞীকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া শ্বশ্রূদেবীর সকল গুণে বিভূষিত করুন এবং শ্বশ্রূদেবীর ন্যায় ইনি ভারত নারীগণের উন্নতি ও কল্যাণের চিরসহায় হউন্।

কৃত্রিম পদ-বিকৃতি।

অনেক দেশে শৈশবাবস্থা হইতে মস্তক চেপ্টা বা লম্বা করা হয়, নাসিকা, কর্ণ, ও ওষ্ঠদ্বয় বিদ্ধ করাইয়া শরীরময় উল্কী পরান হয়; কিন্তু পায়ের পাতা চাপিয়া ও বাঁধিয়া খর্ব্ব করিবার রীতি চিন দেশ ভিন্ন অন্য কোনও দেশে প্রচলিত নাই। খর্ব্ব ও ছোট পদ সুন্দর বলিয়া চিনের অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে বহু কষ্ট দিয়া তাহাদিগের পদ বিকল করা হয়। বালিকার যত বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, ততই তাহাকে

খর্ব্বপদের সৌন্দর্য্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়, এবং সে ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম বর্ষীয়া হইলেই তাহার পদ খর্ব্ব করিবার প্রক্রিয়া সকল গৃহীত হয়। প্রথমতঃ পদদ্বয় উষ্ণ জল দ্বারা বহুক্ষণ সিক্ত করিয়া, ফটকিরির গুঁড়া দিয়া সর্ব্বতোভাবে ঢাকা হয়। পরে বালিকাকে শয্যায় শয়ান রাখা হয় এবং উষ্ণজলসিক্ত নূতন বস্ত্র-বন্ধনী দ্বারা দুইজন সবল পুরুষ তাহার পদাঙ্গুলির সহিত পায়ের পাতা চাপিয়া বাঁধিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একজন পদ-খর্ব্বকারী ব্যবসায়ী ও অপর ব্যক্তি প্রায় বাটীরই ভৃত্য—ভৃত্যাভাবে কখন কখন পিতা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বন্ধনীটী দুই কিম্বা আড়াই গজ দীর্ঘ ও দুই হাত চৌড়া। ইহা ফিতার ন্যায় বুনন ও অত্যন্ত দৃঢ়। প্রথম বাঁধিবার সময় এত কষ্ট হয় যে বালিকা কেবল ক্রন্দন করিয়া ক্ষান্ত হয় না —কখন কখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনেক সময় অহিফেন সেবন দ্বারা তাহাকে অজ্ঞান করিতে হয়। বন্ধনী কেবল পায়ের পাতায় আবদ্ধ নহে, ইহা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তারিত থাকে। এই বন্ধনে হাঁটুর নিম্ন দেশে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয় ও পা পক্ষাঘাতের ন্যায় অসাড় হইয়া থাকে। প্রথম মাসে প্রত্যেক চারি বা পাঁচদিন অন্তর, পরে ছয় সপ্তাহ অন্তর বন্ধনী পরিবর্ত্তন করা হয়। বালিকা সমস্ত সময় শয্যাগত এবং তাহার পদদ্বয় লম্বমান থাকে। ইহা জমিতে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে রক্তসঞ্চালন হইবে। প্রত্যেক পায় বন্ধনী খুলিবার সময়, (মরা মাংস) চর্ম্ম উঠিয়া থাকে—প্রায়ই ক্ষত ও স্ফোটক হয়। এই সকল ক্ষত ক্রমে এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে যে পদদ্বয় না কাটিলে আর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অনেক বালিকা এরূপ বন্ধনের যাতনা অপেক্ষা পদহীন হওয়া শ্রেয় বিবেচনা করে। এই বন্ধন দশায় দুই তিন বৎসর থাকিতে হয়। পরেও একবারে বন্ধনী-মুক্ত হইবার যো নাই। অনেক পদ বাতাতপে প্রায়ই ফুলিয়া ও ব্যথিত হইয়া থাকে, এইজন্য চিরকালই ইহা আবৃত রাখিতে হয়, সুতরাং পদ-খর্ব্বকারীদিগের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। "সুন্দর চরণবতী স্ত্রী" এইরূপে পদের জন্য চিরকালই কষ্টভোগ করিয়া থাকে। এই নিষ্ঠুর কুপ্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিম্বদন্তী যে এই প্রথা খৃষ্ট জন্মিবার দুই তিন শত বৎসর পরে প্রচলিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তঙ্কী (Tankey) নাম্নী এক সাম্রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পদ ক্ষুদ্র ও কদাকার ছিল। তিনি এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। এদিকে তাঁহার রূপে সকলেই মোহিত হইত, বিশেষতঃ সম্রাট্ তাঁহার ক্রীতদাসের ন্যায় হইয়াছিলেন। স্ত্রীমণ্ডলে তাঁহার রূপের কথা উঠিলেই সকলে একবাক্যে তাঁহার

কুৎসিত পদের উল্লেখ করিত। ইহা তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইল। পরিশেষে তিনি কৌশল করিয়া সম্রাটের দ্বারা বিধিবদ্ধ করাইলেন যে তাঁহার মত ক্ষুদ্রাকার বা বিকল পদ সৌন্দর্য্যের লক্ষণ, সুতরাং সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যারা সপ্তম বর্ষ বয়স্কা হইলে কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের পদ খর্ব্ব করিতে হইবে। যাহাদিগের এরূপ পদ না হইবে, তাহারা সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং উচ্চপদস্থ লোকেরা তাহাদের পাণিগ্রহণ করিবে না।

পূর্ব্বে বিকৃত পদ সর্ব্বত্র আদৃত হইত, কিন্তু অধুনা এই প্রথা শনৈঃ শনৈঃ অন্তর্হিত হইতেছে। বর্ত্তমান মিং বংশের সাম্রাজ্য গ্রহণাবধি প্রাসাদ ও রাজসভা হইতে কৃত্রিম পদ-বিকৃতি প্রথা এক প্রকার দূরীভূত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ লোকদিগের চক্ষে আর ইহার আদর নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও সামান্য লোকেরা অদ্যাপি এই কুপ্রথার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। তাতার ও মোগল প্রদেশ এবং দক্ষিণ-ম্যাঞ্চু দেশ হইতে ইহা একবারে উঠিয়া গিয়াছে; বোধ হয় আর কিছু দিন পরে ইহার চিহ্ন-মাত্রও দৃষ্ট হইবে না। সৎশিক্ষার অভ্যুদয়ে কুসংস্কারের অন্তর্ধান প্রকৃতির নিয়ম। চিনে এ নিয়মের বিপর্য্যয় কেন হইবে?

সন্ন্যাসিনী।*

১।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কর্ণগড় নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দেবী মহা-মায়ার মন্দিরের ভিতরে একটী ষোড়শ-বর্ষীয়া যুবতী অর্দ্ধনিমীলিত লোচনে উপবিষ্টা। তাঁহার সম্মুখে দেবী-পূজার উপকরণ সমুদয় সজ্জিত রহিয়াছে। বস্ত্র-দ্বারা গ্রীবাদেশ বেষ্টিত, হস্তদ্বয় সংযোজিত হইয়া তাঁহার বক্ষোপরি সংস্থাপিত। তাঁহার আকৃতি দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে তিনি এখন এই মরণশীল ক্ষুদ্র সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোনও এক অদৃশ্য অমরধামে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার মুখে বিষাদের রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, যেন এক প্রকার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য এই অবস্থায় দেবীর সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। একবার অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন "মাগো! আমার এই অবস্থা দেখিয়া তোমার কি দয়া হইতেছে না? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার এই বিপদ সময় তোমার অভয় বাণী শ্রবণ করিতে পাইতেছি না?"

যুবতীর নাম উষাবতী। ইনি জায়গীর-

* একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

দার শ্রীরমাপতি চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা। রমাপতি বাবুর অন্য সন্তান না হওয়াতে উষাবতী তাঁহার অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিলেন। উষাবতীর গুণে প্রতিবেশী সকলেই মুগ্ধ। তিনি দরিদ্রকে অর্থ, বিপন্নকে সাহায্য, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দিতেন এবং সাধ্যানুসারে সকলের উপকার সাধনে ব্রতী ছিলেন। কন্যার এই প্রকার সদ্গুণ দর্শনে তাঁহার পিতা ও মাতা অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। রমাপতি বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু তাঁহার এই অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের জন্য কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই এবং জন্মিবার সম্ভাবনাও ছিল না বলিয়া প্রতিবেশীরা বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে অবিবেচনা আরোপ করিয়া তাঁহাকে কতই নিন্দা করিত। রমাপতি বাবু স্থির করিয়াছিলেন যে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন এবং জামাতার হস্তে সকল ভার ন্যস্ত করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্ম্মার্থে নিয়োগ করিবেন। কিন্তু এই ইচ্ছাও পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। কারণ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহার কন্যার রূপ গুণের ব্যাখ্যা শ্রবণে এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে রমাপতি বাবুকে বিশেষ অনুগৃহীত ও স্বীয় জীবনের অপূর্ণ আশা পূর্ণ করিবার জন্য উষাবতীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে অবধি এই সংবাদ কর্ণগড়ে প্রচারিত হইল, সেই অবধি সমস্ত গ্রাম এক দুঃখের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইল। স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই রমাপতি বাবুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া মনে মনে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল যেন তাঁহার এই দুঃখের নিশার শীঘ্রই অবসান হয়।

২

দিন ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে—কাহারও সুখ দুঃখে কর্ণপাত না করিয়া কালস্রোত অবিরাম-গতিতে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত সমুদ্রে মিশিতেছে! দুঃখীকে সুখী করিতে, বিপন্নকে আশ্বস্ত করিতে, রোগীকে সুস্থ করিতে এবং ভগ্নহৃদয়কে তৃপ্ত করিতে ইহাই বুঝি প্রকৃষ্ট উপায়, তাই বিধাতা জগতের মধ্যে এই কাল-প্রবাহের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

উষাবতী এখন মেদিনীপুরের অন্তর্গত আলিবর্দ্দিখাঁর দুর্গনামে বিখ্যাত কারাগারে অবরুদ্ধা। তাঁহার অসম্মতিতে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া নবাব তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ করিয়াছেন। এক দিন গভীর রজনীতে ক্ষুদ্র বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া উষাবতী অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মনে হইতেছে 'হায়! এই চন্দ্র, এই গ্রহ নক্ষত্রগণ কেমন স্বাধীন ভাবে আকাশে বিচরণ করিতেছে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লিগণ মধুর কোলাহলে উদ্যানকে প্লাবিত করিয়া মনের আনন্দে কেমন গান করিতেছে, লতা সকল আপন আপন বাহুবল্লরী দ্বারা বৃক্ষগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুরভিপূর্ণ পুষ্প প্রদান করিয়া নৈশ সমীরণের সহিত ধীরে

ধীরে নৃত্য করিতেছে। ইহারা সকলেই কেমন স্বাধীন, কেমন সুন্দর! আর আমি এই ক্ষুদ্র স্থানে অবরুদ্ধা হইয়া জীবনের পূর্ব্বস্মৃতির তরঙ্গাঘাতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অধীর হইতেছি, ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আপনার রূপ ও গুণকে ধিকার দিয়া মানবজীবনকে অশেষ দুঃখের আকর বলিয়া মনে করিতেছি।

হঠাৎ এই সময় উদ্যানস্থিত এক বৃহৎ অশোক বৃক্ষের নিম্নে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। সেই মূর্ত্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া, বাতায়নের নিম্নে আসিয়া ডাকিল 'উষা!'

উষাবতী বলিয়া উঠিলেন 'শৈলেন!'

শৈ। শীঘ্র বাহির হও। বিলম্ব করিও না!

উ। কেমন করিয়া বাহির হইব? আমার ঘরের দরজা বাহিরে তালাবদ্ধ।

শৈলেন্দ্র একটী যন্ত্র দ্বারা সজোরে আকর্ষণ করিবামাত্র তালা ভাঙ্গিয়া গেল। উষাবতী অবিলম্বে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল 'কি করিতে হইবে বল?'

শৈ। এই সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ গ্রহণ কর এবং ইহা পরিধান করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে পশ্চিম দিকে সিংহদ্বার দিয়া প্রস্থান কর।

উ। আর তোমার উপায়? আমি তো পথ চিনি না, এই গভীর রাত্রিতে একাকীই বা কোথায় যাইব!

শৈ। আমার বিষয় কিছুই ভাবিও না। এই দুর্গের বাহিরে কিয়ৎদূর গমন করিলে দেখিবে এক প্রাচীন সন্ন্যাসী তোমার জন্য তপস্যা করিতেছেন। তিনি যাহা করিতে বলিবেন, বিনা আপত্তিতে তাহাই করিও। তিনি আমার গুরুদেব।

উষাবতী আর বিলম্ব না করিয়া সেই স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না এই অসম্ভব ব্যাপার কি উপায়ে সম্ভব হইল। তিনি বুঝিলেন মহামায়ার পূজার ফল ফলিয়াছে। অবিশ্বাসের জন্য আপনাকে শত শত ধিক্কার দিয়া ভূমিতে পড়িয়া দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। অসৎ প্রবৃত্তির উপর সতীত্বের জয় হইল। অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে ধর্ম্মেরই মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিল। উষাবতী নবাবের কারাপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

যথা সময়ে নবাব জানিতে পারিলেন তাঁহার বন্দিনী পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, ক্রোধে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, সমস্ত প্রহরীদিগকে যথোচিত শাসন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। অবশেষে তিনি আজ্ঞা দিলেন "শৈলেন্দ্রকে যন্ত্রণার সহিত বধ কর।"

নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। শৈলেন্দ্রের হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইল। তাঁহার মুখশ্রীতে ভয়ের চিহ্ন নাই। চক্ষুর্দ্বয় প্রফুল্ল। তিনি ভাবিতেছেন জগতের সকলই তো নশ্বর। এই মৃত্যুর অধীন জগতে কাহারও সাধ্য

নাই চিরদিন অবিনাশী হইয়া থাকিতে পারে; সুতরাং জীবনের জন্য ভাবিয়া কোনও ফল নাই। আমি জীবনে যে মহৎ কার্য্য করিলাম, তাহার জন্য আমার জীবন কৃতার্থ হইয়াছে। উষাবতীকে—প্রাণের উষাকে যে এই অধর্ম্ম ও পাপের পৈশাচিক মূর্ত্তির হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি, ইহাতে আমার প্রাণ আজ আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে। বিধাতার রাজ্যে পরকালে অবশ্য ইহার পুরস্কার আছে। আর যদি পরকাল নাই থাকে, তাহা হইলেও ইহার পুরস্কার আমি এখনই সম্ভোগ করিতেছি। এই যে আত্মার বিমল আনন্দ, এ আনন্দ আমি জীবনে আর কখনও সম্ভোগ করি নাই। ইহাই কি সৎকার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার নয়? অপ্সরাগণ-সেবিত, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি-প্লাবিত, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য সকল প্রকার বিলাসিতা-পরিপূর্ণ, মণিমুক্তা মরকতখচিত স্বর্গলোকে বাস কি এতই সুখকর যে তদ্‌ভিন্ন মানব অন্য কোন উচ্চতর সুখ ও আনন্দের কল্পনা করিতে না পারিয়া এই সুখভোগই পুণ্য কার্য্যের চরম পুরস্কার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে? আমি কিন্তু তাহা কখনই মনে করিতে পারিব না। আজ আমি যে আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহা ইন্দ্রের অমর লোকের সুখ অপেক্ষা উচ্চতর, বিমলতর। ধন্য জগতের বিধাতা যে আজ আমি এরূপ আনন্দের সহিত এই নশ্বর জীবন ও সংসার পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছি।

বধ্যভূমি আজ লোকে লোকারণ্য! সকলেই অনিমেষলোচনে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দর্শকমণ্ডলী সকলেই ক্রন্দন করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া করযোড়ে এই প্রার্থনা করিতেছিল, বিধাতা যেন এই অলোকসামান্য ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, যুবা মহাপুরুষকে রক্ষা করিয়া তাহাদের আন্তরিক কামনা পূর্ণ করেন। তাহাদের কামনা পূর্ণ হইল।

দেখিতে দেখিতে শৈলেন্দ্রশেখর হঠাৎ অচেতন অবস্থাতে ভূমিতলে পতিত হইয়া গতাসু হইলেন। সামান্য দস্যু তস্করের ন্যায় তাঁহাকে ঘাতকের কুঠারা-ঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হইল না।

৩

শৈলেন্দ্রের গুরুদেব পূর্ব্ব হইতে জানিতেন যে, শৈলেন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু তাহার নিজের উদ্ধার অসম্ভব। ইহা জানিয়াও তিনি শৈলেনকে এই কার্য্য হইতে বিরত করেন নাই। তিনি জানিতেন যে অসহায় নির্দ্দোষী অবলাকে বিপদ্ হইতে—অধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার করা মনুষ্যের কার্য্য? ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কর্ত্তব্য জগতে আর নাই। সুতরাং শৈলেনের বিপদ জানিয়াও তিনি তাঁহাকে এই কার্য্য সাধন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই তো গুরুর উপযুক্ত কার্য্য। এই তো সাধুর প্রকৃত উপদেশ। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান কালে এরূপ গুরু অতি বিরল।

যথা সময়ে শৈলেনের মৃত্যু সংবাদ গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি একদিন উষাবতীকে ডাকিয়া বলিলেন "মা! তুমি জান সংসারে কিছুই চিরদিন থাকে না, পদ্মপত্রস্থিত জলের স্থায়, পবনোৎক্ষিপ্ত জল-বুদ্বুদের ন্থায় মানব-জীবন সর্ব্বদাই চঞ্চল। আজ যাহা তোমাকে বলিব বলিয়াভাবিতেছি, তাহা তোমার পক্ষে আপাত-কষ্টকর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে তোমার ভবিষ্য মঙ্গল হইবে।"

উষাবতীর চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন গুরুদেব কেন তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। তিনি জানিতেন শৈলেন্দ্রশেখর দেবতা। এই সংসার তাঁহার উপযুক্ত স্থান নহে। তিনি শীঘ্রই অমরধামে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম ও পবিত্রতার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন।

গুরুদেব। "মা অধীর হইও না। আজ হইতে তুমি শৈলেনের স্থান অধিকার করিলে। যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তুমি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ, সেই পরিচ্ছদ তুমি চিরদিনের জন্ত ধারণ করিয়া থাক, এই ভবকারাগার হইতেও মুক্ত হইবে।

উষা। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। পদধূলি-মস্তকে দিন, আমি যেন এই আজ্ঞা চিরদিন প্রতিপালন করিতে পারি।

চির-সন্ন্যাসিনী উষাবতী গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান ও চিন্তাতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে শৈলেনের বিরহজনিত হৃদয়স্থিত প্রচণ্ড শোকানল প্রধূমিত হইয়া যে তাহার উষ্ণ ও দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলী উত্তপ্ত করিত না, তাহা কে বলিতে পারে? অথবা সেই দেবচরিত্র ক্ষণজন্মা অলৌকিক কার্য্য-শক্তিসম্পন্ন শৈলেনের অকাল মৃত্যুতে ব্যথিতহৃদয়া সাধ্বী উষাবতী নিজ জীবনের সুখাশাতরুর পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া অভিসম্পাতের যে বিষদিগ্ধ তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিতেন, তাহার প্রতাপে যে মুসলমান নবাবকুল অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

এখনও পর্য্যন্ত কর্ণগড়ে দেবী মহা-মায়ার প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির কালের ধ্বংসকারী শক্তিকে পরাভূত করিয়া বর্ত্তমান আছে। এখনও পর্য্যন্ত মেদিনীপুর সহরে ইংরাজ আমলের পুরাতন জেলের অন্তর্গত প্রস্তরনির্ম্মিত আলিবর্দ্দি খাঁর রচিত দুর্গের অবশিষ্টাংশ উর্দ্ধদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া ধর্ম্মের ও সতীত্বের বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

দ্রৌপদী।

(৪৩৫ সংখ্যা—৩৯০ পৃষ্ঠার পর)।

ইতিহাসে বা কাব্যে চরিত্রের যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহা অনেক সময় কবিদিগের রুচির প্রভেদ হেতু। সমাজের সংস্কার ও কাল-পরম্পরাগত রীতি ও ব্যবহার অনুসারে কবির কল্পনা বিভিন্ন ভাবে নিয়মিত হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুরুসভায় ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ ও বিদুর প্রভৃতি ধর্ম্মবিদ্ মহাত্মাগণ উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতিকামী দ্রৌপদী-প্রেরিত আদেশ বাক্য কহিলে সভ্যগণ দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। যুধিষ্ঠির দূত-মুখে কৃষ্ণাকে রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন।

যখন প্রতিকামী পুনর্ব্বার কৃষ্ণার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দুর্য্যোধন তাঁহাকে সভাস্থলে আনয়ন করিবার আদেশ দিয়াছেন শুনিলেন, তখন তিনি প্রতিকামীকে কি বলিয়াছিলেন? তিনি কি সাধারণ রমণীর ন্যায় ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন? না তিনি ধর্ম্মরাজপত্নী, তিনি নীতি-কুশলময়ী বীরনারী ও প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিমতী, তাহারই পরিচয় দিলেন। তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন "পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন। তুমি সভাগণ সমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর।" এই প্রকার তেজস্বিনী মহতী উক্তি দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য কোন্ নারীতে শোভা পায়? মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্য অন্য নারীগণের অপেক্ষা উন্নত ও বরিষ্ঠগুণে ভূষিতা করিয়া মহাভারতে দ্রৌপদীর অবতারণা করিয়াছেন। বাল্মীকির সীতা, কালিদাসের শকুন্তলা, দ্রৌপদীর তুলনায় অনেকাংশে হীন। দুঃশাসন, দুর্য্যোধনের আদেশে যখন কৃষ্ণাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিল, সভামধ্যে এক মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই শোকে অভিভূত হইয়া কৃষ্ণার দিকে অনিমেষ-লোচনে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আহা! যে কুন্তলকলাপ অবভৃত স্নানে রাজসূয় যজ্ঞে মন্ত্রপূত হইয়াছিল, আজ দুরাত্মা দুঃশাসন হস্তে সেই চিকুরজাল অপবিত্র হইল! তখন প্রকীর্ণকেশা পতিতার্দ্ধ-বসনা দ্রুপদনন্দিনী ক্রোধে লজ্জায় অভিভূতা হইয়া বলিলেন "রে দুরাত্মন্! আমি রজস্বলা। তুই কুরুবংশীয় বীরগণ সমক্ষে আমাকে আকর্ষণ করিতেছিস,

কেহই তোর নিন্দা করিতেছে না! ক্ষত্র ধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুরের কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই।” যখন রাজা রামচন্দ্র লঙ্কার অগ্নিপরীক্ষার পর সীতাকে গৃহে আনয়ন করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে লোকাপবাদ অনুরোধে পতিপরায়ণা পতিপ্রাণা সীতাকে বনে প্রেরণ করিলেন, তখন সীতা কি বলিয়াছিলেন—“আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে আমি বিশুদ্ধচারিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ! এক্ষণে মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা, তুমি তাহাই কর। বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয়ই দুঃখভোগের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।” দ্রৌপদী সেরূপ বলিলেন না—যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা সত্বেও তিনি ধর্ম্ম ও ন্যায়মতে বিচার প্রার্থিনী। পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে কি না, অর্থাৎ যুধিষ্ঠির স্বয়ং পরাজিত হইবার পর দ্রৌপদীকে পণ রাখা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যে, সীতার জন্য রাম সেতু বন্ধন করিয়া বিপদসঙ্কুল মহাযুদ্ধে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ বধ করিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আজ অমূলক লোকাপবাদে সেই প্রাণসমা প্রিয়তমা জনকদুহিতাকে মমতা, স্নেহ প্রণয়ের সহিত বনে বিসর্জ্জন দিলেন। সীতার মুখে কোন কথাই নাই। বারকতক অদৃষ্ট দেখাইয়াই সীতা নিবৃত্ত হইলেন এবং সাধারণতঃ রমণী-সুলভ বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। উভয় কবির রুচির প্রভেদ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে নায়ক নায়িকার লক্ষণ সম্বন্ধে প্রায় একই রকম প্রণয়ের ভাব দৃষ্ট হয়। সে প্রণয়ে জীবন নাই, স্বাধীনতা নাই বা স্বতন্ত্রতা নাই। স্ত্রীকে সাধ্বী করিতে হইলেই তাহার চরিত্র এমন করিতে হইবে যে স্ত্রী যেন কেবল কাষ্ঠ বা লৌহখণ্ড। পতি ধর্ম্মতঃ বা অধর্ম্মতঃ ন্যায্য বা অন্যায্য যে আদেশই করুন বিনা প্রতিবাদে তাহা পালন করিতেই হইবে। মহাকবি কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলা সংবাদে এ প্রণালীর বিপর্য্যয় নাই।

যখন মহারাজা দুষ্মন্ত বলিলেন :—

স্ত্রীণামশিক্ষিত পটুত্বম মানুষীষু।
সং দৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ
প্রাগন্তরীক্ষ গমনাৎ স্বমপত্যজাত
মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতা কিলপোষয়ন্তি।

সুচতুরা কামিনীর কথা বহু দূর,
স্ত্রী-বুদ্ধি প্রমাণ দেখ ইতর অন্তর—
কোকিলা কৌশলে রাখি বায়সী-আলয়ে
আপন শাবকে পালে শৈশব সময়ে।

শকু। (সরোষে) অনজ্জ! অত্তণো হিঅ আণুমাণেন কিল সর্ব্বং পেক্খসি।*

শকুন্তলার কি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত ছিল? দুষ্মন্ত তাঁহার

* শকু। (সরোষে) অনার্য্য! তুমি আপনার চিত্তবৃত্তি দ্বারা সকলকে দেখিতেছ।

আত্মদেবতা, তাঁহার পবিত্র প্রণয়ের একমাত্র আশ্রয় এবং তাঁহার ইহকালের সুখ, আশা ভরসা ও জীবন যাত্রার একমাত্র লক্ষ্য। সেই ভালবাসার ধন হইতে এ প্রকার রূঢ় ও কর্কশ উক্তি! এই মাত্র উত্তরে দ্রৌপদীর ন্যায় প্রণয়িনী কি শান্ত থাকিতে পারিত? কখনই না। সেই জন্যই বলি মহাভারতের নায়িকা পাণ্ডব-প্রণয়িনী দ্রুপদনন্দিনী দৈনন্দিন অবস্থাগত নায়িকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কাতর স্বরে সভ্যগণ উদ্দেশে বার বার একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সমস্ত রাজগণ ব্যাঘ্র-ভয়ে-ভীত কুরঙ্গিণীর ন্যায় দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়াও ধৃতরাষ্ট্র-ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন ন্যায়পর বিদুর কহিলেন "যদ্যপি যুধিষ্ঠির আত্ম-পরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার যথার্থ ঈশ্বর হইতেন, কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্নোপার্জ্জিত ধনের ন্যায়।" ইত্যবসরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্রৌপদীকে বর দান করিলেন এবং সেই বর দ্বারা সরথ স-শরাসন পঞ্চ ভ্রাতাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন।

রামায়ণের ও মহাভারতের ঐতিহাসিক সমতা এত স্পষ্ট যে দেখিলেই বোধ হয় একটির অনুকরণে আর একটি রচিত হইয়াছে। রামায়ণে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে গমন করিয়াছিলেন, ভারতে মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও অন্যান্য ভ্রাতা সমভিব্যাহারে সেইরূপ বনে গমন করিয়াছিলেন। উভয়ের বনগমনের পরিণাম যুদ্ধ এবং কারণ স্ত্রীর অবমাননা ও রাজ্যচ্যুতি। এই দুই কারণের মধ্যে রাজ্যচ্যুতি উভয় কাব্যে সমান ঘটনা এবং অন্যটী রামায়ণে বন গমনের পর এবং মহাভারতে বন গমনের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল—এই মাত্র অল্প বিভিন্নতা। ইহা ভিন্ন উভয়কালে যুদ্ধেরও বিভিন্নতা আছে, রামায়ণে শত্রু-বিগ্রহ, কিন্তু মহাভারতে সন্ধি-বিগ্রহ। আমরা পূর্ব্বে এই ঘটনাগত বিভিন্নতার কারণ সমাজের অবস্থার অন্তর্গত বলিয়াছি। রামায়ণের ও ভারতের কাল, সভ্যতা, আচার ব্যবহার ও পদ্ধতির পরস্পর ভিন্নতা প্রযুক্ত যুদ্ধের ভাব ও প্রণালীর সমতা নাই। আদিম অবস্থায় যুদ্ধের পাত্রের অভাব নাই—আর্য্য ভিন্ন অনার্য্য মাত্রেই শত্রু। কিন্তু ভারতে রাজসূয় যজ্ঞে, সমস্ত ভারত একচ্ছত্রের অধীন, সকল শত্রুই বশ্য—সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহ রাজগৃহে না হইয়া অন্য রূপে হইতে পারে না। ভারতরাজগণই দুই দলে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কে তুমি আমার ?

১

কে গো তুমি স্নেহময় দেবতা আমার ?
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর আমি
ভ্রান্ত, ভ্রান্তি-পথ-গামী,
তোমার উদার স্নেহ ভুলি শতবার,
বিষম উপেক্ষা বিষ,
ঢালিতেছি অহর্নিশ,
তবু তুমি দেহ স্নেহ অনন্ত অপার !
হেন স্নেহময় দেব, কে তুমি আমার ?

২

কে তুমি করুণাময় দেবতা আমার ?
করুণা-প্রবাহ তব,
সদা হ'য়ে অভিনব,
ভাসায়—ডুবায় মোরে কি বলিব আর ?
আমি যে দরিদ্র দীন,
অধম, শকতিহীন,
কেমন তোমার দয়া, নহে ফুরা'বার !
এ হেন করুণাময়, কে তুমি আমার ?

৩

কে তুমি হে প্রেমময় কে তুমি আমার ?
কে তুমি আমারি লাগি,
দিবা নিশি আছ জাগি,
কোটিরূপে কোটি বেশে ভরিয়া সংসার ?
আমার নয়ন-জলে
যেন তব বিশ্ব গলে,
আমারি আনন্দ যেন অমিয় তোমার ?
কে জানে তোমার আশা,
কে বোঝে এ ভালবাসা,
এতটা সহিতে পারে শকতি কাহার ?
আমি করি প্রতিদান,
অবহেলা—অভিমান !
তবু তব প্রেমসিন্ধু বহে অনিবার,
হেন প্রেমময় আহা ! কে তুমি আমার ?

৪

তোমাতে হয়েছি পূর্ণ,
সে দর্প হয়েছে চূর্ণ,
বুঝেছে নিষ্ঠুর মন মমতা তোমার !
মুহূর্ত্ত মরমে রহ,
আমার সকলি লহ,
লহ মোর ভক্তি, প্রীতি, লহ অহঙ্কার ;
তোমা বই যেন আর,
না থাকে এ অভাগার,
কামনা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ—কিছু চাহিবার ;
আমার সকলি হরি,
আমারে তোমারি করি,
কৃতার্থ পবিত্র কর জীবন আমার !
সুখ, দুঃখ, দেহ যাহা,
সমাদরে লয়ে তাহা,
তোমারি স্নেহের দান ভাবি যেন সার !
এ নব বরষে মম,
তুমি প্রভু প্রিয়তম,
পুরাতন পাপ মৃত্যু করিয়া সংহার
নব জীবনের পথে কর আগুসার।

শ্রীমা——

বিসর্জ্জন।*

১

মা বড় আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন উমাশশী। কারণ উমা যখন নিতান্ত শিশু ছিল, তখন তাহার মায়ের একজন আত্মীয়া রমণী আসিয়া বলিয়াছিলেন—"বড় সুন্দর মেয়েটিত এবার হয়েছে, ঠিক্ যেন দুর্গা ঠাকরুণ—কেমন নাক চোক, যেন কে তূলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে। "তা ভাই এর নাম দুর্গা রাখ।" উমার মা হাসিয়া বলিলেন—"তাও কি হয়, এখনকার দিনে সে নাম লোকে পছন্দ করবে কেন? তা তোমারও ত কথা রাখা চাই, ওর নাম তবে উমাশশী রাখলুম।"

সেই অবধি সেই পর্ব্বত-দুহিতা লোক-মাতার নামেই উমা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সে নামের গুণে কি মানবের অদৃষ্টের বিপর্য্যয় হইতে পারে? কিছু থাক্ বা না থাক্, সেই সর্ব্বংসহা লোকমাতার মত তাহার কষ্ট-সহিষ্ণুতা গুণটী ছিল।

উমা শৈশব হইতেই চিররুগ্না ও ভীরু-স্বভাবা ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীরা কখনও কোনও দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা অপচয় করিলে দোষ পড়িত উমার উপর। সে পিতার অন্যায় বিচারের, আত্মীয়-স্বজনের নিষ্ঠুর ব্যবহারের মধ্যেই বাড়িতে লাগিল। সে কোন কথার প্রতিবাদ করিতে শিখে নাই, কেবল আকুল সজল চক্ষে লোকের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিত। তাহাতে সকলে বলিত "হাবা মেয়ে," নহিলে এত কথা শুনেও "ফ্যাল ফ্যাল" করে চেয়ে থাকে। পৃথিবীর নিয়মই এইরূপ। কত ক্ষুদ্র হৃদয়ের অমূল্য ভাবসকল লোকের কঠোর কথায় বিকশিত না হইয়া, অকালে দলিত হইয়া যায়। কত বন্য কুসুমের মধুর সৌরভ লোক-চক্ষুর অগোচরে বনপথ সুরভিত করিয়া, আপনি ফুটিয়াই ঝরিয়া টুটিয়া পড়িয়া যায়।

এইরূপে আপনার পুঁতুল খেলা লইয়া, খেলেনার বাক্স লইয়া জননীর স্নেহকোলে উমা বাড়িয়া উঠিল। দুর্ব্বল বোকা মেয়েটির প্রতি মাতার করুণ স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদাই স্থাপিত থাকিত।

তাহার এগার বৎসর বয়স হইবার পরেই তাহার পিতা বিশেষরূপ না দেখিয়া শুনিয়াই পল্লীগ্রামস্থ এক গৃহস্থের পুত্রের সহিত তাহাকে বিবাহ দিলেন। ছেলেটী বি এ পাস করিয়া কলিকাতার মেসে থাকিয়া বি এল পড়ে। উমার মাতার আদতে পল্লীগ্রামে বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল না, উমার পিতা পাস করা ছেলে শুনিয়া আপনার জিদ বজায় রাখিয়া শুভ-কর্ম্মে আর বিলম্ব করিলেন না।

* একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহার একটি বিবরণ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে।

বিবাহের দিন উমার জননী ও আত্মীয়া রমণী সকলে জামাইয়ের সেই মলিন শুষ্ক আনন দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, সকলেরি মনে হইল বোধ হয় পাত্রটি পীড়িত। বাঙ্গালীর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা কি এখন তাহা দেখেন, কোন প্রকারে সস্তা দরে কন্যা পার হইয়া গেলে গঙ্গা স্নান করিয়া বাঁচেন। আমার মতে তার চেয়ে যদি সূতিকাগারে লবণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে অনেক নিরীহ বালিকা নানা কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইত।

২

উমার অদৃষ্ট যেন বর্ষাকালের আকাশের মত। কালো মেঘের উপর শুধু কালো মেঘের জমাট বাঁধিতে ছিল। বিবাহের বৎসর খানেক পরেই তাহার জননীর মৃত্যু হইল। তাহার জননী দীর্ঘকাল-ব্যাপী রোগ ভোগ করিয়া প্রত্যহই মরণের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, এখন মৃত্যুতে তাঁহার সকল পার্থিব যন্ত্রণার শেষ হইল। তিনি সতী লক্ষ্মী, সংসারের কোনও শোক তাপ না পাইয়াই অমর ধামে স্বীয় জননীর ক্রোড়ে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাহারা রহিল, সেই মাতৃহীন শিশু বালক বালিকা, তাহাদের কি দশা হইল? সকলের অপেক্ষা উমার অধিক দুঃখ, তাহার মুখের প্রতি চাহিবার কেহই রহিল না। পিতার শরীর সর্ব্বদা অসুস্থ থাকিত এবং তিনি অন্যান্য চঞ্চল বাক্য-প্রিয় বালক বালিকাদিগকে লইয়া যতটা সময় কাটাইতেন, এই নিরীহ বোকা মেয়েটির প্রতি তাঁহার ততটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবসর ছিল না। সে বোকা কেন? না সে সর্ব্বদা অকর্ম্ম করে। হয় ত কোন কোন দিন তাহার পিতা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অন্তঃপুরে আসিতে-ছিলেন, সে সময় সে জলের গেলাসটি মুখের নিকট ধরিয়াছে, সহসা পিতাকে দেখিয়া কম্পিত হস্ত হইতে গেলাসটি পড়িয়া গেল, জল চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল—অন্যান্য সকলে হাসিয়া উঠিল। তাহার পিতা তাহার প্রতি কোপ-কটাক্ষে চাহিয়া বলিলেন "বোকা মেয়েটার রকম দেখ।" সে অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, চোখের কোলে অশ্রুজল ভরিয়া উঠিল। সে উদ্বেলিত হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব কেহ কি বুঝিল?

হয় ত সে দুধের কড়ায় দুধ চড়াইয়া অন্যমনস্ক ভাবে জাল ঠেলিতেছে, এমন সময় কোনও দাসী আসিয়া আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাহাই শুনিতে লাগিল, দুধ জাল ইত্যাদি সমস্ত ভুলিয়া গেল। হঠাৎ সোঁ করিয়া দুধ উৎলাইয়া কড়া ছাপাইয়া তাহার হাতে খানিকটা পড়িয়া গেল। হাতে ফোস্কা হইল, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উমা কাঁদিতে লাগিল। অন্য সকলে বলিল "বোকা মেয়ে রাঁধিতে জানেনা ত যায় কেন? একটু দুধ জাল দেবার ক্ষমতাও নেই, ঘটে বুদ্ধি থাকিলে ত হবে।"

কিন্তু বিধাতা যাহার অদৃষ্টের সহিত তাহার অদৃষ্ট-সূত্র একত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। সেই সরল মুখ খানি—সেই লজ্জাবতী লতার মত লাজময়ী বালিকার ছবিখানি চিরজন্মের মত আপনার হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাকে মনে পড়িলেই তাঁহার কবিবর হেমচন্দ্রের লজ্জাবতী লতা শীর্ষক কবিতাটি মনে পড়িত—

"লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর,
নিঃশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।
এ হেন লতার হায়! কে জানে আদর।"

তিনি সেই কলিকাতার মেসে থাকিয়াই কেহ আদর করুক বা নাই করুক তিনি বিলক্ষণ করিতেন। কত প্রণয়-পত্রিকা পাঠাইতেন। কত আশার পুলকে ভবিষ্যতে সোণার স্বপন দেখিতেন।

উমার পিতা স্ত্রী-বিয়োগের পর পশ্চিমে থাকিতেন। ইতিমধ্যে উমাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার কথা কয়েকবার উথাপিত হইয়াছিল। জননীর অসুস্থতার জন্য তাহাদের নানা স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া উমার যাওয়া হয় নাই। তাহার মাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই শরৎচন্দ্র বি এল পাস করিয়া আপনাদের গ্রামে গিয়া প্র্যাক্‌টিস করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহার পর শুভ দিন দেখিয়া শুভক্ষণে শরৎচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া উমাকে লইয়া গেলেন। তখন ভাই ভগিনীরা অভাব বুঝিয়া অশ্রুজল ফেলিল। সেই শুষ্ক ম্লান মুখচ্ছবি ও অশ্রুপূর্ণ সজল নয়ন দেখিয়া পিতার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সেই বোকা বেচারা মেয়েটির প্রতি প্রতিরুদ্ধ স্নেহ উথলিয়া উঠিল।

৩

পল্লীগ্রামে দুপুর বেলা কি শান্ত স্তব্ধ! সেই আম্রচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন গৃহখানিতে যেন শান্তি বিরাজ করিতেছে। গৃহগুলি সব খড়ের এক চালা। সেই একটী গৃহের অঙ্গনে তুলসী তলায় বসিয়া উমা সন্ধ্যা প্রদীপের জন্য সলিতা সাজাইতেছিল, এবং তাহার একটি সমবয়স্কা ননদ আম ছাড়াইয়া শুকাইতেছিল। দ্বিপ্রহরে সে গ্রামখানি যেন নিস্তব্ধতার আবাস হইয়াছে। দূরে অবিশ্রান্ত ঘুঘুর করুণ আহ্বান ধ্বনিত হইতেছিল। সম্মুখের চালে বসিয়া একটা বায়স মধ্যে মধ্যে কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিতেছিল। মধ্যাহ্নের উদাস সমীর বৃক্ষ পত্র দোলাইয়া, বস্ত্রাঞ্চল কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছিল। গৃহাঙ্গনের অপর পার্শ্বে দুইজন বারুই রমণী চিঁড়া কুটিতেছিল। ঢেঁকি পড়িতেছিল, উঠিতেছিল ও তাহারা আপন মনে আপনাদের সুখ দুঃখের কথা কহিতেছিল।

প্রথম প্রথম পল্লীগ্রামে আসিয়া উমা বড় কষ্টে পড়িত। সেই পুকুরে কাপড় কাচিতে যাওয়া, কুয়ায় জল তোলা, গৃহাঙ্গনে ঝাঁট দেওয়া, রাশীকৃত বাসন মাজা, এ সকল যেন তাহার চক্ষে কেমন

কেমন বোধ হইত। সে অনাদরে থাকিলেও শৈশব হইতে সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল। তা ছাড়া তাহার সেই সুকুমার ক্ষীণ শরীরে এ সকল কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। কখনো সে বাপের বাড়ীতে মশলা বাটে নাই, এখানে আসিয়া তাহার উপর সেই ভার পড়িল। দু এক দিন সে কোন মতে বাটিয়া, এক দিন নোড়াতে আঙ্গুল এমন ছেঁচিয়া বসিল, যে সেই হাত লইয়া ১৫।২০ দিন শয্যাগত ছিল। তাহার শাশুড়ী সেই পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা আর বাটনা বাটাইতেন না। তবু সে সকল কাজ অম্লানবদনে করিতে যাইত। এখানে আসিয়াও তাহার "বোকা বউ" খেতাব হইয়াছিল। সেই সরল শান্ত স্বভাবের মূল্যই তাই। তবে শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যধিক স্নেহে, স্বামীর অসীম প্রণয়ে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী আদর করিয়া 'লক্ষী বউ মা' বলিয়া ডাকিতেন। এ দিকে তাহার ননদ ও দেবরেরা তাহাকে নানা প্রকারে জ্বালাতন করিত। ননদেরা হয়ত খুব ভাব করিয়া তাহার নিকট হইতে দাদার কথা শুনিয়া লইত, তাহার পর সেই কথা লইয়া যেখানে সেখানে এমন উপহাস করিত যে সে লজ্জায় মরিয়া যাইত। হয়ত কোন দিন বৈকালে ননদেরা বলিত—

"চল বউ পুকুরে গা ধুতে যাই।"

সে সভয়ে বলিত "না ভাই, এ অবেলায় যাব না।"

"লক্ষীটি চল না ভাই, আমার মাথা খাবি যদি না যাস।"

"না তোমরা সেদিনকার মত ফের চুবিয়ে দেবে।"

"তোর দিব্যি কিছু কর্ব্বনা, চনা ভাই।"

"না ভাই যাব না।"

"তবে থাক্, বড় গুমর হয়েছে; বড় মানুষের মেয়ে কিনা, তাই পুকুরে যেতে লজ্জা করে।"

সেই তীক্ষ্ণ কথায় ব্যথিত হইয়া অগত্যা সে বিনা বাক্যব্যয়ে বাধ্য হইয়া যাইত। পল্লীগ্রামের মেয়েরা স্বভাবতঃ সাহসী ও সন্তরণপ্রিয়। তাহারা পিতলের কলসী বুকে করিয়া সাঁতার দিয়া পুকুরের এ পার ও পার হইয়া যাইত। তাহার মধ্যে হয়ত কেহ সহসা উমার হাত ধরিয়া গভীর জলে টানিয়া আনিয়া, ছাড়িয়া দিত। সে ডুব জলে হাঁপাইয়া কিছু জল খাইয়া ফেলিত, তাহার সযত্নের বাঁধা খোঁপা ভিজিয়া যাইত। তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া, তীরে উঠিয়া আসিত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত আর সে কখনো তাহাদের কথা মানিবে না। কিন্তু প্রতিবার তাহাদের কঠিন কথায় তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইত। তাহার অশ্রুজলে ভরা চক্ষু ও বিবর্ণ ম্লান মুখ দেখিয়া ননদেরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া, করতালি দিয়া বলিত "কেমন মজা।"

শরৎচন্দ্র সেই লজ্জাবতী লতার মত সরমে সঙ্কুচিতা বালিকার মুখের প্রতি

আত্মবিস্মৃত হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। সে কখনো সাহস করিয়া, তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে নাই, লজ্জায় কখনো চক্ষের পানে চাহিতে পারিত না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারিত না, অথবা অনেকবার জিজ্ঞাসার পর একটি ছোট 'হাঁ' কি 'না' বলিত। শরৎচন্দ্র কলিকাতায় ছিলেন, অনেক ইংরাজী ও বাঙ্গলা নভেল নাটক পড়িয়াছিলেন। অনেক সহরের বন্ধু বান্ধব ছিল। তাঁহার ইচ্ছা হইত, উমা প্রাণ খুলিয়া কথা কহিয়া তাঁহার অতৃপ্ত হৃদয়ে তৃপ্তি আনিয়া দেয়। কিন্তু তার সে পোড়া লজ্জা কোন মতে ভাঙ্গিল না।

এক দিন গভীর রাত্রে তিনি নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে শয়ন কক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া শুনিলেন উমা মৃদু কণ্ঠে গীত গাহিতেছে। ধীরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সে প্রদীপের নিকট বসিয়া মোজা বুনিতেছে ও অন্যমনস্ক ভাবে গাহিতেছে :—

"কে আছেরে অভাগিনী আমার মতন ?
জানি না কখন কিবা সোহাগ যতন"

শরৎচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। পদ-শব্দে চকিত হইয়া উমা সেই সেলাই হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথার ঘোমটা খুলিয়া পড়িয়াছিল, সে বিস্মিত নয়নে চাহিবামাত্র উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল। সে হাসিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া আনতনয়নে ভূমিতে চাহিল। শরৎচন্দ্র গানের এক কলি মাত্র শুনিয়াছিলেন তাহাতেই অভিমানে ব্যথিত হইয়া কহিলেন :—

"উমা! তবে কি তোমার বিশ্বাস আমি তোমায় ভাল বাসি না ?

সে লজ্জিত হইয়া নিরুত্তর রহিল। তখন শরৎচন্দ্র আকুল প্রেমপূর্ণ স্বরে সাদরে সেই মুখখানি দুই হস্তে ধরিয়া কহিলেন—

"বল বল উমা! তুমি কি আমায় ভাল-বাস না ? একবার বল, কতবার এই কথা শুনিতে সাধ হইয়াছে, এ জীবনে কি সে সাধ মিটাইবে না।" সে হাত হইতে মুখ ছাড়াইয়া লইল, তাহার পর অনেক সাধ্য সাধনার পর বলিল "তা কি ব'লে জানাতে হবে ?" তখন প্রফুল্ল চিত্তে শরৎ চন্দ্র অন্য কথার উত্থাপন করিলেন, সেও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাবিল "স্বামীকে কি মুখ ফুটে বলা যায় ভালবাসি, ছি কি লজ্জার কথা।"

তখন শরৎচন্দ্র তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—

"শোন উমা! এ কেমন কবিতা।"

সে একবার মাত্র সেই কাগজের প্রতি চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল "পড় শুনি।"

তিনি পড়িতে লাগিলেন—

"জীবনের সার উমা গো আমার,
কত ভালবাসি তোমারে।
দেখি তব মুখ পাশরি গো দুখ
ভাসি সুখময় সাগরে।
যত দেখি তোরে, ইচ্ছা দেখিবারে,
মন নাহি রাখি আড়ালে,

ওই স্নেহভরা বুক, চাঁদপানা মুখ
কেন বল অত মজালে?

"না আর তোমার পড়তে হবে না, অত ঠাট্টা করে কেন লেখা হল?"

"আগে সবটা শোন, তার পর যা হয় কোরো।"

ও ছাই ভস্ম শুনতে হবে না।

"ওই ছাই ভস্ম ই আমার মনের কথা, তবু শোন—

"অন্তর বাহির নাহিক অন্তর,
পবিত্র তোমার সকলি।
লক্ষ্মীমণি তুমি, হৃদয় জুড়ানি,
আমার প্রাণের পুতলী।
অন্য নারীসমা, হৃদি ভরা বিষ
মুখে সুধা তুমি ঢাল না।
দেবী সমা তুমি, নানা গুণময়ি!
কি দিব তোমার তুলনা।*

"কেমন হয়েছে এইবার বলত?"

"ছাই হয়েছে, ও আবার কে লিখ্‌লে?"

"আচ্ছা শিশিরকে বলে দেব, তারই লেখা।" শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের অভিন্ন-হৃদয়বন্ধু।

"না না তা বোলতে যাবে কেন, শিশির বুঝি আপনার স্ত্রীকে ওইটে লিখেছে?

"হাঁ, আমার খুব ভাল লাগ্‌ল, তাই তুলে এনেছি। বড় দুঃখ হয় যে কবি হয়ে জন্মাইনি। তাই সব কথা বলতেও পারি নে।"

"আর তোমার বোলতেও হবে না।"

সে দিন রাত্রে উমা স্বামীকে সে ছাই লেখা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর সে তাহা কৃপণের রত্নের মত যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল। যখন তখন বাক্স খুলিয়া চোরের মত চারিদিকে চাহিয়া লুকাইয়া সেই কবিতাটি অতৃপ্ত হৃদয়ে পড়িয়াছে। এখনো তাহার স্বহস্তের হিজি বিজি অক্ষরে সেই অশ্রুসিক্ত লেখাটুকু অযত্নে পড়িয়া আছে।

৪

উমার বয়স যখন ষোড়শ, সেই সময় একটি শিশুকন্যা আসিয়া সকলের হৃদয়ে অসীম আনন্দ ধারা ঢালিয়া দিল। তাহার সেই কচি মুখে, রাঙ্গা ঠোঁটে, কুঞ্চিত কেশে, নবীন নয়নে, যুগ্ম ভ্রূতে স্বর্গের মাধুরী বিকশিত হইয়াছিল। ঠাকুমা আদর করিয়া নাম রাখিলেন "সুধাময়ী"। সেই মেয়েটিকে কোলে পাইয়া, স্বামীর প্রণয়ে ও আদরে উমা কয়েক দিনমাত্র স্বর্গসুখে সুখী হইয়াছিল। সহসা আবার তাহার সেই ভাগ্যাকাশে আঁধার মেঘরাশি জমিয়া আসিল। তাহার অদৃষ্ট বর্ষাকালের আকাশের মত, সহসা একবার রৌদ্রের প্রভায় হাসিয়া উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ঘন হইতে ঘনতর কালো মেঘের জমাট বাঁধিয়া আসিল। শরৎচন্দ্র স্বভাবতঃ চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। তাঁহার সে পল্লীগ্রামের জল বায়ু আদতে সহিল না। প্রথমে দু এক বার জর

* এই কবিতা আমার লিখিত নহে, এবং ইহার লেখক আমার পরিচিত নহেন। তাঁহার চক্ষে পড়িলে ভরসা করি তিনি ক্ষমা করিবেন।

হইল, কবিরাজ আসিয়া ঔষধাদি দিলেন। কিছু দিন ভাল থাকিলেন, তাহার পর রোজ বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হইত। সে জ্বর উপরে ভালরূপ না ফুটিয়া ভিতরেই প্রকোপ জানাইত। ক্রমে শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্ষুধা মান্দ্য হইল, মেজাজ রুক্ষ হইল। তখন কবিরাজ বলিলেন "এ প্রকার জ্বরে স্বামী স্ত্রীকে একত্রে রাখিও না।" অভাগিনী উমা প্রথম হইতেই স্বামি-সেবায় বঞ্চিতা হইল। একে শ্বশুরালয়ে আছে, লজ্জায় মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিতে পারিত না— এমন কি দিনান্তে একবার স্বামিমুখ দর্শন তাহার দুর্লভ হইয়া উঠিল; অসহনীয় যাতনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অথচ সে নিঃসহায়, তাহার প্রতি চাহিবার আর কেহই রহিল না। বাঙ্গালীর ঘরে ছেলের আদরেই বউয়ের আদর। ছেলে যখন রোগ ভুগিতেছে, তখন বউকে আর কে চাহিয়া দেখিবে? ক্রমে শরৎচন্দ্র শয্যাগত হইলেন। যত দিন তাঁহার শরীরে বল ছিল, তিনি সেই জ্বর গায় কাছারী গিয়াছেন। দরিদ্রতা বাঙ্গালীর অনেক সময় সর্ব্বনাশ ও প্রাণনাশের মূল হয়। তাহার পর আর শক্তি রহিল না, তখন সারা দিন শয্যাশায়ী হইয়া যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেন। সেই হাস্য-প্রফুল্ল আননে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছিল। ক্রমে সেই জ্বর পুরাণ হইয়া আর নাড়ী হইতে জ্বর ছাড়ে না, তখন সেই কবিরাজ বিষম ভাবনায় পড়িয়া, বিষণ্নমনে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা দিলেন। আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবাসীরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া শরৎচন্দ্রকে কলিকাতা পাঠানাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া পিসির বাটীতে উঠিবেন ইহা ঠিক্ হইল। এই কথা শুনিয়া উমা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া কহিল—

"মা! আমার এমন করিয়া ফেলে যেতে দিও না। শাশুড়ীর দু তিনটি পুত্র সন্তান মারা গিয়া এই শরৎচন্দ্র হইয়াছিলেন, তিনি উমাকে বক্ষে ধরিয়া নীরবে কহিলেন—

"তুমি কোথা যাবে মা, বিদেশে কোথায় থাক্‌বে?" উমা ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় আকুল হইয়া, অধীরচিত্তে দিন কাটাইতে লাগিল। শরৎচন্দ্রকে লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠের কলিকাতায় যাইবার দিন ধার্য্য হইল। উমা সে দিন সকলকার নিষেধ সত্বেও গোপনে দ্বি-প্রহরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। শরৎচন্দ্রের মলিন শুষ্ক মুখ, শ্রীহীন কান্তি দেখিয়া তাহার চক্ষের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শরৎচন্দ্র তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ও ভবিষ্যতের আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছিল, তিনি জড়িত কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া কহিলেন—

"উমা! কেঁদোনা লক্ষ্মী আমার, আমি শীঘ্রই ভাল হয়ে আসব।" উমা কাতর হইয়া, আকুল কণ্ঠে কহিল—

"তোমার পায়ে পড়ি আমায়ও নিয়ে চল, আমি একা কোনমতে থাকতে পার্ব্ব না।"

"আমি নিজেই পিসির বাড়ীতে থাকব, পরের বাড়ী, আমায় বাড়ীর অবস্থাত জান?"

"তুমি কবে আসবে?

"ভাল হলেই আসব। তোমার বাবাকে তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছিলুম, তার উত্তর এসেছে, তিনি শীঘ্রই তোমায় নিয়ে যাবেন, নহিলে একা তোমার ভারি কষ্ট হবে।"

"না আমি এখন সেখানে যাব না, তুমি এখানে ফিরে এলেই দেখা হবে, সর্ব্বদা সংবাদ পাব। এখন আমায় সেখানে পাঠিও না।"

"লক্ষ্মীটি! অমন কাতর হোয়ো না, আমি একটু সারলেই মধুপুরে হাওয়া বদলাইতে যাব, তুমি তোমার বাবার কাছে থাকলে সেখানে অনায়াসে আসতে পার্ব্বে। এখানে থাকলে এঁরা কি পাঠাবেন? আর নিয়েই বা যাবে কে?"

এমন সময় খাটের পায়ার নিকট দাঁড়াইয়া দেড় বৎসরের বালিকা সুধা "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবার আর শরৎচন্দ্রের অশ্রু বাধা মানিল না। চক্ষু বহিয়া সেই শীর্ণ কপোল গড়াইয়া পড়িল। তিনি সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্ত বাড়াইয়া বালিকাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অজস্র চুম্বন করিলেন। উমা সেই খাটের উপর মাথা রাখিয়া আকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। ঈশ্বর দয়াময়, তবু তিনি কি সে প্রার্থনা শুনিলেন?

তখন শরৎচন্দ্র কত ধৈর্য্যের সহিত, পত্নীকে সস্নেহে সান্ত্বনার কথা বলিলেন। কত প্রকার আশাময় বাক্য বলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই কক্ষে আসিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উমা ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দূরে গিয়া বসিল। সে দিন আর কেহ তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিল না। ট্রেণের সময় হইয়া আসিল। সকলে ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। শরৎচন্দ্র কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় একবার উমার প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। সেই শেষ দৃষ্টি, সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ টুকু উমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গেল। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও উমার হৃদয়ে সেই দীর্ঘ নিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, মানস পটে সেই দৃষ্টি জাগিয়া উঠিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পরেই উমার পিত্রালয় হইতে তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আসিয়া, তাহাকে লইয়া গেল। (ক্রমশঃ)।

ধ্যান।

গৌরী—তপস্বিনী।

মৌঞ্জীং চীরং দধানা শিরসি
শুরুজটাশ্চাক্ষসূত্রং করাব্জে
গ্রীষ্মে জীম্যার্কদৃষ্টির্জ্বলদনলবৃতা
স্থাণুবন্নিশ্চলাঙ্গী।
ধ্যায়ন্তী হৃৎসরোজে শিবমশনজল-
ত্যাগিনী বীতনিদ্রা
গৌরী ধ্যেয়াদ্রিকূটে শিবমরহৃদয়ৈ-
কাকিনী যোগমগ্না ॥

জটা ধরেছেন শিরে, কটিতে মেখলা,
বল্কল, বিভূতি অঙ্গে, করে অক্ষমালা;
চারিপাশে চারি অগ্নি জ্বলে নিরন্তর,
প্রচণ্ড নিদাঘ-সূর্য্য মস্তক উপর;
বৃক্ষ শিলা সম দেহ হয়েছে নিশ্চল,
হৃদিপদ্মে শিব ধ্যান করেন কেবল;
পানাহার নিদ্রা আদি করি বিসর্জ্জন,
একাকিনী মহাযোগে সদা নিমগন;
বিজন হিমাদ্রি-শিরে পাতি' যোগাসন,
শিবময়ী পঞ্চ-তপ করেন সাধন; (১)
মন প্রাণ শিব-পদে পাইয়াছে লয়,
হেরিছেন চরাচর শুধু শিবময়;
গিরিজার হেন মূর্ত্তি যেই করে ধ্যান,
সদানন্দ শিবলোকে সেই পায় স্থান।

(১) "পঞ্চতপ"—গ্রীষ্মকালে চারিদিকে চারিটী অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তন্মধ্যে বসিয়া সূর্য্যে দৃষ্টি গাঢ় সংলগ্ন করত যোগ সাধন করাকে "পঞ্চতপ বা "পঞ্চাগ্নি তপ" বলে।

গৌরী—অন্নপূর্ণা।

সহস্রবালারুণদেহরাগা
বিচিত্ররত্নাভরণেন্দুমৌলিঃ।
মাণিক্যমুক্তোজ্জ্বলনীলকেশা
দিব্যাঙ্গরাগাঽরুণপট্টবাসাঃ ॥
নেত্রাম্বুজৈঃ প্রেমমধু ক্ষরন্তী
মুখেন্দুনা স্নেহসুধারসং চ।
রত্নস্য পাত্রীমমৃতান্নপূর্ণাং
দর্ব্বীং চ হেম্নো দধতী করাভ্যাম্ ॥
প্রসার্য্য পাণী পুরতঃ স্থিতায়
স্মেরাননাঽন্নং দদতী শিবায়।
বিশ্বৈকধাত্রী পরমার্থদাত্রী
সদাঽন্নপূর্ণা হৃদি চিন্তনীয়া ॥

সহস্র বালার্ক জিনি দেহের বরণ,
অরুণ বসন অঙ্গে দীপ্ত আভরণ;
শত শত মণিমুক্তা শোভে কেশপাশে,
জ্বলিছে নক্ষত্রমালা যেন নীলাকাশে;
নয়ন-কমলে সদা প্রেমমধু ঝরে,
মুখ-সুধাকরে সদা স্নেহ-সুধা ক্ষরে;
অক্ষয়-অমৃত-অন্নে পরিপূর্ণ করি,
রত্নপাত্র বাম করে রয়েছেন ধরি;
সুবর্ণ-নির্ম্মিত দর্ব্বী শোভে অন্য করে, (১)

(১) দর্ব্বী—হাতা।

উজ্জ্বলা সুধাংশু-কলা ভালে শোভা করে।
শঙ্কর পাতিয়া কর অন্নভিক্ষা তরে—
অন্নপূর্ণা মুখপানে চান সকাতরে ;
মা দেন ঈষৎ হাসি' অন্ন পতি-করে,
জয়-জয়-ধ্বনি করে অমর-নিকরে।
যাঁর অন্নে ত্রিসংসার ধরিতেছে প্রাণ
মোক্ষদাত্রী সেই অন্নপূর্ণা কর ধ্যান।

গৌরী—গণেশজননী।

সিন্দূরবর্ণং মহসা জ্বলন্তং
হেরম্বাননং ব্রহ্মশিশুং দধানম্।
দৃষ্টাং সতুষ্টং গিরিরাজপত্ন্যা
স্নেহস্য মূর্ত্তিং স্মর বিশ্বধাত্রীম্॥

(রাগিণী—বিভাস ; তাল—ঝাঁপতাল)।

"বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়ন-জলে॥
ব্রহ্মাদি বালক যারা
গিরি-বালিকা সেই তারা,
পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্র ধরা ;
বালক ভানু জিনি তনু—বালক কোলে দোলে॥
রাণী মনে ভাবে,—উমারে দেখি
কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়া রাখি নয়নযুগলে॥
দাশরথি কহিছে রাণি! দুই তুল্য দরশন,
দেখ! ব্রহ্মময়ী, কি ঐ ব্রহ্মরূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে ডাকিছে মা বলে॥ (১)

অরুন্ধতী।

হিমাদ্রি-পুণ্যাশ্রম-বেদিকায়াম্
অশোকমূলাসনসন্নিবিষ্টা।
পুরঃস্বভর্ত্তুঃ পদবদ্ধদৃষ্টিঃ
সৃষ্টির্বিধেঃ পুণ্যময়ীব কাপি॥
রুদ্রাক্ষমালাং বলয়ং চ কৌশং
কুশাঙ্গুরীয়ং চ সদা দধানা।
বিরোধিসত্ত্বান্যপি লম্ভয়ন্তী
শমং সুধাস্যান্দিভিরক্ষিপাতৈঃ॥
সিন্দূরবিন্দূজ্জ্বল-ভালপট্টা
রক্তাংশুকা কাঞ্চনচম্পকাভা।
উষেব বালারুণ-রাগদীপ্তা
পুণ্যপ্রভামণ্ডলমণ্ডিতাশা॥

(১) গণেশজননী মূর্ত্তি বিষয়ে স্বর্গীয় কবিবর দাশরথি রায়ের যে সুন্দর গানটী উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আর স্বতন্ত্র পদ্য রচিত হইল না।

তদ্দাননাৎ পুণ্যকথাঃ সতীনাং
শৃণ্বদ্ভিরানন্দসুধাব্ধিমগ্নৈঃ।
বৃতা সমস্তাম্মুনিদারবৃন্দৈ—
র্দেবীষু সাক্ষাদিব দেবলক্ষ্মীঃ॥
সুরাসুরৈর্মানবসিদ্ধনাগৈঃ
সম্পূজ্যমানা কুলদেবতেয়ম্।
অরুন্ধতী নাম বশিষ্ঠপত্নী
ধ্যেয়া সতীধর্ম্মপথপ্রদীপা॥

হিমাচলে বশিষ্ঠের পুণ্য তপোবন,
দিব্য-তরু-সুশোভিত প্রশান্ত পাবন;
যজ্ঞ-বেদি-মাঝে তথা অশোকের তলে—
অরুন্ধতী তেজোময়ী সতী-মূর্ত্তি জ্বলে।
পতির সম্মুখে ব'সি কুশের আসনে,
হেরিছেন পতি-পদ একাগ্র নয়নে।
একাধারে সর্ব্ব পুণ্য-ফলের মিলন,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি এ নারীরতন,
অক্ষমালা, কুশাঙ্গুরী, কুশের বলয়,
মরি মরি! সতী-অঙ্গে কিবা শোভাময়!
সে পুণ্যমুরতি সতী ক'রি দরশন,
শান্তভাবে রহে যত হিংস্র পশুগণ;
সীমন্তে সিন্দূর তাঁর কিবা সুশোভন!
পূর্ব্বাকাশে শোভে যেন বালার্ক-কিরণ;
কনক-চম্পক জিনি দেহের বরণ,
পরিধান তাপসীর অরুণ বসন;
পুণ্য তেজে উজ্জলিত দিক্ সমুদয়,
অরুণ-ছটায় যেন ঊষার উদয়।
চৌদিকে ঘেরিয়া তাঁরে মুনিপত্নীগণ
তাঁর মুখে সতীধর্ম্ম করেন শ্রবণ;
শুনিয়া মগন সবে অমৃত-সাগরে
নীরবে সবারি নেত্রে আনন্দাশ্রু ঝরে;
মুনিপত্নীগণ-মাঝে বিরাজেন সতী,
অমরী-সমাজ-মাঝে কমলা যেমতি।
নাগলোক, সিদ্ধলোক, সুরাসুর নরে
গৃহ দেবতার জ্ঞানে যাঁর পূজা করে;
সতীধর্ম্ম-পথে যিনি অপূর্ব্ব আলোক,
যাঁহার অগণ্য পুণ্যে ধন্য তিন লোক;
বশিষ্ঠগৃহিণী, সতী-কুলের ভূষণ,
অরুন্ধতী কর ধ্যান নর নারীগণ॥ (১)

শ্রমণা ও রামচন্দ্র।

আনন্দেন চ বিস্ময়েন বিবশাং হে
মাতরিত্যাহ্বয়ন্
রামালোকনলালসাং ব্রতকৃশাং চণ্ডাল-
কন্যাং বনে।
তদ্দত্তার্ঘ্যফলানি ভক্তদয়িতো গৃহ্ণন্
প্রসার্য্যাঞ্জলিং
ধ্যেয়ঃ শ্রীরঘুনন্দনোঽজিনজটাধারী
দয়াবারিধিঃ॥

রাম দরশন তরে দণ্ডক কাননে,
শ্রমণা চণ্ডালকন্যা ছিল অনশনে;
ফল অর্ঘ্য রাম-পদে করিতে অর্পণ

(১) অরুন্ধতী গৃহস্থ মাত্রেরই আরাধ্যা দেবী। বিবাহকালে অরুন্ধতীর পূজা করিতে হয়; "অরুন্ধতীসমাচারা ভব" বলিয়া নব বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়। অরুন্ধতীর স্বর্গীয় জ্যোতিঃ আকাশে নক্ষত্র রূপে নিত্য উদিত ও "অরুন্ধতী নক্ষত্র" নামে অভিহিত। বিবাহকালে বর কন্যাকে ঐ নক্ষত্র দর্শন করিতে হয়।

বাসনা হৃদয়ে তার জাগে অনুক্ষণ ;
চিরব্রত উপবাসে দেহ অস্থিসার,
রাম বিনা ধ্যান জ্ঞান না ছিল তাহার।
অবশেষে তার কাছে প্রভু দয়াময়
সীতা লক্ষ্মণের সনে হ'লেন উদয় ;
'মা' বলিয়া প্রিয় ভাষে তারে সম্ভাষিয়া,
ফল অর্ঘ্য লন তার অঞ্জলি পাতিয়া।
অসীম আনন্দ আর বিস্ময়ের ভরে
শ্রমণা নিস্পন্দ তার বাক্য নাহি সরে ;
নয়নে প্রেমাশ্রু তার ঝরে ঝর ঝর,
পুলকে হইল পূর্ণ সর্ব্ব কলেবর।
চীরধারী জটাধারী ভকত-জীবন
ধ্যান কর কৃপাসিন্ধু শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রমণা চণ্ডালজাতি হেয় ধরাতলে,
লভিল কৈবল্য-পদ ভকতির বলে ;
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, জ্ঞানী, মূর্খ, নর, নারী,
একান্ত ভকতি যার, ঈশ্বর তাহারি।

বনবাসিনীর পত্র।

বনযাত্রা।

শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ডের বিবরণ বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপে লিখিত আছে যে, বিশ্বনায়ক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃষভাসুরকে বধ করিয়া পরে যখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত নির্জ্জন প্রদেশে গোপীগণের সহিত সম্মিলিত হইতে আসিলেন, তখন পরিহাস-প্রিয় সখীগণ কহিয়াছিলেন "হে যুবরাজ! আপনি গো-বধ করিয়াছেন, অতএব যাবৎ আপনি পৃথিবীর সমুদয় তীর্থ জলে স্নান না করিবেন, তাবৎ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।" গোপীগণের এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আপনার বংশী দ্বারা একটী কুণ্ড খনন করিয়া তাহাতে স্নাত হইলেন এবং কহিলেন "এই আমি পৃথিবীর সমুদয় তীর্থে স্নান করিলাম।" গোপীগণ ইহাতে অবিশ্বাস করিলে পর ভগবান্ পৃথিবীর প্রত্যেক তীর্থের নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন ; তাহাতে সমুদয় তীর্থ মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসিলেন এবং কুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্যামসুন্দরের এইরূপ কুণ্ড নির্ম্মাণ দেখিয়া বিশ্বনায়িকা শ্রীশ্রীমতী রাধারাণী ঠাকুরাণীরও একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে সাধ হইল, এবং নিজ সখীগণকে লইয়া আপনার হস্তের কঙ্কণ দ্বারা এবং সখীগণ কেহ কেহ ভগ্ন প্রস্তর দ্বারা, কেহ বা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা খনন করিয়া একটী কুণ্ড করিলেন। কিন্তু সেই কুণ্ডে তীর্থগণের আগমন দূরে থাকুক, জল পর্য্যন্তও হইল না। ইহাতে সখীগণসহ শ্রীমতী লজ্জিত এবং দুঃখিত হইলেন। ইহার মধ্যে সুচতুরা কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে যুবরাজ!

আপনি নিজকৃত কুণ্ডে স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন কি না তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি আপনি আমাদের এই কুণ্ড সমুদয় তীর্থের জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে স্নান করিতে পারেন, তবে আমরা বিশ্বাস করিব।"

কৃষ্ণচন্দ্র সখীগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ও নিজ প্রিয়ার মনস্তুষ্টি ও গৌরব বর্দ্ধনের জন্য সমুদয় তীর্থের জল দ্বারা কুণ্ড পূর্ণ করিয়া পরমানন্দে তাহাতে স্নান করিলেন এবং সাদরে নিজকৃত কুণ্ডের সহিত যোগ করিয়া দিয়া উক্ত কুণ্ডের নাম রাধাকুণ্ড রাখিলেন। পরে কুণ্ডের প্রতি এই বর প্রদান করিলেন যে কেহ এই কুণ্ড জলে স্নান করিবে, সে সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীরাধিকার সমান শুদ্ধ প্রেমভক্তি লাভ করিবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনার শ্রীমুখে রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীবৃন্দাবনের সমুদয় স্থানাপেক্ষা শ্রীকুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ড ভক্তগণের পরম শ্রদ্ধা বা আদরের সহিত ভজনের শ্রেষ্ঠ স্থান নিরূপিত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ শ্রীরাধিকার উদ্দেশে পরম ভক্তির সহিত সর্ব্বদা এই গীতি গান করিয়া থাকেন যথা—"রাধে তু বড় ভাগিনী কোন তপস্যা কিয়ো, তিন লোককো তারণ তারণ সো তেরি অধীন।"

রাজার যাত্রার যাত্রিগণ এই স্থানে এক দিন বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু গোঁসাই দলের যাত্রিগণ এই স্থানের এক মাইল দূরে কুসুম সরোবর নামক স্থানে যাইয়া একদিন বাস করেন। কুসুম সরোবরের কাননপূর্ণ স্থানটী বেশ নির্জ্জন প্রদেশ। এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়সখা উদ্ধবজীর মনোহর শান্তিপূর্ণ প্রতিমা আছে। কুসুম সরোবরটী অতিশয় প্রশস্ত, অতি সুন্দর স্বচ্ছ অগাধ জলপূর্ণ; চতুর্দ্দিকে সোপানশ্রেণী, সোপানের মাঝে মাঝে জলমধ্য হইতে উত্থিত প্রাচীর সমূহ; প্রাচীরের "সরোবর মধ্যবর্ত্তী স্থান বিভাগে" ছোট ছোট জলটুঙ্গি এবং কোন কোনটীতে বারান্দা বা চৌতারা থাকাতে বড়ই মনোহর দেখায়। ব্রজবাসিগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ভরতপুরের রাজা সূর্য্যমল্ল কর্তৃক সরোবরটী পরিপাটীরূপে খনিত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে। সরোবরের তটে মহারাজ সূর্য্যমল্লের সুদৃশ্য সমাধি-মন্দির আছে। সরোবরের পূর্ব্বদিকে রাজপথ, অপর তিনদিক্ নানা জাতীয় তরুলতাবলীতে সমাবৃত থাকাতে পরম রমণীয় নির্জ্জন হইয়াছে। উক্ত বহুদূরব্যাপী বন্য প্রদেশের অপর এক অংশে "মালতীহার কুণ্ড" নামে একটী অতি সুন্দর কুণ্ড আছে। কুণ্ডটী ছোট বলিয়া অতিশয় সুন্দর দেখায়। চারিদিক্ সুন্দর রূপে বাঁধান, মধ্যে মধ্যে বসিবার সুন্দর স্থান। চারিদিকে নানাবিধ পুষ্পের গাছ এবং তরুলতাপূর্ণ নীরব নির্জ্জন কানন; মধ্যে মধ্যে কচিৎ শারী শুক প্রভৃতি কোন কোন পক্ষীর

মধুর কণ্ঠস্বর মাত্র শ্রুতিগোচর হয়। এরূপ মনোহর শান্তিময় স্থানে আসিলে অতীব সন্তাপিত প্রাণও শীতল হয়। মালতীহার কুণ্ডতটে বসিয়া আপনা ভুলিয়া গেলাম, মন বাল্যভাবে পূর্ণ হইয়া গেল, কুণ্ডতটে খেলাঘর বাঁধিয়া খেলা করিতে ইচ্ছা হইল। মনে বাল্য স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া যেন কি এক ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। তন্দ্রাবেশে দেখিতে লাগিলাম আমি একটি ক্ষুদ্র বালিকা এবং কতকগুলি সঙ্গিনী সহিত মিলিয়া ফুলের গাছ সকল হইতে নানাবিধ ফুল তুলিতেছি, মালা গাঁথিতেছি, কখনও বা সুপক সুপক্ক নানাবিধ ফল পাড়িতেছি, সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি এবং পলাশ পুষ্পের পত্র সকল সংগ্রহ করিয়া কণ্টক দ্বারা যুক্ত করিয়া করিয়া থালের ন্যায় নির্ম্মাণ করিতেছি ; কখনও কুণ্ড হইতে জল তুলিতেছি, চন্দন প্রস্তুত করিতেছি, ইত্যাদি রূপে খেলায় নিযুক্ত আছি। এ দিকে সঙ্গের সকল লোক সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সঙ্গিনী ডাক দিলেন। সঙ্গিনীর আহ্বানে মধুময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সচকিত হইয়া কুণ্ডতট হইতে উঠিয়া স্বপ্ন কথা চিন্তা করিতে করিতে এবং বনের নানাবিধ শোভা দেখিতে দেখিতে গন্তব্য স্থানে চলিলাম। কুসুম সরোবরে একদিন বাস করা হইল। কুসুম সরোবরের তীরস্থ রাজপথের পার্শ্বে আবার বহুদূরব্যাপী সুন্দর বন ; তাহাতে ললিতলবঙ্গলতার সুন্দর পুষ্পিত গাছগুলি গুল্মাকারে জড়িত হইয়া মনোহর কুঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছে।

বহুলা বনে একদিন বাস করিয়া রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড যাত্রা করি। ভাগবতে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড ভগবৎ সাধনের অতি প্রধান স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত দুইটী কুণ্ডের ধারেও অশ্বথ, নিম্ব, কদম্ব, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ এবং মালতী মাধবীলতা প্রভৃতি মনোহর সুগন্ধি পুষ্পের গাছ আছে। উক্ত তরুলতা-মণ্ডিত শান্তিময় স্থানে অনেক সাধু মহান্তের ভজন-কুটীর আছে। প্রস্তর-মণ্ডিত চতুর্দ্দিকে সোপানশ্রেণীবিশিষ্ট নির্ম্মল জলপূর্ণ সুপ্রশান্ত কুণ্ড দুইটী পরম শোভার ভাণ্ডার। প্রাতঃ অথবা সায়ং কালের নির্জ্জন সময়ে একান্তে এই কুণ্ড তটে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিলে অতীব সন্তপ্ত প্রাণও শান্তিপূর্ণ হয় এবং আমাদের মতন পাষণ্ডীর কঠিন মনও দ্রব হইয়া ক্ষণকালের জন্য আপনা ভুলিয়া যায় ; এবং তখনই অজর অমর অশোক আনন্দময় নিত্য বৃন্দাবনধামের আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বে এ স্থান খুব নির্জ্জন ছিল ; এক্ষণে অনেক ভজনার্থী সাধু মহান্ত ভিন্ন মণিপুরী প্রভৃতি গৃহী বৈষ্ণব এবং অনেক ব্রজবাসী বাস করিতেছেন। এখানেও শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহের সেবা মন্দির আছে এবং তাড়াশ ভূমির অধিপতি শ্রীল

শ্রীযুক্ত বনমালী রায় বাহাদুরের শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ নামক বিগ্রহের সুশৃঙ্খলার সহিত সেবা আছে। এখানে প্রতিদিন অনেক সাধু বৈষ্ণব প্রভৃতির অতিথি সেবা হয়। পাঠিকা ভগ্নী ক্ষমা করিবেন যদিও পূর্ব্বকালের অনেকানেক ভগবদ্ভক্ত নৃপতির যেরূপ কীর্ত্তি কলাপের কথা শ্রবণ করা যায়, তাহা আমাদের নিকটে উপন্যাসের মত বোধ হয়; আর যদিও বর্ত্তমান সময়ে অনেকের অনেক দান পুণ্য বিগ্রহসেবাদি আছে, তথাচ এরূপ একান্ত ভগবদ্গতপ্রাণ পরম বৈষ্ণব নৃপতি কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। এ স্থলে উক্ত রাজার বিষয়ে দুইটী কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইনি গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত "রাজা" উপাধি বিভূষিত কি না জানি না, কিন্তু গৃহী মানবের মধ্যে ইনি যে একজন প্রকৃত রাজা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইনি ধনজন জীবনাত্মা ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত উদাসীন ভাবে তাঁহারই সেবায় জীবন কাটাইতেছেন। দুই একটি প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন প্রায় সারাদিনই ভজন সাধনার্থে নির্জ্জনাবাসে বাস করেন। ইহাঁর ভক্তির কথা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। নৃপতি বৈষ্ণব বড়ই দুর্লভ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, কিন্তু আমরা এরূপ রাজর্ষি স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য এবং আনন্দিত হইতেছি। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন জন পরিত্যাগ করিয়া দীন হীন কাঙ্গাল বেশে পবিত্র মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমণের পথে গোবিন্দকুণ্ডের ধারে নির্জ্জন কুটীরে অবস্থিতি করিয়া ভজন করিতেছেন। এই রাজপরিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই পরম ভক্ত। রাজার ইচ্ছানুসারে বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত বাল্যাবধি ৺রাধাকৃষ্ণ শ্রীগোপাল লইয়া সেবাছলে খেলা করে, হরি নাম ভিন্ন অন্য গীত গান করে না। পঞ্চম বৎসরাধিক বালক বালিকাগণ হরিনামের মালা জপ করে, ঠাকুর সেবা করে, পরিক্রম প্রভৃতি ভক্তি সাধন করে। তাহাদের ক্ষুদ্র অথচ বহুমূল্যবান্ প্রতিমা এবং বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি পূজার সাজ সজ্জাগুলি দেখিয়া বড়ই আনন্দ হয়। তাহাদের কচি কচি ক্ষুদ্র হস্তে মালা ঝুলির শোভা বর্ণনাতীত। পাঠিকা ভগিনী বিরক্ত হইবেন না এ স্থলে রাজমহিষীরও দুই একটী কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাকে প্রায় সকলেই রাণীমা বলিয়া ডাকেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে সমুদয় সংসারী রমণীরই তিনি আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজ-সংসারে দাস দাসীর অভাব নাই; কতজন কতদিকে কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু রাণীমার অবসর নাই। সংসারের সকল কার্য্যের প্রতিই রাণীমার বিশেষ দৃষ্টি। ৺রাধা বিনোদের মিষ্টান্ন পক্কান্ন প্রভৃতি ভোগরাগের দ্রব্যাদি প্রস্তুত কালে তিনি উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ মনোযোগ ও তত্ত্বাবধানের সহিত সকল কার্য্য

সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। ইঁহার বয়ক্রম ৩৪।৩৫ বৎসরের উর্দ্ধ নহে, কিন্তু ইঁহাতে বিলাসিতার গন্ধ মাত্রও নাই এবং আলস্যেরও লেশ মাত্র নাই। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতার হাসি মাখা মুখখানি, ভক্তিপূর্ণ নয়ন দুটি, আলুথালু কেশ পাশ, এবং অলঙ্কারাড়ম্বরশূন্য পবিত্র মূর্ত্তি খানি বিশুদ্ধ তপস্বিনীর ন্যায় বোধ হয়। মহাভারতে দ্রৌপদী দেবীর আহার পরিচর্য্যা প্রভৃতির কথা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি; এক্ষণে আবার এই রাণীমাতে সেই সেই গুণাংশ সকল দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হই। ইঁহার বিনোদ সেবায়, অতিথি সেবায়, স্বামিসেবায়, আত্মীয়-স্বজন বালক বালিকা দাস দাসী পালনার্থে এবং আপনার প্রাত্যাহিক সাধন ভজন প্রভৃতি নানা কার্য্য সমাধানে সারাদিন কাটিয়া যায়। পরে রাত্রি ১১।১২ টার সময় আহার করেন। সারাদিন নিরম্বু উপবাস করিয়া রাত্রিকালে যৎকিঞ্চিৎ আহার এই তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়ম! এই রাজ-পরিবারের সকলেই নিরভিমানী, সমদর্শী, সাধক ভক্ত। এরূপ ভক্তের সংসারে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজমান থাকিয়া কার্য্য করেন। আহা! এরূপ শান্তিপূর্ণ সংসার দেখিতে কত আনন্দ। আমরা জগতের—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর প্রতি সংসার এইরূপ শান্তিপূর্ণ দেখিবার আশা করি। ভগবান্ কতদিনে এ আশা পূর্ণ করিবেন?

বনযাত্রার বিবরণ লিখিতে এই রাজ-সংসারের বিবরণ লেখায় আশা করি পাঠিকাগণ বিরক্ত হইবেন না। ভগিনী-গণ! যদিও আপনাদের এই ক্ষুদ্র ভগিনী বনবাসিনী হইয়াছে, তথাচ সমুদয় সংসারী ভ্রাতা ভগিনীগণের প্রকৃত মঙ্গল দেখিতে সর্ব্বদা ইচ্ছা হয়। মানব সকল প্রাণীর রাজা, আবার মানবের মধ্যে ভগবদ্ভক্তকেই আমরা—শুধু আমরা কেন সকলেই যে মানবরাজ বলিয়া স্বীকার করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। ভগবান্ স্বয়ংই ভক্তের মহিমা ভক্তের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন "ভক্তের বাড়ীর কুকুরও আমার অতি প্রিয়"। মহা বিরক্ত বৈরাগীর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা গৃহে থাকিয়াও আপনাকে কৃষ্ণদাস* বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকেই প্রকৃত রাজা বলিব। এরূপ রাজাদিগের অট্টালিকা ও পর্ণ কুটীর, সংসার, বন উভয়ই সমান।

দ্বিতীয়তঃ বৃন্দাবন-বনভ্রমণে যে যে স্থান অথবা যে যে দৃশ্য নয়নগোচর হয়, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক বাস্তব বিবরণ সমূহ ভগিনীদিগের নিকটে বর্ণন করিতে কি জানি কেন ইচ্ছা হয়!

* কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। মেসোপটেমিয়া প্রদেশের এক প্রান্তে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর তীরে সেরিয়ান্ নামক এক জাতি বাস করে। ইহাদিগের প্রাচীন ইতিহাস অবগত হইবার কোন উপায় নাই। ইহাদিগের ভাষার সহিত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের ভাষার কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। ইহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ক্রিয়াও অতি অদ্ভুত। ইহারা ইহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে কোন কথা বিদেশীয় লোকদিগকে বলে না। তবে দেখা গিয়াছে ইহারা যখন করযোড়ে প্রার্থনা করে, তখন শুকতারার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে শুকতারাকেই লক্ষ্য করিয়া ইহারা পারাবত পক্ষী বলি প্রদান করে। ইহারা আপনাদিগের দেশ ছাড়িয়া অন্য কোথাও গমন করে না। অন্য জাতীয়দিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়া ইহারা অতি গর্হিত কার্য্য বিবেচনা করে।

২। হলণ্ড দেশে জুতার পরিবর্ত্তে খড়ম পরিধানের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর পুরুষেরা প্রধানতঃ জুতার পরিবর্ত্তে খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে।

৩। লণ্ডন নগরে তিন লক্ষ ষাট হাজার মহিলা নানা প্রকারের কর্ম্মে বেতনভোগিনী হইয়া নিযুক্তা আছেন। ইহাদিগের মধ্যে ষাট হাজার স্ত্রীলোক কেরাণীর কাজ করেন। এই সকল মহিলার গড়পড়তা পরমায়ু ছত্রিশ বৎসর।

৪। লণ্ডন নগরে অধিবাসীর সংখ্যা ৫৬ লক্ষ। তন্মধ্যে কেবল ৫ লক্ষ মাত্র লোক ভৃত্য রাখিতে সক্ষম।

৫। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর স্থবির-শ্রেষ্ঠ লোক যিনি, তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, সম্প্রতি এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নের উত্তরে রুশিয়ার এক সংবাদপত্র বলেন যে আজ কালকার বৃদ্ধতম ব্যক্তি একজন রুশবাসী, তাঁহার বয়ঃক্রম একশত ষাটি বৎসর। বার্লিন নগরের এক সংবাদ পত্র বলেন রায়ো জেনিরা নগরবাসী ক্রনো কট্রিমই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ লোক। ইহার বয়ঃক্রম ১৫০ বৎসর হইয়াছে। মস্কো নগরে একটি শকট-চালক আছে, তাহার নাম কুষ্টরিম্। এখন তাহার বয়ঃক্রম একশত চল্লিশ বৎসর হইয়াছে।

৬। সতত তরঙ্গ-উদ্বেলিত সমুদ্র সাড়ে তিন হাজার ফিট নিম্নে সম্পূর্ণ-রূপে নিস্তরঙ্গ; এবং তথায় সর্ব্বস্থলেই জলের শৈত্য সমভাবাপন্ন।

৭। সমুদ্র যখন প্রবল বাত্যাহত হয়, তখন তরঙ্গমালা চল্লিশ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে

উত্থিত হইয়া থাকে এবং এরূপ দ্রুতবেগে চালিত হয় যে, প্রতি ঘণ্টায় পঁচিশ ক্রোশ চলিতে থাকে।

৮। চীনবাসীদিগের শ্রমশীলতা অতি অদ্ভুত। যে লেখা পড়া করিতে পারে সে সমস্ত দিনই লেখা পড়ায় ব্যাপৃত থাকে, তাহাতে পরিশ্রান্ত হয় না। যে চীনবাসী কোন শিল্পকার্য্যে দক্ষ, সে সমস্ত দিনই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, একবারও ক্লান্তির পরিচয় দেয় না। ইহাদিগের শ্রমশীলতা দেখিয়া ইয়োরোপীয়গণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়েন। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা রোগ সভ্য জাতিগণের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়, কিন্তু চীনের লোকেরা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা কাহাকে বলে প্রায় জানে না।

৯। কেণ্টকি নামক স্থানে একটী পর্ব্বতগুহা আছে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি তোমার গাত্রবস্ত্র ঝাড়া দেও, তাহা হইলে গুহার অপর পার্শ্ব হইতে সেই শব্দের যে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে, তাহা কামানের শব্দের ন্যায় গুরু গম্ভীর। পুরাকালীন ইতিহাস-লেখক প্লিনির কোন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে ডেল্‌মেসিয়া নামক স্থানে একটী পর্ব্বত গুহা ছিল, তন্মধ্যে যদি একটী ক্ষুদ্র পাথর নিক্ষেপ করা যাইত, তাহা হইলে গুহার মধ্যে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিত।

১০। ফিজি দ্বীপের আদিম-নিবাসিগণ নরমাংস-ভোজী। তাহারা এক দেবতার পূজা করে, তাহাকে মাতাওয়ালু বলিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস মাতাওয়ালুর আটটী উদর এবং তিনি অহরহ আহার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

১১। পেরু রাজ্যের আদিমনিবাসীদিগের বিশ্বাস যে পুরাকালে একদিন সূর্য্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দুইটী ডিম্ব প্রসব করিয়া যান, সেই দুইটী ডিম্ব হইতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষ সৃষ্ট হইয়া মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

১২। আমেরিকার আদিমনিবাসিগণের বিশ্বাস যে সূর্য্যই সর্ব্বপ্রধান দেবতা এবং চন্দ্র তাহার পত্নী। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে বাস করে, তাহারা বলে যে সূর্য্যের উপাসনা করিবার তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই; শীতল কিরণমালাবর্ষিণী চন্দ্রদেবীর উপাসনা করিয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত।

১৩। কলাডেন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঘণ্টার শব্দ পাঁচ মাইল দূরে পর্য্যন্ত শুনা যায়, তাহা সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন করিয়া বাজাইলে তাহার শব্দ ষাট মাইল দূর পর্য্যন্ত শুনা যাইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়া গিয়াছেন যে নদীর জলের মধ্যে দুইটী অনতিক্ষুদ্র আয়তনের প্রস্তর পরস্পর আহত হইলে তাহার শব্দ তিনি অর্দ্ধ ক্রোশ দূর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন।

১৪। শকুনি পক্ষী প্রতি ঘণ্টার এক

শত মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। কাক পক্ষী সচরাচর পঁচিশ মাইল উড়িয়া গিয়া থাকে। সংবাদ প্রেরণ জন্য যে সকল পারাবত পক্ষী শিক্ষিত হয়, তাহারা প্রতি ঘণ্টায় ষাটি হইতে আশি মাইল পর্য্যন্ত গমন করে।

১৫। বোখারায় গাঢ় নীল রঙ্গের বস্ত্র শোক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়, পারস্য দেশে পিঙ্গলবর্ণ, চীন দেশে শ্বেতবর্ণ; মিশরে পীতবর্ণ, এবং তুরস্কে ধূমলবর্ণ শোকপ্রকাশক বর্ণরূপে বিবেচিত হয়। ইউরোপীয়দের শোকচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ।

বাহুহীন চিত্রকর।

মানুষের কোন একটী ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলে, তাহার অন্য কোন ইন্দ্রিয় বা কোন মনোবৃত্তি অসাধারণরূপে শক্তিশালী ও তেজস্বী হইয়া নষ্ট ইন্দ্রিয়ের স্থান পূর্ণ করে, ইহা করুণাময় বিধাতাপুরুষের একটী মঙ্গলময় বিধান। যাহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, তাহার স্পর্শশক্তি ও স্মরণশক্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবশ্য দেখিয়াছেন। এই ক্ষতিপূরণ নিয়মের একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি।

চার্লশ ফ্রাঁচার ফেলু বেলজিয়মের একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর। ইনি বাহুহীন হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন। কিন্তু আশ্চর্য্য বাহুদ্বয়ের কার্য্য ইনি পদযুগল দ্বারা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইনি ১৮০০ সালে, বেলজিয়মের অন্তর্গত ওয়ারনীড্‌ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ফেলু যখন শিশু, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহার পদদ্বয়ের নিকট ফুল বিকীর্ণ করিয়া দিতেন এবং পদ দ্বারা তাহা উঠাইয়া লইতে তাঁহাকে আদেশ করিতেন। ফেলু বলেন তাঁহার বেশ স্মরণ আছে। তিনি তাঁহার মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন, এবং পদদ্বয় চালনা করিয়া পুষ্প তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই উহাতে কৃতকার্য্য হয়েন। এই সময় হইতেই তিনি পদাঙ্গুলী চালনার যে অভ্যাস আরম্ভ করেন, পরে তাহা কদাপি ত্যাগ করেন নাই।

ফেলু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ঘেণ্ট নগরে একটী রাজপদ প্রাপ্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া চিত্র-বিদ্যার প্রতি মনোনিবেশ করেন। চিত্র বিদ্যার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক গভীর অনুরাগ ছিল। হস্ত নাই, পদদ্বয়ের সাহায্যেই তিনি চিত্র করিতে পারিবেন তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

তিনি আত্মীয় বন্ধুদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া এণ্টওয়ার্প নগরের এক বিখ্যাত চিত্রকরের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফেলু তখন পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই বাহুবিহীন যুবক পদদ্বয় দ্বারা চিত্র করিতে যেরূপ ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন, হস্তশালী ছাত্রগণ তাহা পারিল না। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি অসাধারণ শক্তিশালী চিত্রকর রূপে দেশমধ্যে পরিগণিত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি পূর্ব্বতন বিখ্যাত চিত্রকরগণের শত শত উৎকৃষ্ট চিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি চিত্রিত করেন, পরে স্বকপোলকল্পিত চিত্র চিত্রিত করিতে আরম্ভ করেন। উভয় প্রকার চিত্রাঙ্কনেই তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন। তাঁহার মৌলিক ও প্রতিলিপি চিত্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার ধনাঢ্যব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃত চিত্রগুলির প্রতি চিত্রানুরাগী ব্যক্তিগণ দুইটী কারণে আকৃষ্ট হয়েন; প্রথমতঃ বাহুবিহীন ব্যক্তিকর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া ঐগুলি পরমাশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত; দ্বিতীয়তঃ চিত্রগুলিতে অসীম স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রগুলি দেখিয়া কেহই বলিতে পারে না যে উহা বাহুবান্ ব্যক্তির হস্তাঙ্কিত নহে।

তিনি পদদ্বয় দ্বারা চিত্রাঙ্কন কার্য্যে যখন নিযুক্ত থাকেন, তখন কৌতূহলাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে ফেলু আপত্তি করেন না। সুতরাং তিনি পদ দ্বারা কিরূপে চিত্র করেন, তাহা অনেকে দর্শন করিয়াছেন। ইনি আহারের সময় পদদ্বারা কাঁটা ও চামচ ব্যবহার করেন এবং অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ভোজন করেন। পদদ্বয়ের সাহায্যে তিনি আপনার ক্ষৌর কার্য্যও করিয়া থাকেন।

মসো ফেলু সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী। তিনি কয়েকখানি কবিতাপুস্তক ও হাস্যকর নাটক রচনা করিয়াছেন। এই নাটকগুলির মধ্যে একখানি এণ্টওয়ার্প নগরের প্রধান নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছে।

১৮৭৪ সালে মসো ফেলু লণ্ডন নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। উক্ত নগরে বাস কালে তিনি তথাকার "নেশানেল গ্যালারি" নামক সাধারণ চিত্রশালায় বসিয়া চিত্রাঙ্কনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এক্ষণে মসো ফেলুর ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। এখনও তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল অব্যাহত আছে এবং এখনও তিনি নূতন নূতন চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত আছেন।

চীনদেশের উন্নতি।

জাপানের উন্নতিশীলতা বিশেষ আশ্চর্য্যকর। কিন্তু চীন দেশ উন্নতি সাধনের আশা-বর্জ্জিত, এই যে সাধারণের একটা সংস্কার তাহা সমূলক নহে। চীনবাসীরাও ইয়োরোপীয় সভ্যতার যাহা কিছু অনুকরণীয়, তাহা অতি ধীরতার সহিত বুঝিতে এবং অনুকরণ করিতে পরাঙ্মুখ নহে। একশত বৎসর পূর্ব্বে চীন যাহা ছিল, অনেক বিষয়ে আজ সে যে তাহা নহে, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

চীনের অনেক লোক দেশের চির-প্রচলিত কোন কোন রীতি নীতির দোষ অনুভব করিয়া তাহার সংস্কার সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের পা ছোট করিবার যে অস্বাভাবিক প্রথা প্রচলিত আছে, চীনের অন্তঃপাতী দুইটী প্রদেশের বহুসংখ্যক লোক এই প্রথা অনিষ্টকর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহারও চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

চীন স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিসাধন জন্য ইতিপূর্ব্বেই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ বালিকাদিগের শিক্ষার্থ পেকিন নগরে একটী বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহাতে ইংরাজী ভাষাও শিক্ষার একটী বিষয়। এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রী পা ছোট করিবার প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। ব্যবসায়ী চীনের ধনবান্ লোকেরা সূতার কল, কাপড়ের কল, দিশালাইয়ের কারখানা, রেশমের কারখানা প্রভৃতি ব্যাপারে ক্রমে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতি অনেক চীনবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনেকের ইচ্ছা জন্মিতেছে। ভূগোল বিবরণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিলাতি গ্রন্থ সমূহ চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া চীনের অনেক বড় বড় শিক্ষালয়ে পঠিত হইতেছে। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থ জাপানীদের ন্যায় চীনেরাও আমেরিকা ও ইউরোপে যাইতেছেন।

চীন ভাষায় এখন অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল উন্নতির চিহ্ন দেখিয়া কে বলিবেন যে চীন আজও সেই চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার চীনের মতই আছে?

গহনা ও পোষাক।

(জ্ঞানদা ও প্রেমদা দুই প্রিয়সখীর কথোপকথন।)

প্রেমদা। "ভাই, আজ বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে আমার মনে একটা কথা উঠেছে, আমাকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে দিচ্চে না। ভাই, সমাজের মধ্যে যার গাড়ী বাড়ী, টাকা কড়ি, গহনা পোষাক যত বেশী, সে সমাজে তত প্রশংসা ও মান পেয়ে থাকে,—গরিব লোকেরা সমাজে অতি অনাদরের পাত্র।"

জ্ঞানদা। "আজ কাল এই রকমই দাঁড়িয়েছে! আমি বাবার কাছে একটী গল্প শুনেছি। তাহাতে বুঝা যায় যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের কাছে—সাধুতার কাছে সাজ পোষাক বাহ্য আড়ম্বর কত অসার! বোধ হয় তুমি সে গল্পটী শুনেছ।"

প্রেমদা। "না ভাই, এমন কোন গল্প ত আমি শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। বলত শুনি।"

জ্ঞানদা। "বল্‌ছি শুন, তুমি শুন্‌লে হেসেই খুন হবে! এক বাদশাহের বাড়ীতে কোন সমারোহ উৎসব উপলক্ষে বহুতর বড় বড় লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। উৎসব ভোজের দিন প্রাতঃকালে যখন সব বড় বড় লোকের ঘুড়ীগাড়ী, হাতি, পাল্কী প্রভৃতি আসিয়া সেই বাদশাহের দেউড়ীতে লাগিল, রাজার উজির, নবাব, ওমরাহগণ যখন মহা আড়ম্বরে নামতেছিলেন আর বাদশাহ দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে মহা আগ্রহ ও উৎসাহে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করছিলেন, তখন একজন সাধু ফকীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে উৎসব ভবনে প্রবেশের চেষ্টা দেখ্‌তেছিলেন। তাঁর পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, কেশ রুক্ষ! তাঁহার স্পর্দ্ধা দেখে বাদশাহ চক্ষু রক্তবর্ণ কো'রে দরওয়ানদিগকে হুকুম দিলেন—"আভি উসকো গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।" দরওয়ানগণ হুঙ্কার করিয়া, লাঠি দেখাইয়া ফকীর সাহেবকে তাড়াইয়া দিল। সাধু তাড়া খাইয়া, মনে মনে হাস্য করতঃ চলিয়া গেলেন। কিছু দিন যায় আবার বাদশাহের ভবনে আর এক উৎসব উপস্থিত! পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও বড় বড় রাজা উজির, নবাব ওমরাহগণ গাড়ী ঘোড়া, হাতী, পাল্কীতে চড়িয়া দলে দলে সমাগত হইতে লাগিলেন। ফকীর সাহেব পূর্ব্বঘটনা ভুলিয়া যান নাই। বাদসাহের বাড়ী আবার উৎসব শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কোন ধনী শিষ্যের নিকট হইতে চারি ঘোড়ার গাড়ী সুসজ্জিত সইস কোচমান, আর নানা রকমের মহামূল্য সাজ পোষাক, পাগড়ী অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং সে সকলে সজ্জিত হইয়া মহা আড়ম্বরে বাদসাহের ভবনে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারে দণ্ডায়মান বাদসাহ মহা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া নামাইলেন এবং প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গিয়া, গণ্যমান্য নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে বহুমূল্য আসনে বসাইলেন। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ফকীর সাহেব কোন পরিচয় দিলেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথা সময়ে তিনি সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত ভোজন ক্ষেত্রে নীত হইলেন। ফকীর দেখিলেন যে তাঁহার আসনই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সুন্দর এবং তাঁহাকে সুবর্ণ-পাত্রাবলীতে নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য পেয় প্রয়োজনাতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। কেন যে আজ তাঁহার এত আদর, তাহা আর তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি সমস্ত খাবার জিনিসগুলি একত্র করিয়া রাখিলেন এবং নিজে কিছুমাত্র আহার না করিয়া, অল্পে অল্পে তাঁহার পরিহিত বহুমূল্য চাপকান, জোব্বা, প্রভৃতির আস্তিনের মধ্যে, গলার মধ্যে পকেটের মধ্যে, পাগড়ীর মধ্যে পূরিয়া দিতে দিতে, বলিতে লাগিলেন—"খাও, আজ তোমরাই ভাল ক'রে খাও! তোমাদের জন্যই আজ আমি এত বড় বড় লোকদের মধ্যে বসিবার অধিকার পেয়েছি। তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া সমাগত নিমন্ত্রিতবর্গ আশ্চর্য্য ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওকি করিতেছেন? খাবার সামগ্রী আপনি খাইবেন না?" তখন ফকীর সাহেব কহিলেন—"দেখ বাপু, খুলিয়া বলিতেছি, রাগ করিও না! তোমার কন্যার বিবাহোৎসবের সময় আমি তোমার দেউড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, আর তুমি তোমার দরওয়ানকে দিয়া আমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আর আজ সেই লোকই আমি দামী সাজ পোষাক পরে, চার ঘোড়ার গাড়ী চড়ে, জাঁকজমকে এসেছি ব'লে, তুমি আজ আমার এত সম্মান কোর্‌চ্ছো। তা এ সম্মান ত আমার নয়, আমার পোষাকের। তা'হলে এসব সোণার থালার খাবার আজ পোষাকেই খাক্।" এই বলিয়া বহুমূল্য রাজবেশ সেইখানেই পরিত্যাগ করিয়া, ভৃত্যবর্গকে সে সকল গাড়ী ঘোড়ার সহিত যথাস্থানে পৌঁছাইবার আদেশ করিলেন। বাদসাহ ও সমাগত ধনীবর্গ অন্তরে অন্তরে তীব্র শিক্ষা পাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

প্রেমদা।—(ঈষদ্ধাস্যে) আমার মনের মতন গল্পটী। ফকীর সাহেব বাদসাহকে খুব জব্দ করেছেন! এ রকমটা না হলে মানুষ শিখে না। আমিও বলি ভাই টাকা গহনা, সাজ পোষাকেই মানুষের যশ মান, যত্ন আদর হওয়া উচিত নয়। বিয়ে বাড়ীতে দেখলাম, যে মেয়ে যত ভাল গহনা ও পোষাক পরে এসেছে, তাকে তত সম্মান ও আদর করা হচ্ছে—"এসো, বসো,—আজ্ঞে, যে আজ্ঞে! আর গরিবের বৌঝিদিগের উপর বক্র

কটাক্ষ,অথবা কোনও মনোযোগই নাই। তারা কি অপস্তুত হ'য়ে চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে! যার হাতে যত সোণা, তার পাতে তত মিষ্টান্ন ক্ষীর পায়েস পড়ছে; গিন্নীরা সব তার পাতের সম্মুখেই জটলা কচ্ছেন। কিন্তু গরিবের বৌঝিরা কে কোথায় খেলে না খেলে, তাদের পেট ভরছে না ভরছে, তার কোনই খোঁজ হচ্ছে না! খাঁটি দৃষ্টিতে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই যে, যে মেয়ে যত জ্ঞান ধর্ম্ম, হৃদয় ও চরিত্রের উন্নতি দেখাতে পারবে, তাহাকেই তত যশ ও মানের পাত্রী ব'লে আদর করা উচিত। সে মেয়ে টাকায় বড় মানুষ হ'ল না হ'ল, সে দিকে লক্ষ্য করা অতি নীচতা মহাভ্রম।"

জ্ঞানদা।—"কেন তোমাকে তারা অযত্ন করেছে কি?"

প্রেমদা।—"আমাকে নয়! আর আমাকে অযত্ন কেনই বা করতে যাবে? (ঈশ্বরেচ্ছায়) আমার যা দু পাঁচখানা আছে, প'রে ত গিয়াছিলাম। আর তাদের চখে ত আমার বাবা আর—এঁরা সব গরিব নন্। আমার তার জন্য একটুও যায় আসে না। আমি স্বচ্ছন্দে বালা দুগাছি হাতে দিয়ে, বিলাতী সাড়ী প'রে যেতে পারি। তাতে আমার মনে একটুও লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না। মা জিদ করলেন তাই, নইলে সত্যি বলছি ভাই, ভাল গহনা পোষাক পরতে আমার একটুও সাধ হয় না। আমি বলছি তাদের কথা, যাদের ভগবান্ দেন নাই। কিন্তু তাই ব'লে কি তাদের মান অপমান জ্ঞান নাই? না ভাই প্রকৃত কথা, আমাদের সমাজে আজ কাল সাজ পোষাক গহনা বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে। জ্ঞান, প্রীতি, বিনয় নিঃস্বার্থতা, দয়া ধর্ম্ম-প্রভৃতি, সদ্‌গুণগুলির উন্নতি করাই যে এই দুর্ল্লভ মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য,এত বড়মানুষীর আদর আর গহনা পোষাকের বাহার দেখে, তাহা যেন মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। তবে গহনা সাজ পোষাকের আড়ম্বর যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত মেয়েদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে, জড় ছাড়িয়া আত্মার প্রতি পড়িতে পারে। অহঙ্কার, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা—এসব পাপ তাহলে সমাজ হ'তে অনেক পরিমাণে চলে যেতে পারে।"

জ্ঞানদা।—"তুমি যে একটু ভুল বুঝছ! আচ্ছা, বিছানায় যদি ছারপোকা হয়, তবে বিছানা শুদ্ধ ছুড়ে ফেলে দিতে হয়, না ছারপোকা বেছে ফেলতে হয়? পায়ে যদি কাঁটা ফুটে, তবে পা শুদ্ধ কেটে ফেলতে হয়, না কাঁটা বের করে ফেলতে হয়? গহনা পোষাকে সমাজ মধ্যে অনেক মন্দ ভাব এনেছে বটে। কিন্তু মন্দগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া ভালটুকু রাখিলেই ত হল। গহনা পোষাকের আর একটা ভাল দিক্ ত আছে। চল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা নেমে,—ঘরে বসে কথা কই গিয়ে।"

(ক্রমশঃ)

ইলিয়ড।

প্রথম সর্গ।

(৪২৮-২৯ সংখ্যা— ১৯৩ পৃষ্ঠার পর ।)

১

এইরূপে পরস্পরে হানি বাক্য বাণ,
সে ঘোর বিষম দ্বন্দ্বে ক্ষান্ত দিয়া তবে
সভা ভঙ্গ করি দোঁহে উঠিলা সরোষে।
প্রিয় মিত্র পেট্রোক্লিস আর যত শূর
সঙ্গীদল সহ চলিলা শিবির পানে
বীর পিলিডিস।* নৃপ আট্রিডিস তবে
নির্ব্বাচিয়া বিংশজন নাবিক প্রধানে,
বরি বীর উলিসিসে নেতৃত্বে তাদের,
তরীসহ সিন্ধুপথে প্রেরিলা সত্বর
দূর ক্রাইসিসে পূজ্য যাজক সমীপে
প্রিয় সে বন্দিনী-বালা ক্রুসিসার সহ
দেবতরে শত ধেনু বলি অর্ঘ্যভার।
এরূপে যখন তারা উজানি জলধি
করিল পয়ান, আদেশিলা নরপতি
পবিত্র যাজক-ধন-হরণ কারণ—
ঘোর অশুচিতাপাপ-প্রায়শ্চিত্ত তরে
যথারীতি নানাবিধ পূত উপচারে
হইবারে শুদ্ধ সবে সেনানী সহিত।
যত গ্রীক দলবলে নৃপতি আদেশে
যথারীতি আনি শত পূত দ্রব্যভার
প্রক্ষালিয়া দেহ সবে করিলা নিক্ষেপ
যতেক অশৌচরাশি সিন্ধুজল-তলে।
তবে শুদ্ধচিত্তে দেব আপোলো উদ্দেশে
শত পুষ্ট বলীবর্দ্দ আর ছাগ শত
নিবেদিল অগ্নি * পদে। হোম মধুগন্ধ
মধুর সুগন্ধ উঠি ব্যাপিল গগন।
এরূপে সসৈন্য যত গ্রীকদল মিলি
হইল নিরত পূজা হোম মহোৎসবে।
কিন্তু আট্রিডিস ইচ্ছি আকিলিস সহ
বাধাইতে পুনরায় কলহ বিবাদ
টেলিবাস ইরিবাট দূতদ্বয়ে ডাকি
এইরূপে সম্বোধিয়া কহিলেন ক্রোধে :—
"হে সন্দেশবাহদ্বয়! অবিলম্বে দোঁহে
আকিলিস শিবিরেতে করিয়া প্রবেশ
লয়ে এস তার সুন্দরী বন্দিনীশ্রেষ্ঠ
বৃসিসারে হেথা, যদ্যপি স্বেচ্ছায় মূঢ়
আকিলিস নাহি অর্পে তোমাদের করে,
তবে হে সদলে আমি আপনি সাজিয়া
যাইব—আনিব কাড়ি বৃসিসা বালারে,
কারে ভয় মোর? নিঃসন্দেহ সে লাঞ্ছনা
মর্ম্মে তার সমধিক বাজিবে বিষম।"
এতেক কহিয়া নৃপ ভেটিলা উভয়ে
কঠিন কার্য্যের ভার অর্পি দৃঢ় স্বরে।
অনিচ্ছায় দূতদ্বয় সিন্ধুপথ বাহি
উত্তরিল শোভে যথা উজ্জ্বল সুন্দর
অসংখ্য তরণী আর শিবিরের শ্রেণী,
মিরমিডনগণ† যথা সজ্জিত সদলে।

*পিলিয়স রাজার পুত্র পিলিডিস বা আকিলিস।

* গ্রীকগণ অগ্নিকে সূর্য্যদেব আপোলোর প্রতিরূপস্বরূপ পূজা করিত।

† মিরমিডন— থিস্‌লীদেশবাসী আকিলিসের অনুচরগণ।

উত্তরি তথায় তারা দেখিল গম্ভীর
বীরেন্দ্র আছেন বসি শিবির মাঝারে।
হেরিয়া দোঁহারে বীর হইল স্তুম্ভিত।
সভয়-সম্ভ্রমে দোঁহে শূরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়াইল; বাক্য নাহি নিঃসরিলা মুখে।
কিন্তু বীর আকিলিস বুঝিলা অন্তরে
দোঁহাকার আগমন কোন্ প্রয়োজনে।
এরূপে তখন সম্বোধিয়া দোঁহাকারে
কহিলেন ধীরে "স্বাগত হে দূতদ্বয়!
নির্ভয় হৃদয়ে অসঙ্কোচে নিকটেতে
কর আগমন। নহ দোষে দোষী কোন
মম কাছে দোঁহে। নৃপ আগামেমনন
প্রেরিয়াছে তোমা দোঁহে বন্দিনীর তরে;
সেই সে দোষের ভাগী, নহে অন্য কেহ।
যাহ বীর পেট্রোক্লিস! লয়ে এস ত্বরা
বৃসিসা বালারে হেথা অর্পিতে দোঁহায়॥"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন চরিত।

(৪৩৫ সংখ্যা-৩৮৬ পৃষ্ঠার পর)

নবীনা মহারাণী।

(Maiden Queen)

১৮৭৩ সালের ২০ শে জুন তারিখে উইণ্ডসরে চতুর্থ উইলিয়াম চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, ক্যাণ্টারবেরীর আর্চ্চ-বিশপ (প্রধানধর্ম্মাধ্যক্ষ) ও কানিংহামের মারকুইস কেনসিংটন প্রাসাদে অতি প্রত্যূষে উপনীত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়াই, দ্বারে অনবরত আঘাত করায়, দ্বারপাল অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় দ্বার খুলিয়া দিল। তাঁহারা প্রাঙ্গণে কিয়ৎ-ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, পরে একজন প্রহরী দ্বারা আহূত হইয়া একটী সামান্য ঘরে উপবেশন করিলেন। যখন আর কেহ আসিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল না, তখন অগত্যা তাঁহারা মহারাণীর সহচরীর জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। তাহার উত্তরে মহারাণীর সহচরী না আসিয়া অন্য একব্যক্তি আসিয়া এরূপ অসময়ে ঘণ্টাধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অবশেষে স্বয়ং সহচরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন

"আমাদিগের নবীনা মহারাণীকে ডাকিয়া আন, আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে।" মহারাণীর সহচরী বলিলেন

"তিনি এখন নিদ্রিত আছেন, এ সময় কি প্রকারে নিদ্রা ভাঙ্গাইব ?"

ব্যগ্র হইয়া আর্চ্চবিশপ বলিলেন,

'এখনি গিয়া তাঁহাকে আমাদিগের আগমন সংবাদ দিয়া আইস। মহারাণীর এখন নিদ্রার সময় নহে।"

মহারাণীর ভৃত্য, রক্ষক, সহচরী সকলে মিলিয়া যত বিলম্ব করিয়াছিল, সে তুলনায় তিনি তাহার কণামাত্রও বিলম্ব করেন

নাই। আর্চ্চ বিসপ ও মারকুইস আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এই কথা শুনিবামাত্র, যত শীঘ্র সম্ভব শয্যাত্যাগ করিয়া, সেই রাত্রিবাস গাউনের উপর একখানি শাল আচ্ছাদন করিয়া সত্বর সেই স্থানে উপনীত হইলেন। আর্চ্চ বিসপ তখন তাঁহাকে বলিলেন

"আপনিই অদ্য হইতে ইংলণ্ডের মহারাণী।"

তখন তিনি মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত হইয়া তাহার পর স্থির কণ্ঠে বলিলেন

"আপনি তবে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমি যেন রাজকীয় দায়িত্ব বহন করিতে সক্ষম হই।"

ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব যথার্থ ধর্ম্ম-মূলক। সেই জগতের রাজাধিরাজ জগদীশ্বরকে ডাকিয়া সমস্ত কার্য্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করা সেই ধার্ম্মিকা নবীনা মহারাণীরই উপযুক্ত হইয়াছিল। ধর্ম্ম বিনা কোথাও জয় নাই। তিনি ধার্ম্মিকা ছিলেন বলিয়াই এই দীর্ঘ জীবন জয়শালিনী ছিলেন।

তাহার পর আর্চ্চবিসপের পরামর্শে কুইন ভিক্টোরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী রাজ্ঞী আডিলেডকে একখানি সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র লিখিলেন। মহারাণী তাঁহার স্বাভাবিক সরল হৃদয়গ্রাহী সুস্নিগ্ধ ভাষায় পত্র সমাপ্ত করিয়া উপরে শিরোনামা লিখিলেন "মহারাণী রাজরাজেশ্বরী।" (Her Majesty the Queen). সেই স্থলে উপস্থিত একব্যক্তি (যাঁহার এ বিষয়ে বলিবার অধিকার ছিল) বলিলেন "তিনি ত বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরী নহেন। নবীনা রাজ্ঞী সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আমি তাহা জানি, তবে আমি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম অন্যরূপে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া দিতে পারিব না।"

তাহার পর নবীনা মহারাণী আপনার বেশভূষা সমাপন করিতে উঠিয়া গেলেন এবং আপনার প্রিয়তমা জননীর সহিত এই সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। নয়ঘটিকার সময় প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ (Lord Melbourne) আসিলেন, এবং একাদশ ঘটিকায় প্রিভি কাউনসেলের একটি অধিবেশন হইবার সময় নির্দ্ধারিত হইল।

বিদেশীয় রাজদূতবর্গ, লর্ডগণ, উচ্চ-পদস্থ যাজকমণ্ডলী, এবং রাজকর্ম্ম-চারিবৃন্দ সকলেই উৎসুক হইয়া এই নবীনা বালিকা মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে ইতিপূর্ব্বে রমণী মহারাণী হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী মেরি পঞ্চত্রিংশ ও রাজ্ঞী এলিজাবেথ পঞ্চ-বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের অধিকারিণী হইয়া রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বালিকা বয়সে মহারাণী, ইহা সবিশেষ বিস্ময়ের কথা। অশান্তি-পীড়িত প্রজা-

মণ্ডলী নূতন আশায় আশান্বিত হইয়া শান্তির প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। এই শান্তি-স্বরূপিণী কল্যাণময়ী সাম্রাজ্ঞীর রাজ্য শান্তির রাজ্যই হইয়াছিল।

রাজসভায় সকলে একত্রিত হইবার পর, নবীনা রাজ্ঞী সেই জনতা ভেদ করিয়া আসিয়া, আপনার স্বাভাবিক নম্রতা ও গৌরবের সহিত আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া লর্ড মেলবোরণ স্বহস্ত-লিখিত একটি বক্তৃতা রাজ্ঞীকে পাঠ করিতে দিলেন। তাঁহার বলিবার সুন্দর ভঙ্গিমায় ও মধুর কণ্ঠস্বরে সকলে বিমোহিত হইয়া গেলেন। তাহার পর একে একে সকল কর্ম্মচারী সসম্ভ্রমে অবনত মস্তকে আসিয়া জানু পাতিয়া, তাঁহার আসনের নিম্নে বসিলেন ও একে একে বিনীত ভাবে তাঁহার কর চুম্বন করিলেন।*

রাজসভাধিবেশনের পর যখন রাজ্ঞীকে নাম স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করা হইল, তখন তিনি স্বীয় নাম "ভিক্টোরিয়া" স্বাক্ষর করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি আলেক্জ্যাণ্ড্রিণা নামেই পৌরজনের নিকট পরিচিত ছিলেন। প্রথমে কর্ম্মচারিবৃন্দ অনুমান করিয়াছিলেন যে রাণী প্রধান মন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদিগের বাক্যানুসারেই সর্ব্ব কার্য্য করিবেন, কিন্তু অল্প দিনেই তাঁহাদের সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়। কারণ প্রধান রাজমন্ত্রী যখন প্রথম দলিলে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে লইয়া যান, তখন সেই বালিকা রাজ্ঞী গম্ভীর ও সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন

"আমায় এই দলিলের বিষয় বুঝাইয়া না দিলে আমি কি প্রকারে স্বাক্ষর করিব?" তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝ'ন হইলে পর তিনি নাম সহি করিলেন। আর এক দিবস লর্ড মেলবোরণ অতি আবশ্যক দলিলপত্র লইয়া গিয়া অবিলম্বে নাম স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন

"আমায় প্রথমে বুঝাইয়া দিন, পরে সহি করিব।"

লর্ড মেলবোরন কহিলেন

"ইহা অবিলম্বে পাঠাইতে হইবে, এখন বুঝাইবার সময় নহে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাতে নামটী স্বাক্ষর করুন্।"

তিনি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন

"ভাল মন্দ না বুঝিলে আমি কোন মতে নাম স্বাক্ষর করিতে পারিব না, ভাল মন্দ বুঝিবার বিষয় শিক্ষা আমি বাল্যকাল হইতে পাইয়া আসিতেছি।" তখন লর্ড মেলবোরণ হার মানিলেন। তিনি কাহাকে কাহাকে বলিয়াছিলেন এই একটী বালিকা রাজ্ঞী, দশজন

* পূর্ব্বে ইংলণ্ডের নিয়মানুসারে, যাজক ও কর্ম্মচারিগণ নূতন রাজা ও রাজ্ঞীর গণ্ড চুম্বন করিতেন। কিন্তু এই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতাস্বরূপিণী কুইন ভিক্টোরিয়াকে কেহই সাহসপূর্ব্বক সে প্রকারে অভিবাদন করিলেন না। সার ডেভিড উলকি সেই প্রথম সভার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

সম্রাটের তুল্য। যাহা দশজনকে বুঝান সহজ, ইঁহাকে বুঝান কঠিন।" সেই অবধি সকল মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিবৃন্দ জানিলেন, নবীনা রাজ্ঞী কলের পুতুল বা খেলেনা নহেন—ধর্ম্মের হস্তে ন্যায়দণ্ড ধরিয়া সমগ্র রাজ্য শাসন করিবেন।

তাহার পর সারাদিন ধরিয়া ইংলণ্ডের যত উচ্চপদস্থ মাননীয় ব্যক্তি সকলে আসিয়া নবীনা রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

সেই সময় মৃত রাজ্যেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের জন্য, সেন্টপল গির্জ্জায় সারাদিন করুণস্বরে ঘণ্টাধ্বনি হইয়া সমগ্র সহরবাসীকে সেই শোকবার্ত্তা জানাইতেছিল। উচ্চচূড় পতাকা সকল নিম্নমুখে পড়িয়া শোক প্রকাশ করিতেছিল। মৃত সম্রাটের সম্মানের জন্য, নগরের যাবতীয় বিপণিসমূহ বন্ধ হইয়াছিল।

তাহার পরবর্ত্তী দিবসে সাম্রাজ্ঞী মহারাণী উপযুক্ত গৌরব ও আড়ম্বরে অনুচরগণ সহ সেই জন-প্রবাহিত পথ দিয়া, সেন্ট জেম্‌স প্রাসাদে আসিলেন। পূর্ব্ব প্রথানুসারে তিনি, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের নির্দ্দিষ্ট গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় তিনি কৃষ্ণ বর্ণের শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। সেই কাল রঙের পরিচ্ছদের মধ্যে কেবল হস্তে শুভ্র আস্তেন, কণ্ঠদেশে শুভ্র কলার ও মস্তকের আবরণের অগ্রভাগে শুভ্র লেস ছিল। মস্তকের বনেট এরূপ সুচারুভাবে পরিধান করিয়াছিলেন যে সেই সুরুচিপূর্ণ কেশবিন্যাস ও উজ্জ্বল কেশগুচ্ছ, অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছিল। ডচেস অব্ কেণ্ট কন্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হর্ষোৎফুল্ল আননে, সস্নেহে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। কন্যার ভাগ্যাকাশ এরূপ সুপ্রসন্ন হইলে কোন্ জননী না হর্ষান্বিতা হন?

গার্টার কিং এট আরমস নামক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বহুমূল্য জমকাল পরিচ্ছদে সভাতলে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং সার্জেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা অশ্বারোহণে সারিদিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কুইন ভিক্‌টারিয়া সেই গবাক্ষের নিকট আসিবার পরেই গার্টার কিং এট আরমস উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "ইনি কুইন আলেকজাণ্ড্রিণা ভিক্‌টোরিয়া, ইংলণ্ডের মহারাণী, ইহাঁরি বিশ্বাসী প্রজা হইয়া আমরা যেন চিরদিন ইহাঁর অনুগত থাকি। আমাদিগের হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতির সহিত একান্ত প্রার্থনা, যিনি এই বিশ্বরাজত্ব পরিচালনা করিতেছেন, যিনি রাজার রাজা, তিনি তাঁহার অদৃশ্য হস্ত দিয়া আমাদিগের নবীনা সম্রাজ্ঞীকে আশীর্ব্বাদ করুন্।" এই কথা সমাপ্তির সহিতই এককালে ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। নিকটস্থ পার্কের কামানের শব্দ টাওয়ারের কামানের শব্দের প্রত্যুত্তর

দিল। সারা প্রাসাদে যেন আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া গেল এবং সেই তরঙ্গ সারা জগতে ছড়াইয়া নবীনা রাজ্ঞীর মঙ্গল কামনা করিল। সেই আনন্দ-মুহূর্ত্তে বালিকা রাণী স্বীয় জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিলেন। স্বভাব-কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"The maiden wept,
She wept to wear a crown."

"সোণার মুকুট পরি রাজদণ্ড করে,
তবু কেন কাঁদে বালা, চোখে অশ্রু
ঝরে?"

এই সমারোহের তিন সপ্তাহ পরে কুইন ভিক্টোরিয়া আপনার শৈশবের প্রিয় নিকেতন কেনসিংটন প্রাসাদের নিকট বিদায় লইয়া বকিংহাম প্রাসাদে আসিলেন। তাঁহার শৈশব স্মৃতির সহিত, সেই প্রাসাদের ছবি চিরাঙ্কিত রহিল।

কেনসিংটন প্রাসাদের নিকট ডিউক অফ কেণ্টের একজন প্রাচীন সৈনিক ভৃত্য বাস করিত। তাহার দুইটী শিশু সন্তান ছিল,দুইটিই অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল এবং সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকিত। করুণাময়ী ডচেস অফ কেণ্ট আপনার বালিকা কন্যাকে লইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। কয়েক মাস পীড়িত থাকিয়া শিশু পুত্রটির মৃত্যু হইল। কেবলমাত্র বালিকা কন্যা অসুস্থাবস্থায় রোগশয্যায় পড়িয়া রহিল। কুইনের কেনসিংটন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বকিংহম প্রাসাদে গমন করিবার কয়েক দিবস পরে একদা স্থানীয় একজন ধর্ম্মযাজক সেই বালিকাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেদিন বালিকা অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে বসিয়া একখানি ধর্ম্মসঙ্গীত-পুস্তক পাঠ করিতেছিল। ধর্ম্মযাজককে দেখিয়া বালিকা হর্ষোৎফুল্ল আননে বলিল

"কুইন এই পুস্তকখানি দয়া করিয়া আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, দেখুন তিনি স্বহস্তে সঙ্গীতগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।"

এই সামান্য উপহারে বালিকা আত্মহারা। ইহাতে কুইনের দয়াধর্ম্ম ও সরলতা সুস্পষ্টরূপে প্রভাসিত হইয়াছে। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের রাণী হইয়াও সেই দরিদ্র বালিকাকে বিস্মৃত হন নাই।

১৭ই জুলাই তারিখে কুইন ভিক্টোরিয়া প্রথম পার্লিয়ামেণ্টে পদার্পণ করিলেন। সেদিন রাজকীয় অশ্বশালা হইতে রাজকীয় শুভ্রবর্ণের অশ্ব-যোজিত রাজকীয় যান প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি তাহাতেই আরোহণপূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্টে আগমন করিয়া, লর্ড হাউসে আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর একটি বক্তৃতা পাঠ করিলেন, সে ভাষা ও বলিবার ভঙ্গিমা অবর্ণনীয়।

ফ্যানি কেম্বল নাম্নী একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন "কুইনকে সুন্দরী বলিলে, মিথ্যা কথা বলা হয়, তিনি সুন্দরীদিগের শিরোমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে সৌন্দর্য্য জগতের অসার দ্রব্যে পরিপূর্ণ নহে, সে সৌন্দর্য্য দেখিলে নয়ন কেবল রূপ-সুধাপানে মুগ্ধ হয় না। সে সৌন্দর্য্য পবিত্রতার আলোকে আলোকিত; তাঁহাতে নয়ন ঝলসিয়া যায়। প্রাণের ভক্তি ও প্রীতির উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে। সেই মহৎ ভাবাপন্ন মুখের ভাব, সে বসিবার ভঙ্গিমা চিত্রকরের অঙ্কিত করিবার আদর্শ চিত্র, তাহা অতুলনীয়। সেই বালিকার মত কোমল আননে, সেই সরল নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও পবিত্রতা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে কোন দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা ও সরলতা বলা যাইতে পারে। যখন তিনি তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠস্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া বলিলেন 'সভাসদ্ ও ভদ্র মহোদয়গণ!" তখন যেন স্বর্গীয় সুধা ধারায় প্রতি মানবের হৃদয় সিক্ত হইয়া উঠিয়া সম্মান ভক্তি ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই পূর্ণান্তঃকরণে মুগ্ধলোচনে সেই ইংলণ্ডের রাজকুলের পবিত্র পুষ্পের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।" সে সভার বর্ণনা ভাষাতীত। রীতিমত সভাধিবেশনের পর সভা ভঙ্গ হইলে, দুইজন করিয়া কর্ম্মচারী একত্রে আসিয়া কুইনকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। আপনাদিগের চিরন্তন বিবাদ ভুলিয়া হুইগ ও টোরি (ইংলণ্ডের উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়) "আমাদিগের নবীনা মহারাণীর জয় হউক" বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

কুইন ভিক্টোরিয়া রাজ্যের প্রারম্ভ কালে, প্রভাতে ৮ ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন। তাহার পর যতক্ষণ না মধ্যাহ্নভোজনের সময় হইত, আপনার দৈনিক কার্য্য করিতেন ও আবশ্যক দলিল পত্রে সহি করিতেন। আহার প্রস্তুত হইলে তাঁহার একজন সহচরী গিয়া ডচেস অফ্ কেণ্টকে সাদরে আহারের স্থানে আহ্বান করিয়া আনিতেন। কন্যা সাম্রাজ্ঞী হইবার পর ডচেস অফ্ কেণ্ট বিনা আহ্বানে কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন না। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অথবা মন্ত্রিসমাজে এ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপিত হইবার ভয়ে তিনি সাতিশয় সতর্ক ছিলেন। রাজকীয় কোনও বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না, বা কোনও মতামত প্রকাশ করিতেন না। মধ্যাহ্নে কুইন তাঁহার মন্ত্রী এবং কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কর্ম্মচারীবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া কখনও অশ্বারোহণে বা কখনও পদব্রজে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। রাত্রিভোজনের সময় কয়েক জন মাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা

হইত। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কুইন আপনার ড্রইংরুমে (বৈটকখানায়) গীত বাদ্যে মগ্ন থাকিতেন। এই দুই বিদ্যাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

একদা তাঁহার রাজ্যের প্রারম্ভকালে শনিবার দিবসে সন্ধ্যার পর একজন মন্ত্রী অত্যন্ত আবশ্যক দলিল পত্র লইয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে আসিলেন। কুইন ভিক্‌টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "আমি অত্যাবশ্যক দলিল পত্র আপনাকে দেখাইতে আনিয়াছি, অদ্য আর সময় নাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক কল্য প্রভাতেই দেখিতে হইবে। কুইন গম্ভীর আননে, স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিলেন "মহাশয় কল্য যে রবিবার।"

মন্ত্রী বলিলেন "তাহা সত্য, কিন্তু রাজকার্য্যে ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।" কুইন তখন বলিলেন "উপাসনা-মন্দির হইতে আসিয়া দেখিব, তাহা হইলেই ত হইবে?" কর্ম্মচারী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। রবিবার দিবসে কুইনের সহিত সে মন্ত্রীও উপাসনা মন্দিরে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজক সে দিবস সরল সারগর্ভ ভাষায় বিশ্রাম দিবস ও ঐ দিবসের কর্ত্তব্য শীর্ষক একটি সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। উপাসনা মন্দিরস্থ প্রতি ব্যক্তিরই হৃদয় ভক্তি প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কুইন উপাসনামন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! অদ্যকার বক্তৃতা আপনার কেমন বোধ হইল?" কর্ম্মচারী অতিশয় বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "মহারাজ্ঞি! অতিশয় উত্তম বোধ হইয়াছে।" তখন গম্ভীর আননে সুমিষ্টস্বরে কুইন বলিলেন "আমি কল্য ধর্ম্মযাজক মহাশয়কে ডাকিয়া এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি আশা করি আমরা প্রত্যেকেই এই বক্তৃতার সার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইব।" সে রবিবার দিবসে আর রাজকীয় দলিল পত্রের বিষয় উত্থাপিত হইল না। রাত্রি-ভোজনের পর মহারাণী বিনয় ও নম্রতার সহিত মন্ত্রীকে বলিলেন "আমি কল্য প্রত্যূষে পাঁচ ঘটিকার সময় আপনার দলিল পত্র দেখিব। আশা করি আপনি সেই সময় আসিয়া দেখাইতে পারিবেন।", বিনীত ভাবে কর্ম্মচারী বলিলেন "মহারাজ্ঞি! আপনার ক্লেশ করিয়া অত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবার আবশ্যক নাই, বিলম্বে কোনও হানি হইবে না।" কুইন পুনরায় বলিলেন "আপনি দলিল পত্রের জন্য যখন অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং অত্যাবশ্যক বলিয়াছিলেন, তখন শীঘ্র দেখাই কি উচিত নহে? তবে কল্য নয় ঘটিকার সময় আমি আপনার পত্রের অপেক্ষায় থাকিব, তাহা হইলেই ত হইবে?" পর দিন নয় ঘটিকার সময় দলিল পত্র লইয়া আসিয়া, মন্ত্রী দেখিলেন, কুইন অপেক্ষা করিতেছেন। এই একটি মাত্র ঘটনা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে তাঁহার মহৎ জীবনে

ধর্ম্মভাব কিরূপ বিকশিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। সামান্য পদবীস্থ ব্যক্তিরা অসার আমোদ প্রমোদে রবিবার যে ধর্ম্মোপাসনার দিবস তাহা বিস্মৃত হন, আর যিনি কত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, তিনি কখনও সে ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেন না। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনে সকল সৎকর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন, তাই তিনি আদর্শ রমণী। তিনি জীবনে কখনও রবিবারে বিশেষ উপাসনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। উপাসনা তাঁহার দৈনিক নিত্যব্রত ছিল।

এই ঘটনার সহিত কুইনের আর একটি দয়াশীলতার উদাহরণ উল্লেখ করা আবশ্যক। সে সময়ে ইংলণ্ডে সামান্য অপরাধেও গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইত। ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ একজন সৈনিক তৃতীয় বারে অপরাধী হওয়ায়, তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া, মহারাণীর স্বাক্ষর আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। কুইন এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে অনুমোদন করিতে পারিলেন না। সজল-চক্ষে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে ডিউককে বলিলেন "ইহার পক্ষ হইয়া কি আপনি কিছু বলিবেন না?" ডিউক কঠোর স্বরে বলিলেন

"মহারাণী ইহার পক্ষে বলিবার আমার কিছুই নাই। ইহাকে আমি পূর্ব্বে দুইবার ক্ষমা করিয়াছিলাম, তবু তৃতীয়বারে অপরাধী হইয়াছে।" কাতর কণ্ঠে কুইন বলিলেন, "আপনি মহানুভব, তবু একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।" কুইনের সেই সজলচক্ষু, পরদুঃখে ব্যথিত কাতর আনন দেখিয়া, ডিউকের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন "মহারাণী! ও ব্যক্তি অতিশয় বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী, আমার আর উহাকে বিশ্বাস নাই। তবে কেহ কেহ বলে উহার গার্হস্থ্যজীবনে কোন প্রকার দোষ নাই। সে বিষয়ে উহার স্বভাব সকলেই ভাল বলে।"

"আপনাকে ধন্যবাদ" এই বলিয়া সেই করুণাময়ী দয়ার্দ্রহৃদয়া সাম্রাজ্ঞী, আপনার সুকুমার হস্তের সুচারু অক্ষরে লিখিলেন "ক্ষমা করিলাম"। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই দয়াশীলতায় পার্লিয়ামেণ্টে স্থির হইল, এই সকল ভয়াবহ দণ্ডবিষয়ে রাজ্ঞীর স্বাক্ষরের প্রয়োজন নাই।

১৮৩৭ সালে শরৎকালে, মহারাণী রাজকীয় উইণ্ডসর প্রাসাদে আসিলেন। সেই সুন্দর সুশোভিত বহুমূল্য দ্রব্যে সজ্জিত প্রাসাদে আসিয়া, তাহাতে অতীত ইংলণ্ডের গৌরবকাহিনী চিত্রিত দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে "হাঁ আমি এখন সত্যই ইংলণ্ডেশ্বরী, তাহা বিশ্বাস হইতেছে বটে"।

৯ই নবেম্বরে কুইন লর্ড মেয়রের সভায় আহূত হইয়া, গিল্‌ডহলে আসিলেন। সেই দিবস তিনি প্রথম রাজ্ঞীরূপে লণ্ডন দর্শনে বাহির হইলেন। ইহাও চিরস্মরণীয়।

তিনি সাম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন। সেই গোলাপী বর্ণের সাটিনের পরিচ্ছদে রৌপ্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল! মস্তকের সুরঞ্জিত কেশাবলীর মধ্যে, শ্রীমস্তের পার্শ্বে, হীরক হার কি উজ্জ্বল প্রভায় মানব-নয়ন ঝলসিত করিয়া জ্বলিতেছিল। কুইন তাঁহার প্রিয় স্বদেশের জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সেই সমগ্র লোকমণ্ডলীর কণ্ঠে জয়ধ্বনি শুনিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন। টেম্পেল বারে আসিলে লর্ড মেয়র, কুইনের হস্তে নগরের চাবিগুচ্ছ আনিয়া দিলেন। তিনি আপনার স্বাভাবিক নম্রতা ও মধুরতার সহিত পুনরায় তাহা লর্ড মেয়রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাহার পর অনুচরবৃন্দ পরিবেষ্টিত মহারাণীকে লইয়া লর্ড মেয়র নগরের সুসজ্জিত পথে বাহির হইলেন। সেণ্টপল গির্জায় ছাত্রবৃন্দ একত্রে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সিনিয়ার ছাত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেই সমারোহ-সজ্জিত পথে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম ও পরিচ্ছদের আড়ম্বর ভাষায় বর্ণনাতীত। তাহার পর কুইন লর্ড মেয়রকে ব্যারোনেট উপাধিতে ভূষিত করিলেন। দুইজন সেরিফকে নাইট পদাভিষিক্ত করিলেন, তন্মধ্যে সার মোজেস মণ্টিফিওর একজন। ইংলণ্ডে সেই প্রথম ইহুদি নাইট (কৌলীন্য) পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এক পক্ষ অতীত হইলে, রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া পার্লিয়ামেণ্টের প্রথম সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার মাসিক আর ৩,৮৫,০০০ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বালিকা ভিক্টোরিয়া একটি বিপণিতে গিয়া, অর্দ্ধ ক্রাউন মূল্যের একটী বাক্স ক্রয় করিতে সক্ষম হন নাই; দোকানদারকে বলিয়াছিলেন "এখন আমার হাতে ইহার মূল্য নাই, আগামী মাসে জলপানি পাইলে লইয়া যাইব।" এখন তাঁহার অবস্থার কি পরিবর্ত্তন! এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই, কুইন ভিক্টোরিয়া সমুদয় পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। জীবনে তিনি কখনও ঋণগ্রস্ত হন নাই।

(ক্রমশঃ)

একটি পল্লীচিত্র।

শোভারাম দাস জাতিতে কৈবর্ত্ত; রূপনগরের প্রজা; চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শোভারাম নির্বিরোধী লোক,—সাতে নাই পাঁচে নাই—

সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। গ্রামের জমিদার প্রসাদ — বড় মানুষ লোক, ব্রাহ্মণ, কিন্তু [illegible]রামকে কাকা বলিয়া ডাকেন। সে জমিদার বাটিতে আসিবার সময়, লাউ বেগুন মোচা প্রভৃতি যাহা হয় কিছু লইয়া আসে, এবং জমীদার-পত্নী নিজ হাতে সে-গুলি গ্রহণ করেন আর শোভারামকে আদর করিয়া তাহার বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করেন। শোভারাম ভারি বিশ্বস্ত; সে একেবারে অন্দর মহলে চলিয়া যায়।

একদিন প্রসাদ বাবু ভোলাবাগ্দীকে জব্দ করিবার জন্য তাহার উপর একটা মিথ্যা নালিশ দায়ের করিয়া শোভারামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জমীদারের সমস্ত মোকদ্দমাতেই অনকতক লোক সর্ব্বদা সাক্ষ্য দেয়। সেই জন্য আদালতে তাহাদের কথা বড় প্রামাণ বিবেচিত হয় না। এবারে নূতন সাক্ষীর জোগাড়ে শোভারামকে ডাকাইলেন। শোভারাম 'তু' বলিলে আসে, সে আসিল। জমীদার তাহাকে বলিলেন, "শোভারাম খুড়ো, ভোলার নামে নালিশ দায়ের হইয়াছে, তাহাতে তোমাকে সাক্ষী দিতে হইবে।" শোভারাম ভাবিল, একি সর্ব্বনাশ। সে ত কিছুতেই মিথ্যা কথা কহিতে পারিবে না; বিশেষতঃ মিথ্যা কথা কহিয়া ভোলা বেচারাকে উচ্ছেদ করা। সে যোড়হাত করিয়া কহিল, "আমাকে অব্যাহতি দিন, আমি সাক্ষী হইতে পারিব না।" প্রসাদবাবু ভারি চটিয়া গেলেন; বলিলেন "অত ন্যাকামি করিলে চলিবে কেন? তুমি কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির? মিথ্যা কথা কি কখনও বল না? আমার বিপদ আপদে তোমরা সাহায্য না করিলে চলিবে কেন?" শোভারাম কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল "দোহাই আপনার, আমাকে এ কাজে লাগাইবেন না।" নায়েব বাবু বসিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন "হুজুর, শোভারাম হাড় বজ্জাত, ওর মুখে যত মিষ্ট কথা; মনের ভিতর জিলিপির প্যাঁচ্। বেটা বিষকুম্ভ পয়োমুখম্। এক দিকে দুধ্ আর এক দিকে বিষ।" একটি পণ্ডিত সেখানে বসিয়াছিলেন, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন যে "আর মাঝখানে কচ্ছপ!" যাহাহউক, প্রসাদ বাবু ঘাড় নাড়িলেন; বলিলেন "শোভারাম ভাবিয়া দেখ, যদি সাক্ষী না দেও, তোমাকেও জব্দ করিব।" মিথ্যা সাক্ষীর জন্য লোক জুটিতেছিল না, তাহা নহে; তবে বড় মানুষ লোক, একবার যে কথায় জিদ্ চড়িয়াছে, তাহা করিতেই হইবে। শোভারাম অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই বাবুর মন ফিরিল না। শোভারাম শেষে বলিল, "আমি এখন যাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, তাহার পর যাহা হয় হইবে।" বাবু কথা কহিলেন না; শোভারাম প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল; এবং সারাপথ ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। শোভারাম বাড়ীতে আসিয়া অনেক ভাবিল, অবশেষে ভোলা বাগ্দীর বাড়ীতে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "ভোলা, জমীদারের সঙ্গে লড়াই করিস

কেন? হাতে পায়ে ধরিয়া মিটাইয়া নে। জলে থাকিয়া কি কুমীরের সঙ্গে বাদ করা চলে?" ভোলা বলিল, "সে কি? আমি কেন লড়াই করিতে যাইব? জমীদার আমাকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; তা তিনি যদি পায়ে ঠেলেন, গ্রাম ছাড়িয়া যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব"। বলিতে বলিতে ভোলার চক্ষে জল আসিল। শোভারামও এদিক্ ওদিক্ চোখ্ ফিরাইয়া একটু কাশিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে বল্ দেখি"। ভোলা বলিল, "আমার ধানগুলি রোজ রাত্রে গরুতে খাইয়া যাইত; পাহারা দিবার জন্ত আমার শালাকে ক্ষেতে পাঠাইয়াছিলাম। সে ভিন্ন গ্রামের লোক, এখানকার গরু বাছুর চেনে না; আমিও সে রাত্রে বাড়ী ছিলাম না। রাত্রে জমীদারের ৫৬টা গরু ক্ষেতে আসিয়াছিল; আমার শালা সেগুলি ধরিয়া খোঁয়াড়ে দিয়াছিল। কথাটা প্রকাশ হইল; আমিও তখন বাড়ীতে ফিরিলাম। তাড়াতাড়ি নিজে গিয়া, জমীদারকে সকল কথা বলিলাম, গরু আনিতে যাহা লাগিয়াছিল তাহা দিতে চাহিলাম, কিন্তু জমীদার তাহাতে আরও চটিয়া গেলেন। বলিলেন "বটে রে বাগ্দী, তোর টাকা পয়সার বড় জাঁক হয়েছে, দেখিব তুই কত বড় বাগ্দী।" শোভারাম বলিল, "আজ একবার আমার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা চল্, দেখি কিছু হয় কি না"। দুজনা সন্ধ্যার পর জমীদারের বাড়ীতে গেল। জমীদার দুজনাকে এক সঙ্গে দেখিয়া মুখ ভার করিয়া চুপ ক[illegible] রহিলেন। শোভারাম বলিল—"[illegible] আসিয়াছে উহাকে পায়ে রাখুন।" ভোলা হাত যোড় করিয়া সাষ্টাঙ্গে উঠানে পড়িল। প্রসাদ বাবুর মনটা একটু নরম হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার পুত্র বিনোদ বাবু সেখানে আসিলেন। বিনোদ বাবু ইংরাজী জানেন, কালেজে পড়েন, তেড়ি কাটেন, ঘাড় কামান্, এবং চুরুট খান। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া একেবারে চটিয়া গেলেন। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "মোকদ্দমা হইয়াছে, জবাব দেও; সোজা কথা। অত হেঁউ মেউ করা কেন?" বিনোদ উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র; কাজেই প্রসাদ বাবু তাহার জেঠামি সহ্য করিয়া থাকেন। বাবু বলিলেন "বাগ্দী বেটা ভারি পাজি; তা এখন যাও, কাল শোনা যাবে।" আদেশ ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল।

প্রসাদ বাবুর মন নরম হইয়াছিল; হয়ত সব মিটিয়া যাইত। কিন্তু সেই রাত্রে আর একটি ঘটনা ঘটিল। অন্ধকারে বিনোদকে চিনিতে না পারিয়া বাগ্দীপাড়ার লোকে তাঁহাকে কোন গুরুতর কারণে প্রহার করিয়াছিল। চিৎকার শুনিয়া ১০ জন লোক আসিল; বাগ্দীরাও চিনিতে পারিয়া পলাইল। ভোলা এ দলে ছিল না। যাহারা উদ্ধার করিল, তাহারা বিনোদকে বলিল "বাবু আপনার এ সব দুর্ম্মতি কেন?" বিনোদ

দেখিল যে মারপিটের কথা লোকে জানিয়াছে; তখন বাড়ীতে গিয়া পিতাকে কহিল,যে গালি খাইয়াছিল বলিয়া ভোলা ও শোভারাম তাহাকে একাকী পাইয়া প্রহার করিয়াছে। বাবু বিশ্বাস করিলেন। মোকদ্দমা মিটিল না।

একদিন শোভারাম ঘরে নাই, পুত্রকে লইয়া ক্ষেতে গিয়াছে, এমন সময়ে জমীদারের পেয়াদারা নায়েবের আদেশ মত আসিয়া বাড়ী চড়াও করিল। শোভারাম কখনও বাকীদার ছিল না; কিন্তু পেয়াদা বলিল যে বাকী খাজনা ২০, টাকা দেও, নহিলে সকলকে ধরিয়া কাছারীতে লইয়া যাইব। শোভারামের স্ত্রী বলিল, বাড়ীর লোক বাড়ী আসুক, তখন আসিও। পেয়াদা বলিল সে হুকুম নাই। সেই সময়ে জমীদার বাড়ীর বিন্দি দাসী শোভারামের স্ত্রীর সাহায্যে তাহার পুত্রবধূর নৎ এবং পৈঁছা গড়াইবার বন্দোবস্ত করিতে আনিয়াছিল। তাহাতে ২০ টাকার অধিক লাগে, কিন্তু সে আপাততঃ ২০৲ টাকা আনিয়াছিল। দাসীর টাকা হইয়াছে, সে গোপনে গহনা গড়াইতে চায়। শোভারামের পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি ২০ টাকা লইয়া নৎ ও পৈঁছা বিক্রয় করিয়া টাকাগুলি শাশুড়ীর হাতে দিল। শাশুড়ীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু কি করিবে, মান বাঁচাইবার জন্য টাকা গুলি পেয়াদার হাতে দিল। নায়েব ১৫৲ টাকা আদায় করিতে বলিয়াছিলেন, আদায় হইল ২০ টাকা। আর জমীদারের সেরেস্তায় ১০ টাকা বাজে জমা দাখিল হইল। প্রসাদ বাবু দেখিলেন শোভারাম জব্দ হইল না। তখন নায়েব মহাশয় একটা কথা রচনা করিলেন যে শোভারাম গোরু ছাড়িয়া দিয়া বাবুর ফুল বাগান নষ্ট করিয়াছে। সেই অপরাধে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন। শোভারাম স্থির করিল যে এবার নিষ্কৃতি পাইলেই সর্ব্বস্ব বেচিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইবে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল।

কথাটা জমীদার-পত্নীর কাণে উঠিল। তিনি নায়েবের কাছে দাসী পাঠাইলেন। দাসী বলিল, "নায়েব মশাই, মাঠাকুরাণী শোভারামকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন"। আর নায়েবী চলিল না। শোভারাম তখন কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তঃপুরে গেল। সে সেখানে গিয়া মাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া সকল কথা বলিল; গহনা বিক্রয়ের কথাও বলিল। বিনোদের মারপিটের কথা সে জানিত না, বলিলও না; কিন্তু গৃহিণী অন্য সূত্রে সে কথা যথাযথ শুনিয়াছিলেন। বাপ ছেলেকে চিনিতেন না, কিন্তু মা বেশ চিনিতেন। তিনি যত্ন করিয়া শোভারামকে খাইতে দিলেন এবং ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। মা লক্ষ্মীর দয়ায় শোভারামের প্রাণ ভিজিয়া গেল; সে আবার কাঁদিল। এবারে গৃহিণী গিয়া প্রসাদ বাবুকে ধরিলেন। বাবুর নাক ডাকিতেছিল; গৃহিণী পায়ে হাত বুলা-

হতেই ঘুম ভাঙ্গিল। পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে গৃহিণী তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। এবারে প্রসাদ বাবু একবারে জল হইয়া গেলেন! স্থির হইল, যে ভোলার মোকদ্দমা তুলিয়া লইবেন; এবং শোভারামকে ডাকিয়া মিষ্ট কথা বলিবেন।

উপযুক্ত টাকা দিয়া বিন্দির নিকট হইতে গহনা আদায় করিয়া, গৃহিণী এক-দিন খিড়্কির পথে দাসী সঙ্গে শোভা-রামের বাড়ীতে গেলেন। বিনোদ বাবু হয় ত বলিবেন যে সেকালের লোকগুলি কি অসভ্য! ছোট লোকের বাড়ীতে যায় এবং তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়!

গরিবের কুটিরে রাজরাণী? শোভা-রামের স্ত্রী কি করিবে জানে না; এক মাদুর পাতিয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, এবং বৌটিকে বলিল "আয় মা, মালক্ষীর পায়ের ধূলা নে"। গৃহিণী বলিলেন "ওমা, বৌ যে পোয়াতি"। আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "লক্ষী তোমার ছেলে হবে।" তখন গৃহিণী বিনা বাক্য ব্যয়ে বৌটিকে নৎ ও পৈঁছা পরাইয়া দিলেন, এবং এক গাছা ছোট সোণার কণ্ঠমালা গলায় দিয়া দিলেন। মুখে বলিলেন আমার নানা জেঠা; তাই ডাকিতে পারি না। তা একদিন যাস্, দুটি খেয়ে আসিস্। মালা ছড়া বৌয়ের সাধের হিসাবে, বুঝ্লি ত?" বুঝিতে কি আর বড় বাকী থাকে? সকলে চক্ষুর জলে ভাসিয়া গৃহিণীর পায়ের ধূলা মাথায় লইল। গৃহিণী যাইবার সময় বলিলেন, বাঃ ক্ষেতেত বেশ বেগুন হয়েছে, দু চারিটি লইয়া যাই।" শোভারামের স্ত্রী নিজে বেগুন তুলিতে যাইতেছিল, গৃহিণী দিলেন না। নিজ হাতে দু চারিটি তুলিয়া হাসিয়া আঁচলে বাঁধিলেন। লক্ষীর করস্পর্শে সে বৎসর ক্ষেতে এত বেগুন হইয়াছিল যে শোভারাম বেচিয়া উঠিতে পারে নাই।

করুণাময়ী রমণীগণ! তোমাদের দয়া না থাকিলে এ সংসার শ্মশান হইয়া যাইত!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদির সহিত কথোপকথন।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ অষ্টাদশ মাস অতীত হইল, শ্রীপরমহংস দেব সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৮এ অক্টোবর ইং ১৮৮২ সাল, শনিবার। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। আজ

এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক, তাই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ওখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি কয়েক জন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া কালীবাটি হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যান বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি কত ভাল বাসেন। ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্ব্ব দিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে কালীবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ষ্টিমার করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

সিঁতি নামক গ্রাম পাঠক পাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে। উদ্যান বাটীটী মনোহর বলিয়াছি। স্থানটী অতি নিভৃত, ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন—একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শিবনাথ আদি অনেক ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্ণে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকারী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্ল্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন। অপরাহ্নে বাগানটী বহুজন সমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় উপবিষ্ট; কেহ বাপীতটে বন্ধু-সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই উত্তম আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয়, যেন পূজাবাড়ী—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দ্দিক আনন্দপরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। উদ্যানের বৃক্ষ, লতাগুল্ম মধ্যে আনন্দের সমীরণ প্রভাত হইতে বহিতেছিল —আকাশ জীবজন্তু বৃক্ষলতা যেন একতানে গাহিতেছে,—

'আহা কি হরষ সমীর বহে প্রাণে,
ভগবৎ মঙ্গল কিরণে!

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে পরমহংস দেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া চারি-

দিকের লোক আসিয়া তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতে লাগিল।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে, সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ। তাহার সম্মুখে দালান, সেখানে প্রভু পরমহংস দেব সমাসীন, সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর,—ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার জন্য সোপান-পরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২৩টী বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ,—সেখানে কয়েক খানি কাষ্ঠাসন ছিল। তথা হইতেও লোক উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। সেই বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে, দুলিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাহারাও অভ্যর্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংস দেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ হয় না, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ বিষয়কর্ম্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহবা তামাক খাইতেছে। কিন্তু যেই ড্রপ সিন্ (Drop-Scene) উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমনে একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে। অথবা নানা পুষ্পপরিভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতেই ছুটিয়া আসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সহাস্য-বদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর এক জন গাঁজাখোরকে দেখিলে ভারি খুসি হয়। হয়ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে। (শিবনাথের ও সকলের হাস্য)।

(সংসারী-লোকের স্বভাব।)

শ্রীরামকৃষ্ণ —যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, 'তোমরা একটু ঐ খানে গিয়া বস।' অথবা বলি 'যাও, বেশ building দেখগে' (অর্থাৎ রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল)। সকলের হাস্য।

"আবার দেখেছি, যে ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে—তাদের ভারি বিষয়বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। এরা হয়ত, আমার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা অনেকক্ষণ ধরে কহিছে। ওদিকে ওরা আর বসে থাকৃতে পারে না,

ছটফট্ কর্‌ছে। বার বার তাদের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ছে, 'কখন যাবে'—'কখন যাবে।' এরা হয় ত বলিল 'দাঁড়াওনা হে, আর একটু পরে যাব।' তখন ওরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা ততক্ষণ নৌকায় গিয়া বসি।' (সকলের হাস্য)।

(সাংসারী লোক ও ত্যাগ)।

"সংসারী লোকদের যদি বল যে, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুন্‌বে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে, এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুইটীর লোভে অনেকে হরিবোল ব'লতে যেত। হরি নাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে তারা বু'ঝতে পা'রত যে, 'মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয়, কেবল হরিপ্রেমে চক্ষের অশ্রু, আর 'যুবতী মেয়ে' কিনা—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

(নাম-মাহাত্ম্য)।

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখন না কখন ইহার ফল হবেই হবে। যেমন কেহ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফল হ'ল।

(মনুষ্য প্রকৃতি ও গুণত্রয়;—ভক্তি ও গুণত্রয়)।

"যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে, ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ তমঃ তিনগুণ আছে।

সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা—মেরামত করে না, হয়তো ঠাকুর দালানে পায়রাগুলা হাগ্‌ছে। উঠানে এখানে সেওলা পড়েছে, ওখানে সেওলা পড়েছে, হুঁস নাই। আসবাব গুলা পুরাণো, ফিট্‌ফাট ক'রবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই একখানা হলেই হলো। আর লোকটী খুব শান্ত, শিষ্ট, অমায়িক, কারও কোনও অনিষ্ট করে না, দয়ালু।

সংসারীর রজঃগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে ২।৩ টা আংটী। বাড়ীর আসবাব খুব ফিট্-ফাট্। ঘরে দেয়ালে কুইনের (Queen's) ছবি, রাণীর বড় ছেলের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটী চুণকাম্ করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানা রকম ভাল ভাল পোষাক। চাকরদের পোষাক। এমনি ওমনি সব আছে।

সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব।

(ভক্তির সত্ত্ব)।

"আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি

গোপনে। সে হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে,—সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠ্‌তে এত দেরি হচ্চে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট্‌ চলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আস্‌বাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় না; বড়মানুষের খোষামুদে বা মোসাহেব হয় না।

(ভক্তির রজঃ)।

"ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভক্তের হয় ত তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে—সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটী একটী সোণার দানা (সকলের হাস্য)। যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় প'রে পূজা করে। (হাস্য)

(ভক্তির তমঃ)।

"ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জলন্ত—ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো, কাটো, বাঁধো,' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।"

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রেম-রসাভিষিক্ত কণ্ঠে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া গান করিতে লাগিলেন:—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়?
কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

আবার ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাইতে লাগিলেন

গান।

(নাম-মাহাত্ম্য ও পাপ)।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপানাদি বিনাশী নারী;
ও সব পাতক না ভাবি তিলেক,
(ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

"কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী!" এমন রোক হওয়া চাই।

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি ত পর নন, তিনি ত আপনার লোক।" (ক্রমশঃ)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল।

এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৩০৭ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে :—১ম বিভাগে ৯৩৭, ২য় বিভাগে ১৩৫৯ এবং ৩য় বিভাগে ১০১১ মাত্র।

এফ এ পরীক্ষায় ১২০৮ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে :—১ম বিভাগে ৪৫, ২য়, ২০৩ এবং ৩য়, ৯৬০ হইয়াছে।

বি এ পরীক্ষায় ৮১ জন অনর এবং ৩০৫ জন পাস হইয়াছে।

উত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নামঃ—

বি এ

পাসকোর্স।

বসু রাজকুমারী বেথুন কলেজ
মিত্র সরলাবালা "
সরকার শান্তা "

এফ এ

২য় বিভাগ।

রায় প্রভাবতী...বেথুন কলেজ
বসু ইন্দুলেখা "
বসু কমলাবালা "
কয় এথিলিনা "

৩য় বিভাগ।

দাস হেমন্তকুমারী বেথুন কলেজ

এণ্ট্রান্স

১ম বিভাগ।

গ্রেক ইউলে...রেঙ্গুণ বা, বিদ্যালয়
চার্লস হুসান...উদ্ভিল "
এ, জি, ফ্লোরেন্স ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
সিংহ স্বর্ণপ্রভা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়
মেরী মুর রেঙ্গুণ কনভেণ্ট

২য় বিভাগ।

হেলেন কিডল প্রাইভেট
আউব কুমার ক্রাইষ্ট চার্চ্চ
হর্শ্ম্‌লি মারথা রেঙ্গুণ কনভেণ্ট
মেথার জিবাজি সেণ্ট জোসেফ কনভেণ্ট নাগপুর
এম, টনবাই বাপ্টিষ্ট কলেজ রেঙ্গুণ
সুরবালা মুখোপাধ্যায় ফ্রিচার্চ্চ নর্ম্মাল স্কুল
ষ্টেলা সাণ্ডারস উড্‌ভিল
টমাস এলিস সেণ্ট জোসেফ কনভেণ্ট, মান্দালা
এমেন ওয়েকফিল্‌ড রেঙ্গুণ মাদ্রাসা
আওডিনা উইলকক্স সেণ্ট জোসেফ কনভেণ্ট মোলমিন
মজুমদার রাধারাণী বেথুন বিদ্যালয়
বসু লীলা বেথুন
মুখোপাধ্যায় পুণ্যপ্রভা বেথুন
বন্দ্যোপাধ্যায় সরলতা বেথুন
গঙ্গোপাধ্যায় নিরুপমা বেথুন
রায় চৌধুরী সুখলতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়
ঘোষ কুমুদিনী বেথুন
কিঙ্গসলী সেণ্ট যোজেফ কনভেণ্ট মোলমীন
রেবেকা ডেনভার্স উডভিল
আন্না সিনে বাসাগাম "
বিশ্বাস ইন্দুপ্রভা বেথুন

৩য় বিভাগ।

ভক্তি উষাদাস প্রাইভেট
ক্লাইড্ মেকেঞ্জি অকলণ্ড হাউস সিমলা
হেম কুসুম মল্লিক প্রাইভেট
মিত্র বাসন্তী ব্রাহ্ম বা, শিক্ষালয়
দাস যামিনী বাঁকীপুর ফিমেল বি

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার মুসলমান বিধবা ও অনাথদিগের জন্য একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

২। ফোর্ট উইলিয়মে বন্দুকছোড়া শিক্ষার্থ ইংরাজ মহিলাদিগের এক সভা হইয়াছে।

৩। গত ২৪শে মে মহারাণীর জন্মদিনে সর্ব্বত্র ছুটি হইয়াছে। এ বৎসর এই দিন রাজা এডওয়ার্ডের জন্মদিন বলিয়া গণ্য হইল।

৪। মুসলমানেরা চীনে স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছে।

৫। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ গোপালকৃষ্ণ গোখেল ইণ্ডিয়া কৌনসিলের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

৬। গত ৮ই জুন মাডাম ব্লাভাস্কির দশম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতার থিওজফিষ্টগণ বিশেষ উৎসব করিয়াছেন।

৭। সুবিখ্যাত পদ্যপাঠ রচয়িতা বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় সন্তপ্ত হইলাম। তিনি এক সময় বামাবোধিনীর প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

৮। বোম্বাইয়ের সর্ব্বপ্রধান ধনী সার ডিনসা মাণিকজী পেটিটের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি যেমন কার্য্যদক্ষ, তেমনি দাতা ছিলেন। তাঁহার পৌত্র তাঁহার অতুল সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন।

৯। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চিনের নিকট জাতিমধ্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৮০ কোটি টাকা চাহিতেছেন। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণে আরও অনেক টাকা লাগিবে।

১০। গত বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের বার্ষিক পরিনির্ব্বাণোৎসব আলবার্ট হলে সম্পন্ন হইয়াছে।

১১। গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সূর্য্য গ্রহণ হইয়া গিয়াছে।

১২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ৮৫ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৮৬ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ মিলিয়া জন্মোৎসব করিয়াছিলেন।

১৩। গত ২২এ মে (২৫এ জ্যৈষ্ঠ) রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন স্মরণার্থ সিটী কলেজে উপাসনা প্রার্থনা হইয়াছিল।

১৪। গত ১লা জুন মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের ৫৯ বার্ষিক শ্রাদ্ধোৎসব হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সতীধর্ম্ম শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন-প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে ১০টী প্রবন্ধ আছে এবং সকল প্রবন্ধই দাম্পত্য ধর্ম্ম-প্রতিপাদক শ্লোকে পূর্ণ। অনেকগুলি

শ্লোক মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্র হইতে সংগৃহীত। কবির নিজরচিত শ্লোকও আছে এবং সকল শ্লোকের সুন্দর সুললিত পদ্যানুবাদ আছে। ইহাতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য যেমন, পত্নীর প্রতি সৎপতির কর্ত্তব্যও তেমনি উপদিষ্ট আছে। সীতা ও অনসূয়া এবং সুমনা ও শাণ্ডিলী সংবাদ বড়ই হৃদ্য। গ্রন্থখানি দাম্পত্যপ্রেম এবং গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহে ইহার এক এক খণ্ড রাখা বিধেয়।

২। শবাসনা—উপন্যাস, শ্রীরসিকচন্দ্র গুহ রায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গল্পটী সুপাঠ্য এবং ইহার মধ্যে নীতিপূর্ণ উপদেশও আছে। সাধ্বী ললনা সরলা মৃত পতি শ্রীশচন্দ্রের চিতায় আসীনা হইয়া শবাসনা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। লেখক নূতন, উৎসাহ লাভের যোগ্য।

৩। আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ তত্ত্বনিধি প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার ইতিমধ্যে কয়েকখানি সুন্দর পুস্তক প্রচার করিয়া সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানি যে মূলসূত্র ধরিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয় অর্থাৎ ঈশ্বরের মাতৃভাব স্ত্রী-প্রকৃতির মূলে এবং সেই মাতৃভাবের বিকাশেই স্ত্রী জীবনের সার্থকতা। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ কথার সহিত আমাদের ঐক্য আছে। বিলাতী আদর্শে এ দেশের নারীদিগকে গঠন করিতে গিয়া অনেকে যে মহাভ্রমে পড়িতেছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াও তিনি নব্য বঙ্গ সমাজের মহোপকার করিয়াছেন। গ্রন্থকারের স্বদেশহিতৈষিতা, প্রাচীন সুপ্রথা সংরক্ষণের চেষ্টা এবং আর্য্যরমণীদিগের চরিত্রোৎকর্ষ দর্শনের আগ্রহ বড়ই আনন্দজনক। কিন্তু প্রাচীনত্বের অতিরিক্ত পক্ষপাতিতাহেতু অবরোধ প্রথা প্রভৃতি কয়েকটী দেশাচারের যেরূপ সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা মিলিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সুপ্রথা সকল সংরক্ষণ পূর্ব্বক কুপ্রথার সংস্করণ ভিন্ন ভারতের উন্নতির উপায় নাই।

বামারচনা।

নববর্ষ।

নবীন বরষে ভাঙ্গ ঘুম ঘোর,
হও সচেতন হৃদে বাঁধ জোর,

এক দুই করি হয়েছে অতীত—
বহু বর্ষকাল; রয়েছি পতিত!

হৃদয় শরীর শ্রান্ত বলহীন,
হইয়াছে এবে হতাশ মলিন।
দূরে ফেলে দাও নিরাশা বিলাপ,
নবীন উৎসাহে ছিন্ন কর পাপ,
হৃদয়ে আনন্দে সাজাও যতনে
স্তরে স্তরে যত পূত আয়োজনে,
দৃঢ় করি হৃদি হও অগ্রসর,
নবীন বরষে হরষে সত্বর।
নীরব ঘুমন্ত পবিত্র বাসনা,—
জাগাও জাগাও সুষুপ্ত সাধনা।
হৃদয়ের লক্ষ্য রাখিয়ে শ্রীপদে,
নূতন বরষে চল নিরাপদে।

বিশ্বাস নির্ভরে হইয়ে অটল,
নিষ্কাম নিবৃত্ত কর হৃদি স্থল।
কাম ক্রোধ আদি রিপু ছয় জন
পবিত্র শাসনে বাঁধ অনুক্ষণ।
ঐহিক অশান্তি হ'তে ধীরে ধীরে,
কৌশলে সংযত কর চিত চোরে।
বিকৃত হৃদয় উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ
কর সমাহিত, ধর ভগবান্।
জ্ঞানালোকে নাশি মোহের আঁধার,
লভ সত্যধনে জীবনের সার।
সত্য পদ সেবি প্রেমার্থী হইবে,
প্রেম ভক্তি লভি আনন্দ ভুঞ্জিবে।

শ্রী—

মনের প্রতি।

বিপথে ভ্রমণ কেন কর মন, সুপথে গমন
কেন না কর?
কুভাব গড়িয়া অভাবে পড়িয়া কণ্টকে
জড়িয়া
কেন যে মর?
ভুগিতেছ ক্লেশ অশেষ বিশেষ জ্ঞানি-
উপদেশ
করিয়া হেলা,
তথাপি তোমার বোধের সঞ্চার
হবে না কি আর
থাকিতে বেলা?

তোমারে ত ধিক্ পশুর অধিক,
হয়ে সমধিক
উন্নত পদে,
জীবন রতন কর অযতন পশুর মতন
মাতিয়া মদে!
কর যদি মন সুপথে গমন কে তবে শমন?
কি তবে ভয়?
বিষয় পসার অতি সে অসার, বিষয়ে
সুসার
কখনো নয়।

—শ্রীসুভাবিণী দেবী।

দুঃখিনী।

কার মুখ চেয়ে জীবন রাখিবে,
কারে ডেকে কবে দুঃখের কথা ?
কেউ নাই আহা ! জনম দুঃখিনী
তোরা শোন ওর প্রাণের ব্যথা। ১
বিষাদের ছায়া আননে উহার,
বিষাদের দাগ বুকের মাঝে,
দুখিনী বালিকা কার কাছে যাবে ?
তাই ডুবে রয় আপন কাজে। ২
আপনার ভাবে আপনি বিভোর !
আপনার মনে আপনি গায়,
কারা হাসে, কাঁদে, কারা মালা গাঁথে
বারেকের তরে দেখেনা তায়। ৩
তোরা ডেকে এনে না সুধালে কথা,
কেমনে এগুবে তোদের কাছে !
আদরে, সস্নেহে না ডাকিলে তোরা,
কেমনে বসিবে তোদের পাশে ! ৪
দুখিনী বালারে ডাকিবিনা কেহ,
চুপ্ ক'রে আজ র'বি কি সবে ?
ওই নয়নের দুই ফোঁটা জল
নয়নেই কি গো লাগিয়া রবে ? ৫
দুঃখ, হাহাকার, শতেক বেদনা,
নিরাশ প্রাণের চোখের জল,
সব মুছে যাবে তোরা ডেকে নিলে,
প্রাণে পাবে বালা নূতন বল। ৬
নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে
দুখিনী গাহিবে আশার গান,
নিরাশা, বেদনা, দীর্ঘ হাহাকার
বালিকা-হৃদয়ে পাবে না স্থান। ৭

শ্রীসুকুমারী দাস।

গীত।

অশ্রুর প্রতি।

লুকায়ে লুকায়ে ঝর মম আঁখিজল,
প্রাণের নিভৃত কক্ষে তব বাসস্থল ;
সকলের হাসি হেরি,
যেন গো হাসিতে পারি,
প্রাণের এ সাধ যেন হয় না বিফল।
লুকায়ে লুকায়ে ঝর মম আঁখিজল।
গভীর নিশিথে যবে,
ধরণী ঘুমায়ে রবে,
তখনি আঁধারে ধীরে ঝর অবিরল,
লুকায়ে লুকায়ে ঝর মম আঁখিজল।

মৃণালিনী বসু।

স্বর্গবাসিনী।

ভারতের অন্তঃপুরে বসি,
কেন শুনি আজি এত উতরোল ?
দেখ অই দেখ কামানের ধুম,
ছাইয়া ফেলিল গগণ-কোল ॥
নীরবিলা কেন দেবী বসুমতী ?
বিষাদ অর্গলে রুদ্ধ প্রতি দ্বার,
শোকাচ্ছন্ন হল প্রতি রাজা প্রজা,
অলস অবশ বহি হৃদি ভার।
সারা বিশ্বময় মুদিয়া আঁখি,
মরণের ব্যথা তীখন কৃপাণ

মানব হৃদয় করে ছারখার।
কেলিছে আবেগে নয়নাসার,
অজস্র অজস্র কে গণে তায় ?
কোটি কোটি বক্ষ একই প্রবাহে
অশ্রুপূত আজি সমবেদনায় ;
নর নারী যুবা স্থবির বালক,
প্রতিমুখে ডাকে সতী ভিক্টোরিয়া।
"নাই নাই" ধ্বনি প্রতিধ্বনি বলে,
মর্ত্ত্যধাম দেবী গিয়াছে ছাড়িয়া।
নগরে প্রান্তরে বনে উপবনে,
কাঁদে সবে আজি হারায়ে ঈশ্বরী;
স্বর্গবালা মরি গেছে স্বর্গপুরে,
অনিত্য সুখের মায়া বিস্মরি।
জলধির পারে ছিল সিংহাসন,
তবু উজলিত এ ভারত ভূমি,
তোমারি মহিমা তোমারি সে স্নেহ
চালিত হেথায় দিবস যামী॥
ও দেবী-মূরতি পশেনি আঁখিতে,
ও অমিয় বাণী শুনেনি শ্রবণ,
তবু গুণগাথা ললিত কাহিনী
ভরপুর করে রেখেছে জীবন।
কল্পনার পটে আঁকি চারু চিত্র,
প্রেম ভক্তি ফুলে গাঁথিয়া মালা,
দরিদ্র নিরালা কুটিরে বসিয়া,
উৎসর্গ করিছে ভারত-বালা॥
সহসা আজিকে শুথাল কুসুম,
ছিঁড়িয়া পড়িল চিকণ ডোর,
ঝরিল আমরি! কমনীয় দল,
অশনি বেদনা বাজিল ঘোর॥
শত শত রক্ষি নারিল রোধিতে
কালের করাল দূত আগমন,
আত্মীয় বান্ধব আদর যতনে
নারিল টানিতে—তোষিতে মন।
শত স্বস্ত্যয়ন সহস্র প্রার্থনা,
দিলেনা মুহূর্ত্ত সময় আর,
একটি আহ্বানে গেলে গো চলিয়া,
সুসন্তান হয়ে পিতা মাতার!
বিষম বৈধব্য যাতনা অশেষ,
ঢেলেছিল কালী তরুণ কালে,
স্তরে স্তরে কত শোকের সৈকত
পূর্ণ করেছিল মরম তলে।
এড়াইয়া জ্বালা গেলে শান্তিধামে,
বিরহ বিকার ঘুচিল আজি ;
মিলি দেবাঙ্গনা সাজাইল ডালা,
সুষমা-পূরিত অরঘ রাজি॥
পারিজাত হার পুনঃ তব গলে,
বর বেশে তথা পরা'ল পতি,
হারাধন তব সুত সুতাচয়,
মাতৃ-অঙ্কতলে করে বসতি॥
স্বর্গধামে আজি রাজিছ গো রাণী,
অমরা সেবিছে সহ প্রেম প্রীতি,
এ মরতধামে আসিবে না আর,
মুছে কি ফেলেছ প্রজার স্মৃতি ?
তব ছায়াতলে ভুঞ্জেছি যে সুখ,
মিটেনি এখনও অতৃপ্ত সাধ,
অপূরণ আশা হবে কি পূরণ,
পাবে প্রজা সবে রাজপ্রসাদ ?
তাই যাচি দেবী এ মম মানসে,
নব ভূপতিরে কর আশীর্ব্বাদ,
পালিয়া সাম্রাজ্য মায়ের সমান,
ঘুচান মোদের দুঃখ বিষাদ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRICA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"
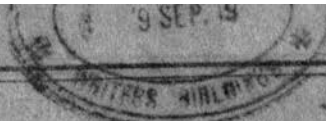
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৯ বর্ষ। ৩৮ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩০৮; জুলাই, ১৯০১। | ৭ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-সংবাদ—যুবরাজ ডিউক অব্ করন্‌ওয়াল সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় পার্লিয়া-মেণ্ট খুলিয়াছেন। ধূমধামের সীমা ছিল না। অষ্ট্রেলিয়াবাসিগণ ইংরাজাধীনে থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য চালনার অধিকার পাইলেন, ইহা সামান্য সৌভাগ্য নয়। যুবরাজ নিউজিলণ্ড দর্শন করিয়াছেন।

ভারত গৌরব—কেম্ব্রিজ উচ্চগণিত ট্রিপোতে ৩টী ভারতবাসী ছাত্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া রাঙ্গলার হইয়াছেন। আশ্চর্য্য ইহাঁদের মধ্যে দুইটী বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কামার যমজ পুত্র—একটী ষষ্ঠ ও আর একটী ৭ম স্থানীয় হইয়াছেন। ঘরপুরী নামক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রও ৬ষ্ঠ রাঙ্গলার হইয়াছেন।

ছাত্রীবৃত্তি—লোরেটো কলেজের উইনিফ্রিড সরকার ১ম গ্রেডের এবং বেথুন কলেজের প্রভাবতী রায় ২য় গ্রেডের সিনিয়র ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন। ১ম গ্রেডের জুনিয়র ছাত্রীবৃত্তি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের স্বর্ণপ্রভা সিংহ, ২য় গ্রেডের জুনিয়র ছাত্রীবৃত্তি ঐ বিদ্যালয়ের স্বর্ণলতা রায় এবং ৩য় গ্রেডের ছাত্রীবৃত্তি বেথুন স্কুলের রাধারাণী মজুমদার পাইয়াছেন।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—সময় পত্র বলেন বোম্বাইয়ের প্রেমবাই নাম্নী মহা-রাষ্ট্রীয় রমণী ২ বৎসর ৩ মাস অনাহারেও বেশ সুস্থ ও সবল আছেন বলিয়া প্রচারিত হওয়াতে লোকে তাঁহাকে দেবতা করিয়া তুলিতেছিল। দুঃখের বিষয় ৩ দিন পুলিষ ও ধাত্রীদের পরীক্ষাধীন থাকিয়া ধরা পড়িয়াছেন। কৌশলে কাপড়ের ভিতর পুঁটুলী বাঁধিয়া খাদ্য রাখিতেন। আজগুবীতে সহসা কেহ বিশ্বাস করিবেন না।

কালা-বোবা স্কুল—ইহার গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ১৬,৭৫০ টাকা দিয়াছেন। পরে আরও ১৩ হাজার টাকা দিবার ইচ্ছা জানাইয়াছেন। ইহার গৃহ নির্ম্মাণার্থ জমীও গবর্ণমেন্ট কিনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বুর যুদ্ধ—বুরগণ নিতান্ত নাছোড়বান্দা। জেমস্ টাউন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। জুনমাসে ব্রাকফন্টিন নামক স্থানে ১২০০ বুর ইংরাজ সৈন্যদিগকে অলক্ষ্যে আক্রমণ করে, ইহাতে ইংরাজ পক্ষের হতাহত লোকের সংখ্যা ১৮৩; বুর পক্ষে ৪১ জন হত হইয়াছে। সেনাপতি বোথার পত্নী ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। সন্ধিস্থাপন নিতান্ত প্রার্থনীয়।

মহাদান—বিলাতের ধনকুবের কার্ণজি স্কট ছাত্রদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থ এককালে ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন কোটি টাকা দান করিয়াছেন। ইনি কি কলির দাতাকর্ণ?

গৌহাটী কলেজ—আসামে অনেক দিন কলেজ ছিল না, এ বৎসর হইতে গৌহাটীতে একটী গবর্ণমেণ্ট কলেজ হইল। ইহা চিফ কমিশনর কটনের কীর্ত্তি।

বড়লাটের বক্তৃতা—লর্ড কুর্জ্জন তাঁহার বক্তৃতায় যেমন অসাধারণ বাগ্মিতা—সেইরূপ বিশ্বহিতৈষিতারও পরিচয় দিতেছেন। তিনি আলিগড় মুসলমান কলেজে উচ্চশিক্ষার সমর্থন করিয়াছেন, আবার সিমলা শৈল সুরাপান নিবারণী সভায় বলিয়াছেন, অতিরিক্ত মদ্যপানে গোরাদিগের নীতি দুষ্ট হয় এবং অন্য প্রকারেও অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা—গত ৮ই জুন উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ৩৭ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। জজ প্রাট সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। এই সভা হইতে বালিকাদিগের পরীক্ষা এবং পারিতোষিক ও বৃত্তি দান হইয়াছে। সভার কার্য্যের পুনরুন্নতি দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম।

ডেপুটী পরীক্ষা—গত পরীক্ষায় বাবু রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তী এম্, এ, অক্ষয় কুমার সুর বি, এ, এবং প্রফুল্ল শঙ্কর সেন এম, এ, গুণানুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদের অধিকারী হইয়াছেন। ছোট লাট দয়ানিধি দাস বি, এ, নামক উড়িয়াকে এবং মৌলবী সায়েদ আবদ্ সোমাদ্ বি, এ, নামক বিহারী মুসলমানকেও ঐ পদে মনোনীত করিয়াছেন।

গাড়োয়ানদিগের ধর্ম্মঘট—গাড়োয়ানদিগের প্রতি পশুপীড়ন নিবারণী সভা ও পুলিশ নানাপ্রকার অত্যাচার করাতে কলিকাতার ঘোড়ার ও গরুর ভাড়াটিয়া গাড়ী চলা ৩।৪ দিন এককালে বন্ধ ছিল। ইহাদের প্রতি সুবিচার হইবে কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়াছেন।

ভারতবাসীর শুভচেষ্টা—বিলাতপ্রবাসী দাদাভাই নৌরজী ষ্টেট সেক্রেটারী

জর্জ হামিল্‌টনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ দেশীয়দিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের জন্য অনুযোগ করিয়াছেন। ইঁহারই চেষ্টায় এক জনের পরিবর্ত্তে ভারতবাসী দুইজন প্রতি বৎসর কুপারস্‌ হিল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিবে স্থির হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বে আন্দোলন—ক্রমাগত আন্দোলন আবশ্যক।

গীতা সার ব্যাখ্যা।

(৩)

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"

কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ সকলকে সকল প্রকার ভয় হইতে সঙ্কুচিত করিয়া আত্মরক্ষা করে, সেইরূপ যিনি আপনার ইন্দ্রিয় সকলকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে সংহরণ করিয়া থাকেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

কচ্ছপের কেমন আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্য্য! ইহার শরীর কোমল, মস্তক ক্ষুদ্র ও অঙ্গ সকল ক্ষীণ, তাহাতে সর্ব্বদাই আঘাত লাগিবার এবং সেই আঘাতে ঘোরতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য বর্ম্মের মত ইহার শরীরের উপর একখানি অভেদ্য কঠিন আবরণ আছে। কূর্ম্ম জলে স্থলে যথা ইচ্ছা বিচরণ করে; প্রয়োজন মতে হস্ত পদ সঞ্চালন করিয়া কার্য্য করে; এবং মস্তক বাহির করিয়া চারিদিক্‌ দেখে ও আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু যখনই কোনও ভয় বিপদের কারণ উপস্থিত হয়, তখনই হস্ত পদ সঙ্কুচিত করে ও মস্তক ভিতরে টানিয়া লয়। তখন তাহার আর কিছুই দেখা যায় না—শরীরের আবরণখানি কেবল বাহিরে দেখা যায়। সে আবরণের উপরে আঘাত ও আক্রমণে কূর্ম্মের কোনও অনিষ্ট হয় না। আবরণের মধ্যে থাকিয়াই সে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির প্রকৃতি ও কার্য্য ঠিক্‌ এইরূপ। তিনি শারীরিক ইন্দ্রিয় এবং মানসিক প্রবৃত্তি সকল লইয়া জীবনের আবশ্যক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা সুখ, উন্নতি ও কল্যাণ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সকল বশীভূত, তিনি ইচ্ছা করিলেই সে সকলকে সংযত করিতে পারেন। প্রজ্ঞা বা বিবেকরূপ তাঁহার একটী আবরণ আছে, তিনি তাহার মধ্যে থাকিয়াই নির্ভয় ও নিরাপদ থাকেন। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। অবিবেকী মানব ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় ইহাদের কুহকে মগ্ন হইয়া মারা যায়। পতঙ্গ যেমন অনলে, ভৃঙ্গ যেমন মধু লোভে, মৎস্য আমিষের গন্ধে, কুরঙ্গ

যেমন বংশীধ্বনিতে এবং মাতঙ্গ যেমন স্পর্শ সুখোদ্দেশে অন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অবিবেকী মানব বিষয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া সেইরূপ মৃত্যুর শতপাশে বদ্ধ হয়, কিছুতেই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্য ধর্ম্মপথে শম দম সর্ব্বদা আবশ্যক। বহিরিন্দ্রেয়ের ন্যায় অন্তরের বৃত্তি সকলও আপন আপন বিষয় অন্বেষণ করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়। প্রবৃত্তি সকলকে বিবেকের অধীনে রাখিয়া যিনি কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই লাভবান্ হন। প্রবৃত্তির স্রোতে তৃণের ন্যায় যিনি ভাসিয়া বেড়ান, তাঁহার অশেষ দুর্গতি। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত থাকিলে সারথির সদশ্ব সকলের ন্যায় গম্যস্থানে সহজে উপনীত করে, কিন্তু অবশীভূত হইলে সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহারা বিপথে লইয়া গিয়া অশেষ ক্লেশ দেয়। বহিরিন্দ্রিয় সকলের শাসনের নাম দম এবং অন্তরের প্রবৃত্তি সকলের সংযমের নাম শম। এই শম দম উভয় গুণসম্পন্ন হইয়া জীবন পথে চলিতে হইবে। কূর্ম্মের দৃষ্টান্ত অতি উৎকৃষ্ট। আপনার কর্ত্তব্য সাধনের জন্য বিষয়রাজ্যে বিচরণ কর এবং ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সকলের যথোপযুক্ত ব্যবহার কর, কিন্তু দেখিও কোনও বিষয়ের সহিত ইহারা যেন আসক্ত হইয়া বদ্ধ হইয়া না যায়। ইচ্ছামতে ইহাদিগকে যেমন বহির্বি- বিনিয়োগ করিবে, তেমনি ইচ্ছামতে অবিলম্বে ইহাদিগকে যেন টানিয়া লইতে পার। বিবেকের অধীন হওয়া স্বাধীনতা, প্রবৃত্তির অধীন হওয়া স্বেচ্ছাচার বা পশ্বাচার। সর্ব্বদা স্বাধীন থাকিবে, স্বেচ্ছা-চারী হইও না, আর কূর্ম্মের ন্যায় আবরণের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদা নিরাপদ হইবে। ধর্ম্ম বা বিবেক যাহার আশ্রয়, বাহিরের ও অন্তরের কোনও শত্রুর আক্রমণে তাহার অনিষ্টাশঙ্কা নাই; কারণ ধর্ম্ম চিরকাল অটল, অভেদ্য ও অবিনাশী।

"মন চল নিজ নিকেতনে;
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
ভেবে দেখ এরা কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে!
সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখো পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী
শম দম দুই জনে।"

মাতৃদেবী ৺ বামাসুন্দরী বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজাবাড়ী থানার সন্নিকটবর্ত্তী চারিমণ্ডল গ্রামে প্রসিদ্ধ মিত্র বংশে স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহী সরস্বতী ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানসম্ভাবিতা হন নাই বলিয়া পরিজনবর্গ বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কায় মন্ত্রপূত কবচ ও মাদুলী দ্বারা তাঁহার পরম সুন্দর দেহ সজ্জিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। অবশেষে প্রথম সন্তান মাতৃদেবী ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সম্পন্ন মিত্র গৃহে যে আনন্দ কোলাহল, ব্রাহ্মণ ভোজনের ধূম পড়িয়া গেল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মাতামহ মাধবচন্দ্র মিত্র মহাশয় অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। রজনীর অধিকাংশ সময় শিবপূজা, নাম জপ ইত্যাদিতে অতিবাহিত করিতেন। দুঃখের বিষয় তিনি উদারনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না। হিন্দুধর্ম্মের বিন্দুমাত্র উল্ল-ঙ্ঘনকারীর মস্তকচ্ছেদনেও তাঁহার এক বিন্দু দ্বিধা বোধ হইত না। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম কেহ প্রাতঃকালে উল্লেখ করিলে তাহাকে বিলক্ষণ শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ইনি অতি কোপনপ্রকৃতি ছিলেন বলিয়া অন্যান্য সদ্গুণ রাশি লোকের স্মরণ পথে আসিত না। প্রাত্যহিক জীবনে কোন বিষয়ে মিত্র মহাশয়ের অসন্তুষ্টি ঘটিলে রক্ষা নাই সকলেই এ কথা জানিয়া সর্ব্বদা সভয়ে অবস্থান করিতেন এবং কোনও বিপদ্ না ঘটিলে রজনীতে বিশ্রামের সময়ে "আজ একটা দিন ভালয় ভালয় কাটিল" বলিয়া সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এমন কোপনপ্রকৃতি পিতার দুহিতা হইয়াও মাতৃদেবী আজন্মকাল ধীরতার আদর্শ ছিলেন। শৈশবাবধি কেহ তাঁহাকে ক্রন্দন কি সমবয়স্কাদের সহিত কলহ করিতে দেখে নাই। তিনি সর্ব্বতোভাবে আদর্শ দুহিতারূপে পিতার অপরিসীম ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর কুলীন ও পণ্ডিতপ্রধান স্থান। মাতৃ-দেবীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের গুণও অনেক স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শৈশব গত না হইতেই সম্ভ্রান্ত ধনী কুলীন পরিবারে বিবাহ দিবার জন্য ঘটক সম্প্রদায় অবিশ্রান্ত যাতায়াত করিতে লাগিল।

পরলোকগত বাখুটীয়ার জমীদার ৺ রাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রদ্বয় উপবীত ত্যাগপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তৎকালে হিন্দুসমাজ মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া-ছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। রাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বিধর্ম্মী পুত্রদ্বয়কে উইল দ্বারা ত্যাজ্য করেন। এ ঘটনার আমূল

বৃত্তান্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আশ্চর্য্য গোঁড়ামিতে মাতামহ দেব রাজচন্দ্র চৌধুরীর সমতুল্য ছিলেন। একমাত্র পুত্র যাহাতে কোন প্রকারেই বিধর্ম্মীদের সংস্রবে পতিত না হয়, এ জন্য তিনি দিবা রাত্রি সচেষ্ট থাকিতেন। মাতৃদেবী ১০ বৎসর বয়সের সময় পরিণীতা হয়েন। পিতৃদেব কেবল ঢাকা কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া নহেন, তাঁহার দেবোপম চরিত্রে ঢাকাস্থ ভদ্রলোক মাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্জ্জয় অভিমানী মাতামহ দেব ইহাঁকে জামাতার পদে বরণপূর্ব্বক "অপাত্রে কন্যা দান করিব না" বলিয়া যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিলেন। এই বিবাহে মাতামহ দেব মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া বিক্রমপুরের ভদ্রসমাজে বিলক্ষণ যশোলাভ করেন। তত্রত্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। মাতৃদেবীর বিবাহ উপলক্ষে মুসলমানদের প্রথানুসারে বিছানার উপর তাহাদের আহারের আয়োজন করেন। কিন্তু বিছানার উপর দিয়া গমনাগমন পূর্ব্বক পরিবেশন দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মানুসারে জাতিপাত হইবে এই ভয়ে কেহই মাতামহ দেবের সাহায্য করিলেন না। এ দিকে নিমন্ত্রিত ভদ্র মুসলমানগণ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে উপস্থিত হইলেন। মাতামহ দেব কদাচ কোনও বিষয়ে নিজ ইচ্ছার অণুমাত্র ত্রুটী হইতে দেন নাই। এ ঘটনায় তাঁহার সঙ্কট অবস্থা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমাদের পুরাতন ভ্রাতৃ তুল্য ভৃত্য রামসুন্দর সিংহ মুসলমান-দিগকে পরিবেশন পূর্ব্বক মাতামহ দেবের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার প্রাপ্ত হন। মাতামহদেব স্নেহপ্রবণ পিতা হইলেও কন্যার হিতাহিত সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। অতিরিক্ত আদর লাভ করিয়া মাতৃদেবী পাছে তৎকাল-প্রচলিত বধূদের পালনীয় কঠোর পরিশ্রম ও শিক্ষার বহির্ভূত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় বিবাহের অনতিকাল বিলম্বেই তাঁহাকে রাঢ়ীখাল গ্রামে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করেন। মাতৃদেবী চিরকাল পিতৃ গৃহে পরম আদর যত্নে লালিতপালিতা ও বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। হিন্দু ঘরের ভয়ানক কঠোরতাপূর্ণ বধূজীবনের পরীক্ষা রাশি কি যন্ত্রণাদায়ক, সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকিয়াই একজন বিশ্বাসী পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শ্বশুর ৺ রাম-তনু বসু মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করেন। তখন এই গৃহ বহু পরিজনে পূর্ণ ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপত্তিশীল। হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত বারমাসে তের পার্ব্বণ, এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠান কোন মাসে বাদ পড়িত না। মাতৃদেবীর হৃদয়ের স্বর্গীয় গুণগুলি এই স্থলেই পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হইয়া তাহার সৌরভে শুধু রাঢ়ীখাল গ্রাম নহে, নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিও পরিপূর্ণ করিয়াছিল। আমি গ্রামের সকলের মুখেই শ্রবণ করিয়াছি "এমন রূপে লক্ষ্মী

গুণে সরস্বতী বউ গ্রামে আইসে নাই।” পিতামহ দেব রামতনু বসু মহাশয় ঢাকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এমন গুণবতী রূপবতী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তাঁহার জননী পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় অল্প ব্যয়ে সেই বৃহৎ পরিবারের কার্য্য কলাপ সম্পন্নগৃহের মর্য্যাদা অনুসারে এমন পারিপাট্য সহকারে নির্ব্বাহ করিতেন যে, তাহা হিন্দু মহিলার পক্ষে নিতান্ত গৌরবজনক। মাতৃদেবীকে তিনি নয়নের মণি স্বরূপ জ্ঞান করিতেন বটে, কিন্তু অপর দিকে সেই বৃহৎ পরিবারের আমিষ, নিরামিষ ৪ বার রন্ধন, ধান ভানা, জল তোলা, উঠান নিকান, বাসন মাজা, বিচালী সহযোগে ধান সিদ্ধ, চিড়া মুড়ি প্রস্তুত এবং ৩টী অশান্ত ননদ ও একটী কনিষ্ঠা যায়ের আবদার রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। রাত্রিতে অনেকেই ছলনা পূর্ব্বক গোপনীয় স্থানে যাইবার ভাণ করিয়া মাতৃদেবীর কোলে ভিন্ন যাইবে না আবদার ধরিত। তিনিও এমনি অসামান্য ধৈর্য্যশীলা স্নেহপ্রবণহৃদয়া ছিলেন যে, সারাদিনের হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর পরেও ননদগণকে অতি কষ্টে ক্রোড় দেশে বহন পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী পায়খানায় লইয়া যাইতেন। রাত্রি ভোজনের স্থানে ক্রোড়ে করিয়া আনয়ন করিতেন এবং আহারান্তে উচ্ছিষ্টাদি পরিষ্কার পূর্ব্বক শয্যায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। বিশ্বস্ত পরিচারিকা মাতৃদেবীকে জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়াছিল। আদরের কন্যাকে এতদূর ঘোর পরিশ্রম করিতে দেখিয়া বিলক্ষণ ঝগড়া বাধাইবার উপক্রম করিত। মাতৃদেবী ভয়ে তটস্থ হইয়া দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া রাখিতেন। ইহা কি ভারত-নারীর পক্ষে অসাধারণ আত্মসংযম ও বীরত্ব নয়?

(ক্রমশঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(৪৩৬-৩৭ সংখ্যা ৪৭২ পৃষ্ঠার পর)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈদ্য তিন প্রকার:—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে ‘ঔষধ খেও হে’ এই কথা ব’লে চ’লে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, ও খপর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক বার বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে ‘ওহে, ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে। লক্ষীটি খাও; আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও’—সে মধ্যম বৈদ্য। যখন অনেক বুঝেও রোগী ঔষধ না খায়,

তখন সে চলে যায়। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর ক'রে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। এইটী বৈদ্যের তমোগুণ, কিন্তু ও গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

(তিন প্রকার আচার্য্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ —বৈদ্যের মত আচার্য্য তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশ গুলি ধারণা করিতে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোন মতে কথা শুনিতেছে না দেখেন, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না)।

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একজন ব্রাহ্ম ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যাঁরা জ্ঞানী, জগৎকে যাঁদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ, তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি (Personal God) হ'য়ে দেখা দেন। জ্ঞানী যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করেন। বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করেন। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারেন না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই, ভক্তি হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত ভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধরে দেখা দেন। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গলে যায়; তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন, তিনিই না তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না!!

"বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তার পর সাদা পুরু খোসা ছাড়ালে, এইরূপে বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু খুঁজে কিছু পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে? সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে বল্‌বে? একটা লুণের পুতুল সমুদ্রে মাপ্‌তে গিছিল। সমুদ্রে যেই নেমেছে, অমনি গ'লে মিশে গেল। তখন খপর কে দিবেক?

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ :—পূর্ণ জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি রূপ নুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদ বুদ্ধি থাকে না।"

যখন পুকুর থেকে চাষের জন্য মাঠে জল আনে, তখন জলের বড় কল্‌কল্ শব্দ। যখন পুকুরের জল ও মাঠের জল একসা হয়ে যায়, তখন আর শব্দ হয় না।

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, ততক্ষণই লোকে ফড়্‌ফড় করে তর্ক করে। বিচার শেষ হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়।

কলসী পূর্ণ জলে কলসীর জল আর পুকুরের জল এক হলে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

আগেকার লোকে বল্‌তো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।

('আমি' কিন্তু যায় না)।

"আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল" (সকলের হাস্য)। কিন্তু হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তাই তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল। ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন; তিনিই প্রার্থনা শুনেন। ব্রাহ্মসমাজে যে প্রার্থনা করা হয়, তাঁকেই করা হয়। তোমরা বেদান্তবাদী নও, তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, তাতে এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকিলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি, ভক্তি পথেই তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ঈশ্বরের রূপ দর্শন)।

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপ রূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন করে?

ব্রাহ্মভক্ত। কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্ম কাঁদতে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য এক ঘটী কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? যতক্ষণ ছেলে চুষী নিয়ে ভুলে থাকে, ততক্ষণ মা রান্না-বান্না বাড়ীর কাজ সব করে। কিন্তু ছেলের যখন চুষী আর ভাল লাগে না—চুষী ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ী নাবিয়ে দুড়্ দুড়্ করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে সাকার, কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথা শুনিতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যেরূপে দেখে, সে সেইরূপ মনে করে, বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করিতে পারা যায়, তা হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সেই পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন করে? (সকলের হাসা)।

"একটা গল্প শুন। একজন মাঠে বাহ্যে গিয়েছিল, সে দেখ্‌লে যে, গাছের উপর একটী জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্লে—দেখ, অমুক গাছে একটী সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে আমি যখন বাহ্যে গি'ছিলাম, আমিও দেখেছি—তা সে লাল রং হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।" আর একজন বল্লে 'না না—আমি দেখেছি হল্‌দে।' এইরূপে আর কেউ কেউ বল্লে না হে জরদা, বেগুণী, নীল ইত্যাদি; শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়! আবার কখন দেখি কোনও রঙই নাই।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানিতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে দেখা দেন, নানা ভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রং—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। সগুণ আবার নির্গুণ। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

কবীর ব'ল তো 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।'

ভক্ত যে রূপটী ভালবাসেন, সেই রূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল! পুরাণে আছে, বীর ভক্ত হনুমানের জন্ত তিনি সীতা রামরূপ ধরেছিলেন।

(কালী রূপ ও শ্যাম রূপের ব্যাখ্যা)।

বেদান্ত বিচারের কাছে রূপটুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই 'ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা।' যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলিয়া বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখ্‌লে ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যাম রূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে বলে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও—তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালী রূপ কি শ্যাম রূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূরে ব'লে।

যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই।

"তাই বলছি, বেদান্ত বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

(অনন্তকে জানা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিপথ তোমাদের পথ। ও খুব ভাল—ও অতি সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে জানবার কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

"যদি আমার একঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, ও মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, ও হিসাবে আমার কি দরকার? (ক্রমশঃ)।

তরুবালা।

(৪৩৩-০৪ সংখ্যা, ৩৬৩ পৃষ্ঠার পর)।

চতুরা স্ত্রীর বাগ্ জালে ডাক্তার বাবু মোহিত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন। জ্যেষ্ঠ তাঁহার অন্নদাস বই ত নয়; তাঁহাকে সপরিবারে বাটী হইতে তাড়াইয়া পত্নীকে নিষ্কণ্টক করিবেন স্থির করিলেন। পরদিন প্রাতে মাধব বাজার করিতে বাহির হইতেছেন, ললিতকুমার ক্রুদ্ধস্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি সপরিবারে এখনি আমার বাটী হইতে চলিয়া যাও—আমি একত্রে থাকিব না। তুমি যাইলে আমি বাটীতে প্রবেশ করিব।" এই বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মাধবের সুখস্বপ্ন ফুরাইল—তাঁহার আশা কাননে নানাবিধ সুন্দর সুখকর কুসুম সকল মুকুলিত হইতেছিল, শুকাইয়া গেল—আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িল। তিনি চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সহধর্ম্মিণীর হস্তধারণ করিয়া ভ্রাতার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কান্তমণি বড় দাদা যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইলেন।

তরুবালা দেখিল বড়ই গোলমাল। তাহার ত নিন্দা হইবেই, সে তজ্জন্য অগ্রে চাঁপাকে শিখাইয়া দিল, দেখ্ চাঁপা তুই পাড়ার সকলের বাড়ীতে ব'লে আস্‌বি যে আমার কোন দোষ নাই, দিদি মিছামিছি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাটী হইতে চলিয়া যাইতেছে।" চাঁপা একে চায় আরে পায়, সে ছচোকোরত যাকে দেখিতে পায় তাহার নিকট বড় বৌ গিরিবালার কুযশ ব্যাখ্যা করিতে থাকে—মুদি, ধোপা, নাপিত, কেহই বাদ গেল না। কথা কাণে কাণে অনেক দূর গেল,

তাহার ডাল পালা বাহির হইল—রঞ্জিত, অধিকতর রঞ্জিত, অধিকতম রঞ্জিত হইল। শেষে হুজুগে লোকদিগের হুজুগে এই দাঁড়াইল, "যে ডাক্তারদের বড় বৌ একটা ভয়ানক জীব—সে পিশাচী, রাক্ষসী, আস্ত মানুষ ধরিয়া খায়, মন্তর তন্তর জানে—সব উড়াইয়া দেয়—তাহার দৌরাত্ম্যে কাহারও টেঁকিবার যো নাই, এমন কি তাহার ভয়ে পাড়ার ছেলে গুলো পর্য্যন্ত বাহির হইতে পারে না। যাহারা নেহাত হিসাবী ও বুদ্ধিমান, তাহারাও বাদসাদ দিয়া এই স্থির করিল, "যে ডাক্তারদের বড় বৌ ভয়ানক হিংস্র, ঝগড়াটে, বজ্জাত মেয়ে মানুষ—অতি কুঁদ্ছড়ো লোকের মেয়ে। আর ছোট বৌ, ডাক্তারের স্ত্রী—লক্ষ্মীর শ্রী আছে কিনা—অতি শান্ত ও লক্ষ্মী—বড় ভাল মানুষের মেয়ে। সে তরুবালার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।"

বড় বৌ এরূপ মিথ্যা রটনায় বড় দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইল—সে থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত আর বিপদ্তারণ ভগবান্‌কে সমস্তই জানাইত।

মাধব ললিতকুমারের বাসার নিকট একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়াছেন। তথায় গিরিবালার বড়ই কষ্ট হইল। একবেলা অন্ন যোটে ত আর একবেলা যোটে না। অন্নাভাবে ছেলে দুইটী জীর্ণ ও শীর্ণ হইল। তাহাদের উজ্জ্বল মুখচন্দ্রমা বিষাদ মেঘাচ্ছন্ন হইল—নয়ন তারা জ্যোতিহীন হইল। মা তাহাদিগের মুখপানে চান—আর চক্ষের জলে ভাসেন। তিনি হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সকলি করিতে পারেন। তিনি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘান, বামনকে চাঁদ ধরান, দোষীকে নির্দ্দোষী এবং নির্দ্দোষীকেও দোষী সাজাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারই ব্যবস্থায় শেষে সব ঠিক্ হয়।

কিছুদিন পরে তরুবালা রোগাক্রান্তা হইল—তাহার পীড়া ক্রমশই বাড়িতে লাগিল—শেষে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িল। ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসা পীড়ার গতি রোধ করিতে পারিল না। অবশেষে আশার মোহিনী মূর্ত্তি ক্ষীণ হইতে ও নিরাশার তমোময়ী ছায়া সকলের মুখ কমলকে মলিন করিতে লাগিল। ললিত কুমার রোগীর শয্যার নিকট আসেন আর শক্তিহীন মাংসপিণ্ডের ন্যায় অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন—শেষে রোগীর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া যান। তিনি ডাক্তার, কিন্তু এখানে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি খাটিল না। তিনি নিস্তেজ, নিরুৎসাহ ও ভগ্নহৃদয়। গণেশের ছোট ভাই ফণী, মায়ের নিকট ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার কচি অধরপ্রান্তে সে সরল হাসিটুকুর তিরোভাব হইয়াছে—সে পূর্ব্বের মত মা মা করিয়া আর মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে না। সে যাহার দিকে চায়, সকলকে বিমর্ষ দেখে। তাহার মনে হইল মায়ের একটা কি হয়েছে। চাঁপা তাহাকে মায়ের

··কট কোলে করিয়া আনিলে সে অঙ্গুলি দ্বারা মাকে নির্দ্দেশ করিয়া দু একবার মা মা করে আর মলিন মুখে চাঁপার কোলে মুখ লুকায়।

মন্দ কাজ করিলে অনেককে মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুতপ্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া আসে—সংসার বাসনা হ্রাস হইতে থাকে, তখন তাহাদিগের মনে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। তখন তাহারা মনে মনে ভাবে "ইহ সংসার ত ত্যাগ করিয়া চলিলাম, না জানি কোন অজানিত দেশে গিয়া পড়িব—দণ্ড পাইব কি পুরস্কার পাইব—স্বর্গে যাইব কি নরকে যাইব—বিষ্ণু দূতে লইয়া যাইবে কি যমদূতে লইয়া যাইবে—স্বর্গের দুর্লভ সুখ ভোগ করিতে পাইব কি দহনশীল নরকাগ্নিতে পুড়িয়া মরিব।" তখন তাহাদের মনে পরকালের কথা সতত২ উদিত হয়—পাপ পুণ্যের বিচার আপনাআপনি আসিয়া পড়ে—তখন তাহারা পাপের জন্য অনুতাপ করে এবং যাহার বিরুদ্ধে পাপ করে, তাহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে। যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি সরল হৃদয়ে, মুক্তকণ্ঠে তাহাকে ক্ষমা করেন, ততক্ষণ তাহার মন স্বর্গ ও নরকের মধ্যে দোলায়মান হইতে থাকে—পাপ ভায় হইতে বিমুক্ত হইয়া স্থির হইতে পারে না। সেই জন্য আজি তরুবালা গিরিবালাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে—সেই জন্য তাহার মন দিদী দিদী করিয়া কাঁদিতেছে—সে ক্ষীণ স্বরে কহিল—

দি—দি—দি—দি।

তরুবালার মুমূর্ষু অবস্থা শুনিয়া গিরিবালা দেখিতে আসিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—

কেন দিদী—কেন বোন—আমি এই যে-কি ব'লবে বল।

তরু আস্তে আস্তে দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারণ করিয়া মৃদু স্বরে কহিল,—

"দি—দি—এ—স।"

গিরিবালা নিকটে সরিয়া আসিলে তরু তাহার পা,দুখানিতে হাত দিয়া কহিল,—

"দি—দি—পা—প।"

পাপ কিসের ভাই?

ক—রে—ছি।

কার কাছে?

তো—মা—র।

আমার কাছে পাপ করেছ?

হাঁ।

কি পাপ ভাই?

তো—মা—কে—বা—টী——

এই কথা বলিতেই গিরিবালার মুখখানি একটু ভার হইল—পূর্ব্বস্মৃতি সকল জাগিয়া উঠিল। তিনি একটু ব্যস্ত ভাবে ও কাতর স্বরে কহিলেন,—

"না—না—সে কিছু নয়—তুমি সুস্থ হও বোন—বৃথা ভাবিও না।

তরুর চক্ষে জল আসিল—সে কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া উন্মীলন করিল।

গিরিবালা চক্ষের জল স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিল। তরু তখন কহিল,—

"মা—প—ক্ষ—মা।"

আচ্ছা, আমি তোমাকে মাপ করিলাম।

তরুর চক্ষু নানা ভাষা কহিতে লাগিল—সে যে গিরিবালার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা স্বামীর কান ভার করিয়া, মন ভাঙ্গাইয়া তাহাকে বাটী হইতে বিনা অপরাধে তাড়াইয়া দিয়াছিল—তাহার ছেলেগুলি খাইতে পাইতেছে না, অনেক দিন কাটিয়া যাইতেছে—পাড়ায় তাহার নামে নানারূপ মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম রটাইয়া দিয়াছে, তজ্জন্য যে তাহার পাপ হইয়াছে, এই সমস্ত তাহার মনে উদিত হইয়া চক্ষে স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইতেছে। সে আপনাকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহিল—মায়া কাটাইতে চাহিল—ছোট ছেলেটিকে গিরিবালার হস্তে সমর্পণ করিল—আবার নিঃশব্দে চক্ষু হইতে হুহু করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। গিরিবালা আবার জল মুছাইয়া দিল এবং মুখের কাছে মুখ লইয়া কহিল—

"আমি ত তোমাকে মাপ করিয়াছি ভাই, আবার কাঁদিতেছ কেন?"

দেখিতে দেখিতে একেবারে বাগ্ রোধ হইয়া আসিল—চক্ষু শিবনেত্র হইল—তরুবালা চিরকালের জন্য সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

কিছুদিন পরে ললিতকুমার মাধবের পায়ে ধরিয়া সপরিবার তাঁহাকে বাটীতে আনিলেন—দাদা, পুনরায় ছোট ভাইয়ের প্রতি স্নেহে বশীভূত হইলেন—তিনি ও তাঁহার স্ত্রী গিরিবালা পূর্ব্বের মত ঘরকন্না দেখিতে লাগিলেন—ক্ষান্তমণিও তাহাদিগের সঙ্গে আসিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের পুনর্মিলনে পাড়ার ও দেশের সমস্ত ভদ্রলোকে সুখী হইল। ললিতকুমার বিপত্নীক রহিলেন।

শ্রীভূঃ—

মনে পড়ে।

কদিন জোছনা রেতে
বসেছিনু নিরজনে,
শৈশবের ধূলা খেলা
অমনি পড়িল মনে!
থেকে থেকে জাগে শুধু
সেই কদিনের স্মৃতি,
নিতি নিতি প্রাণ পূরে
আনিত যা স্নেহ, প্রীতি।

মনে পড়ে সেই গীতি
শ্যামা, পাপিয়ার মুখে,
তাই ভাবি দিন মোর
কেটে গেছে কত সুখে।
আজো আমি তাই আছি,
কেন বিষাদের ছায়?
কেন বা সাঁঝের বেলা
বসে থাকি নিরালায়।

স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,
আর যত আশা, তৃষা,
সবি আছে, সবি থাক্‌
যেন না আসে নিরাশা।
আমি শুধু একা থাকি
আর থাক্‌ অশ্রুকণা,
তাই নিয়ে মরে যাই,
আর কিছু যাচিব না।
ধরার যা কাজ আছে,
একাকী তা করে যাই,
ক্ষুদ্র আমি কি চাহিব?
যেন মা তোমারে পাই।

শ্রীসুকুমারী দাস।

বিসর্জ্জন।

(৪৩৬-৩৭ সংখ্যা, ৪৩৮ পৃষ্ঠার পর)।

পিত্রালয়ে গিয়া আর উমা স্থির থাকিতে পারে না। তাহার হৃদয় বুঝি ফাটিয়া যায়। সে অনাহারে, অনিদ্রায়, ভাবনা চিন্তায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল। গৃহে জননী ছিলেন না, দাসীরা কত লক্ষ্য করিবে? উমার পিতা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সর্ব্বদা অসুস্থ থাকিতেন এবং স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি বাহির বাটীতেই বাস করিতেন। তিনি কেবল যখন অন্তঃপুরে দুইবেলা আহার করিতে আসিতেন, তখনি তাহাকে দেখিতেন। তিনি তখন কিছুই বুঝিতে পারিতেন না আর তাঁহার গৃহে আহারের অভাব বা অন্ত কোন কষ্ট ছিল না। প্রত্যহ ডাক আসিবার সময় তৃষিত নয়নে উমা জানালার পাখী তুলিয়া পথ পানে চাহিয়া থাকিত। যে দিন সে স্বামীর সেই দুর্ব্বল হস্তের আঁকা বাঁকা অক্ষরে দুই ছত্র লেখা পাইত, সে দিন সে কোন প্রকারে ধৈর্য্যের সহিত হৃদয় বাঁধিয়া দিন কাটাইত। যে দিন পত্র না পাইত, সে দিন সে অনাহারে পড়িয়া থাকিত; সন্ধ্যা, সকাল, দ্বিপ্রহরে তুলসী তলায় গিয়া মাথা কুটিত; দরবিগলিত নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রাণের আকুল বেদনা জানাইত। সারাদিন দেবতার চরণে প্রণাম করিতে করিতে তাহার সেই সুকুমার ললাটে কালশিরা পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে চিটি আসা বন্ধ হইয়া আসিল। তখন উমা লজ্জা মান হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কনিষ্ঠা ভগিনীর দ্বারা পিতাকে কহিয়া পাঠাইল—

"আমার শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হোক্।"

তাহার পিতা ইতিপূর্ব্বে জামাতার সংবাদ পাইয়াছিলেন। চিকিৎসকেরা হতাশ হইয়া জবাব দেওয়ায়, শরৎচন্দ্রের ভ্রাতা তাঁহাকে লইয়া পুনরায় গ্রামে ফিরিয়াছিলেন। আর আশা নাই এবং

উমাকেও শরৎচন্দ্রের পিতা পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন। পুত্রশোকাতুরা জননীকে লইয়া সকলে ব্যস্ত থাকিবেন, তাহাকে সেখানে কে দেখিবে? কেহ না দেখিলে হয় ত সে আত্মহত্যা করিয়া বসিবে। উমার যাইবার জন্ত আগ্রহ দেখিয়া তাহার পিতা বলিলেন—

"এই আমি টেলিগ্রামে সংবাদ লইতেছি, শরৎ কোথায় আছে জানিতে পারিলেই তোমায় পাঠাইব।"

পুনরায় স্বামীর দর্শনাশায় উমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, সে আশ্বস্তা হইয়া টেলিগ্রামের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল।

হায়! সবে মাত্র সেই শেষ মাছ ভাত লইয়া আহারে বসিয়াছে, এমন সময় কে আসিয়া বলিল "এই মাত্র টেলিগ্রাম আসিয়াছে।" সে তাড়াতাড়ি মুখের ভাত ফেলিয়া, হাত ধুইয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল। পিতা তাহার সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া পড়িলেন। উমা পিতার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, সম্মুখে খোলা টেলিগ্রাম দেখিয়া কাতর হৃদয়-বিদারক কণ্ঠে কহিল—"কি খবর এলো বাবা, আমায় আজ পাঠাবে ত?"

ম্লান মুখে, শুষ্ক নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া পিতা একটি হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

সম্মুখে তাহার একটি ভাই ছিল, সে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম খানি তুলিয়া পড়িবা মাত্র কাঁদিয়া উঠিল। উমার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া গেল, সেই খানে আছাড় খাইয়া পড়িয়া হৃদয়ভেদী স্বরে কাঁদিতে লাগিল। বিধবার কি আর ক্রন্দনের সীমা আছে, না কখনও বিরাম আছে?

* * * * * * * *

পাষাণ মানবের প্রাণ, সকলি সহ্য হয়। যে প্রিয় জনের অমঙ্গল আশঙ্কায় হৃদয় ফাটিয়া যায়; জন্মের মত তাহাকে বিদায় দিয়াও আবার সেই কঠোর প্রাণ ধারণ করিতে হয়। নিষ্ঠুর বঙ্গসমাজে পূর্ব্বের সহমরণ প্রথা ভাল ছিল। এখনকার বিধবাদিগের পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা সহিতে হয়। সেই সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা বিধবা, সে কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিবে? শৈশবেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা, এখন স্বামি-বিরহিতা, এ সময় কে তাহার মুখের প্রতি চাহিবে? যাহার জন্ত সে শ্বশুরালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, আজ সেই স্বামীরত্ন বিহনে সে সেখানকার অমঙ্গল-স্বরূপিণী হইয়াছে। পুত্রশোকে স্বার্থপর পিতা মাতা আকুল, তাঁহারা এই পতিশোকে আকুলা বালিকাকে আপনাদের স্নেহময় বক্ষে তুলিয়া লইলেন না। সন্তানের অবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্নটুকু সুধাময়ীকে কোলে করিয়া সে জালা ভুলিলেন না; কারণ তাঁহারা পুত্রশোকে কাতর, অথচ তাঁহাদের মুখে চাহিবার, সেবা যত্ন করিবার আরও ৭।৮টি পুত্র কন্যা বর্ত্তমান। বঙ্গসমাজের দয়ার এই পরাকাষ্ঠা! অথচ নিষ্ঠা ও আচার দেখিতে প্রত্যেকেই অগ্রসর। সেই যে মাতৃহীনা পতিহারা বালিকা

বিধবা পিত্রালয়ে দাসীদের নিকট পড়িয়া অবিরত ক্রন্দন করিতে লাগিল। কে তাহার চক্ষুর জল মুছাইবে, কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে—এ কথা একবারও কি কেহ ভাবিল?

বাঙ্গালী জাতির প্রকৃতির মূলে স্বার্থপরতা জড়িত রহিয়াছে, সেই জন্য কখনো ইহাদের উন্নতি হইতে পারিতেছে না।

একটু ক্রন্দনের বেগ না কমিতে কমিতে, সেই সুকুমারী লাবণ্যময়ীকে বিধবার বেশ ধারণ করাইতে হইবে, নহিলে সে বহুক্ষণ সে বেশে থাকিলে যে গৃহস্থের অমঙ্গল হইবে। সেই কালো কাকপক্ষের মত কেশগুচ্ছের মাঝখানে যে সরু সিঁথি, রমণীজন্মের চির-বাঞ্ছনীয় সার অলঙ্কার সীমন্তের সিন্দুর বিন্দু মুছাইয়া দিতে হইবে। বঙ্গরমণীর এক মাত্র সোহাগের দ্রব্য সেই লৌহ-বলয় খুলিয়া দূরে ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই বিধবা হওয়া হইল। এ সব কে করিবে? সধবার সদ্যো বিধবাকে ছুঁইতে নাই, তাই একজন আত্মীয়া বিধবা রমণী তাহাকে বলিলেন:—

"কেঁদে আর কি হবে? সারা জন্ম কাঁদিলে আর কি পাইবে? এখন ঐ টুকু গুঁড়ো আছে, তার মুখের দিকে ত চাইতে হবে। চল, উঠ, মুখে হাতে জল দিবে।" এই কথা শুনিয়াই উমা সব বুঝিয়া লইল। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে উঠিয়া বসিল। দুই হস্তে চক্ষের জল মুছিয়া এক বার শূন্য পানে আকুল ভাবে চাহিল। তাহার সে সময়কার মুখের ভাব বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য। তাহার পর স্থির অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল:—

"কি করিতে হবে বল, আমিই সব করিব। আমাকে কেহ ছুঁয়ো না। তোমরা কি জান না যে আমি বিধবা—"

এ কথায় কাহার চক্ষের অশ্রু রুদ্ধ থাকে?

তার পর সে স্বহস্তে লৌহ-বলয় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল, সজোরে ভাঙ্গিবার সময় সেই সুকুমার হস্তের মণিবন্ধ কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। সুবর্ণ বলয় দূরে খুলিয়া ফেলিয়া দিল। সেই সময় কে একজন বলিল,

"না না শুধু হাত কোরো না"

সে উন্মাদিনীর মত বলিতে লাগিল—

"শুধু হাত? বিধবার শুধু হাত? আমি বালা প'রে হাতের শোভা নিয়ে কি কর্ব্ব? আমার প্রাণ যে শুধু ধূ ধূ কচ্ছে, সেটা আর কি দিয়ে পূর্ণ কর্ব্ব? আমার সব সেই সর্ব্বস্ব ধনের সহিত চলে গেছে। আমি রাক্ষসী, তাঁকে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। আমি অভাগী, তাই আর সে মুখ চক্ষে দেখিলাম না, তাঁর মৃত্যু কালে এখানে বসে আছি, আর তিনি আমায় জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। আমি থাকলে তা পার্ত্তেন না বলেইত আমায় আগে হ'তে বিদায় করে দিয়েছেন"।

এই সেই ধীরা লজ্জাবতী লতা? তার এত কথা! নিষ্ঠুর শমনের অকাল দংশনে

দৃঢ়চিত্ত মানবও আত্মহারা হইয়া যায়, সেত দুর্ব্বল বালিকামাত্র।

তাহার পর সুন্দর খোঁপা খুলিয়া ফেলিল, কত কেশ টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর দুই হস্তে কেশগুচ্ছ ধরিয়া সীমন্তের সিন্দুর ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিল। সেই সরু লাল পেড়ে কাপড়ের পাড় টানিয়া ছিঁড়িয়া দিল। তাহার পর আর কি? বজ্রদগ্ধ তরুর সমাধির উপর অযত্নে পতিত শুষ্ক মরণোন্মুখ লতিকার মত পড়িয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

"ওমা উঠ মা, দুধ দাও খাব, মাগো উঠ।"

একাদশীতে ধূলি শয্যায় পড়িয়া উমা কাঁদিতেছে, দুই বৎসরের বালিকা সুধা মা তার গলা ধরিয়া বার বার আদর করিয়া ডাকিতেছে, তবু নিরুত্তর। আর সুধার প্রতি সে দৃষ্টি নাই, যত্ন নাই, আদর সোহাগ নাই। একদিন সেই মেয়েকে কোলে করিয়া সে স্বর্গের সুখাভিলাষকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত, আজ সে পতিশোকে এত কাতর যে তাহার প্রতি চাহিবার অবসর নাই। মা উত্তর দিল না দেখিয়া সুধা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কন্যাকে বক্ষে তুলিয়া স্তন্য দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। মেয়ের মুখে চোকে মায়ের অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তবু বিধবার কত শাস্তি! একাদশীর দারুণ দহনে, মনের অসহ যাতনায়, এ যেন স্নিগ্ধ অমৃতের ধারা প্রাণে অসীম সান্ত্বনা ঢালিতেছে। যে সংসার শূন্যময়, যে প্রাণ মরুময়, সেখানে কে এই আশার বিকশিত ফুলটি ফুটাইয়া দিয়াছে?

উমা বিধবা হইবার পর তাঁহাকে তাঁহার খুল্লতাত আপনার কর্ম্মস্থানে লইয়া আসিয়াছেন। সে কাকীমার নিকট আসিয়া তবু যত্ন পাইতেছে। তাহার মেয়েটির কোন অভাব বা কষ্ট নাই। আজ একাদশীর দিনে সে কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করে না, কথা কহে না, লুকাইয়া শয়নকক্ষে শুধু পতি দেবতার ধ্যান করে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মৃত্যু প্রার্থনা করে। কিন্তু সুধা যে দুধের মেয়ে, সে কি মা ছাড়া থাকিতে পারে? সারা গৃহ খুঁজিয়া খুঁজিয়া এই স্থানে পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাকে তুলিয়া তবে ছাড়িল।

এই প্রকারে ছমাস কাটিল। আষাঢ় মাসে উমা বিধবা হইয়াছিল, ভাদ্র মাস আসিল। সুধা সর্ব্বদা হাসিয়া খেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। তাহার মা সর্ব্বদা আপনার দুঃখভরে পড়িয়া থাকিত, ততটা তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিত না। সে চাকরদের ঘরে, চাপরাসীদিগের নিকট সর্ব্বদা বাহিরে ছুটিয়া যাইত। তাহাকে দেখিবার পৃথক্ দাসী বা চাকর ছিল না। উমার পিতা ধনবান্, তবু সেই পিতৃহীনা বালিকা সদ্যোবিধবার এক মাত্র জুড়াইবার রত্নের জন্য ভিন্ন দাসী বা চাকর রাখিবার কথা কাহারো স্মরণে আসে নাই।

একদিন দ্বিপ্রহরে উমা মেয়েকে কোলে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া জামা ও কাজল পরাইয়া বাহিরে চাকরদের নিকট যাইতে বলিল। প্রত্যহই তাহাদিগের মাধ্যাহ্নিক আহারের পূর্ব্বে সে বাহিরে যাইত, সে দিনও গেল। মনুষ্য যদি অদৃষ্টচক্রের গতি বা ভবিষ্যৎ ঘটনা বুঝিতে পারিত, তাহাহইলে তাহাকে পাঠাইবার সময় কি তাহার জননীর হৃদয় কম্পিত হইত না? মধ্যাহ্নভোজের পর তাহার খোঁজ পড়িল, কারণ আহারাদির পর যে যার আপন আপন সন্তান লইয়া কক্ষে বিশ্রাম করিতে যান; উমাও আপনার সেই ক্ষুদ্র রত্ন টুকু হৃদয়ে রাখিয়া শান্তি লাভ করে। ডাকাডাকির পর অন্যান্য বালক বালিকা ছুটিয়া আসিল, কই সুধাত তাহাদের সহিত নাই! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা সকলেই বলিল "কই আজ ত দুপুর বেলায় আমরা একবারও সুধাকে দেখি নাই, সে ত আমাদের সঙ্গে আজ একবারও খেলা করে নাই।"

"সে কি রে, কোথায় গেল, খোঁজ খোঁজ।"

সকলেই ভাবিল খেলিতে খেলিতে কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রতি কক্ষে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল, কই কোথাও ত সুধা নাই! সে বাঙ্গলা খানি মাঠের মধ্যস্থলে। চারি পার্শ্ব শুধু শ্যামল দুর্ব্বাক্ষেত্র, পশ্চাতে শাক সবজীর বাগান। চারি দিকে লোকজন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মেয়ে আর পাওয়া গেল না। সে সময় উমার মনের ভাব কি প্রকারে বুঝাইব? এখনও যে তাহার মর্ম্মের ক্ষত শুকায় নাই, এরি মধ্যে এ কি দুর্ব্বহ অভিশাপ! যাঁহাদের কখনো সন্তান হারাইয়াছে, সন্তানের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা কি ভয়ানক যাতনাপ্রদ, তাঁহারাই বোধ হয় বুঝিবেন। সকলেই উদ্বিগ্ন চিত্তে সংবাদের আশায় পথ চাহিয়া রহিল। সেই আনন্দে আলোকিত গৃহ যেন বিষাদের ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল।

সহসা বাগানে একজন মালী বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। কয়েকজন ছুটিয়া গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে মূকের মত নীরবে কূপের প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়া দিল। সকলেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন কি? না বিধবার সেই একমাত্র জুড়াবার ধন—সেই সুবর্ণ লতিকা বালিকা সুধাময়ী জলে ভাসিতেছে। তাহার পর আর কি? সেই বিধবা সন্তান-হীনার আর্ত্তনাদ যাহারা শুনিয়াছিলেন, হয় ত তাঁহাদের কারো কারো শ্রবণে এখনও বাজিয়া উঠে, হয় ত এখনো কেহ কেহ সেই শোকাতুরা পাগলিনীর বিবশা মূর্ত্তি স্বীয় স্বীয় মানসে অঙ্কিত হইতে দেখেন। সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা দুই মাসের মধ্যে রমণীজীবনের যে দুটি সার রত্ন, সেই রত্নে বঞ্চিতা হইল। কে বলিবে ইহা কি? মনুষ্যের অদৃষ্টচক্র কোন্ অলক্ষ্য হস্তে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, কে তাহার মর্ম্মভেদ করিবে? আর কেই বা

বুঝাইয়া দিবে? ইংরাজী প্রবাদ আছে "বিপদ কখনও একাকী আসে না। কিন্তু এরূপ বিপদ কয় জনের আসে? কয়জন অসহ্য যাতনা সহিয়া স্থির থাকিতে পারে? স্বামীর প্রবাসে মৃত্যু, মৃত্যুকালে একবারও শেষ দেখা হইল না! একমাত্র যে কন্যা, সেই দগ্ধ বুকে যে মৃত সঞ্জীবনী সু ঢালিতেছিল, কেই বা তাহার অপঘাত মৃত্যু ঘটাইল? কে বলে রমণী দুর্ব্বলহৃদয়া? রমণী পাষাণ হৃদয়ে যত সহিতে পারে, পুরুষ কি তাহা পারে? তাই এ ব্যথা সহিয়াও উমা বাঁচিয়া রহিল! (ক্রমশঃ)।

বৃক্ষ ও মনুষ্য জীবন।

প্রাচীন আর্য্য ও সেমিতিক জাতির ন্যায় সিয়ক্স ইণ্ডিয়ানেরা বিশ্বাস করে যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ হইতে মনুষ্যের জন্ম হয় এবং অপর কতকগুলি বৃক্ষ হইতে মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একজন ইটালী-দেশীয় পর্য্যটক মালাবার উপকূলে উপস্থিত হইলে পর তথাকার অধিবাসীরা তাঁহাকে বলে যে ঐ দেশে এক জাতীয় বৃক্ষ আছে যাহা স্ত্রী পুরুষ প্রসব করে। এই স্ত্রী ও পুরুষ পায়ের দ্বারা বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন থাকে। বাতাস বহিবার সময় ইহারা পূর্ণ আকার ধারণ করে। কিন্তু যখন বাতাস নিস্তব্ধ থাকে, তখন ইহারা শুকাইয়া যায়। এই সকল জীব ৩ ফুট দীর্ঘ হয়।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে বামনাকারের মনুষ্যদিগের বিষয় বর্ণিত আছে; তাহারা এক বৃহৎ ডুম্বুর বৃক্ষে অবস্থিতি করিত। আরব দেশীয় লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের কোনও অংশে নারিকেল বৃক্ষ দেখা যায়। ঐ বৃক্ষের নারিকেল যখন পরিপক্ক হয়, তখন তাহা মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক "ওয়াক ওয়াক" শব্দ করে। চীনদিগের বিশ্বাস ইহার বিপরীত। তাহারা বৃক্ষ মনুষ্য উৎপাদন করে, ইহা বিশ্বাস না করিয়া বলে যে প্রথমে মনুষ্যের চুলে ঘাস ও চারা গাছ জন্মিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একটি জনশ্রুতি আছে যে পুষ্পিত বৃক্ষরাজি বেষ্টিত একটী আশ্চর্য্য হ্রদ আছে, যাহার তীরে বৃক্ষাদি দেখা যায় এবং ঐ সকল বৃক্ষের পত্র পক্ষীরূপে পরিণত হয়। তাহারা বলে যদি একটী জালাকে ঐ জলমধ্যে ভগ্ন করা হয়, তাহা হইলে তাহার টুক্‌রা সকল হইতে সুন্দর বর্ণের পক্ষী সকল উত্থিত হইয়া উড়িয়া যায়।

মধ্য ভারতবর্ষে থাত নামক এক অসভ্য জাতি আছে, তাহাদের বিশ্বাস তাহারা কাষ্ঠের যষ্টি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যখন মহাভারত-বর্ণিত পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র মেষপালক হইয়াছিলেন, তখন তাহা-

দিগের ত্রাতা কর্ণ তাঁহাদিগের অনিষ্ট ও আপনারি ইষ্ট সাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি পৃথিবীতে যষ্টি আঘাত করিলে পর ইহা বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং সেই ফাটাল হইতে একজন লোক উত্থিত হইয়াছিল, যাহাকে থাত বলা হইত। তাহার নামে তাহার বংশধরেরা আখ্যাত হইয়াছে।

কল্পিত বৃক্ষ এবং চারাগাছের বিষয়ে যে সকল গল্প শুনা যায়, তাহা খ্রীষ্টান-দিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত। রোমের প্রধান ধর্ম্মযাজক ২য় পায়স্ পনর শতাব্দীর শেষ ভাগে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, স্কটলণ্ড এবং অর্কনি দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি বৃক্ষ জন্মে, তাহারা হংসাকারের ন্যায় ফল ধারণ করে। এই সকল ফল যখন পরিপক হয়, তখন বৃন্ত হইতে পতিত হয়। এই ফল সমূহের মধ্যে যে সমস্ত ফল ভূতলে পতিত হয়, তাহারা শুকাইয়া যায়, কিন্তু যে সকল ফল জলে পতিত হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ জীবিত হংসাকার ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে সন্তরণ করে। অনতিবিলম্বে তাহারা পালক সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া পলায়ন করে। তিনি বলেন অনেক ব্যক্তি ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। বারনিকল্ বা ক্লেক রাজহংসী সম্বন্ধে ইহা কথিত আছে এবং তৎকালীন বিচক্ষণ লেখকগণ প্রত্যক্ষ দর্শনকারী লোকদিগের নিকট ইহার প্রমাণ লইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহারা স্বচক্ষে কতকগুলি ঘটনা দেখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বোয়াস´ লিখিয়াছেন যে, এই সকল ঘটনা অসভ্য এবং মূর্খ জাতিদিগের জনশ্রুতি মাত্র।

সার্জ্জন মন্‌ডেভিল এই গল্প প্রমাণিত করিয়াছেন এবং জিরার্ড অভিনয়চ্ছলে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং যাহা আমাদের হস্তে স্পর্শ করিয়াছি তাহা আমরা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিব। আরও তিনি বলেন যে, যে সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরে বিস্তৃত, তাহাতে যে সমস্ত খোলা থাকে, তাহা হইতে পাতিহাঁস নির্গত হয়। যদ্যপি এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন, তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ প্রমাণ লইবেন, তাহাতে সে সন্দেহ অনায়াসে দূরীভূত হইবে। স্কটলণ্ডের কৃষকেরা এখনও বিশ্বাস করে যে, সোল্যাণ্ড রাজহংসী ব্যাস আলিসা ও সেণ্টকিল্‌ডার পর্ব্বত শৃঙ্গে চঞ্চু সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া বর্দ্ধিত হয়।

ডমিনিকান্ ডিউটার্ট তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে আমেরিকার গোয়াডেলুপে তিনি গাছের উপর শম্বুক সকল জন্মাইতে দেখিয়াছেন। তাহাদের ভরে ডাল সকল নত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে এবং প্রতিদিন দুইবার স্রোতে ধৌত হইয়া সতেজ হইয়াছে। ধর্ম্মযাজক ক্লিটউড কিম্বেলনে এক প্রকার বৃক্ষের কথা বলেন, তাহার পত্র পৃথিবীতে পড়িবামাত্র পক্ষী এবং অন্যান্য জন্তুরূপে পরিণত হয়। পিগফেটা

বলেন যে, একটী পত্র তিনি ৮ দিন জালার মধ্যে রাখিয়াছিলেন, ইহাকে স্পর্শ করিবামাত্র ইহা চলিতে আরম্ভ করিত ও কেবল বাতাস দ্বারা জীবিত থাকিত।

অনেকেই টার্টারি চারাগাছ অর্থাৎ মেষবৃক্ষের কথা বলেন। ইহা প্রায় ৩ ফুট উচ্চ এবং ইহার উপরিভাগে মেষশাবক জন্মে। ইহা অত্যন্ত পাতলা বল্কলে আবৃত, তাহা দ্বারা আদিমবাসীরা তাহাদের শিরোভূষণ প্রস্তুত করে। ভিতরের শাঁস শস্থুকের মাংসের ন্যায় এবং ইহা আহত হইলে রক্ত পড়ে। যে পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে তৃণাদি থাকে, সে পর্য্যন্ত মেষশাবকেরা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ঘাস শুষ্ক হইলে তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া যায়। কথিত আছে যে, অপর এক গাছের শুঁটিতে মেষ শাবক জন্মে, কিন্তু ইহাদের শৃঙ্গ আছে, আর পূর্ব্বোক্ত মেষ শাবকদের শৃঙ্গ নাই। একজন পর্য্যটক বলেন যে, তিনি ইহাদের মাংস খাইয়াছিলেন ও রক্ত পান করিয়াছিলেন।

সার্জ্জন মনডেভিল সূর্য্য এবং চন্দ্র সম্বন্ধীয় বৃক্ষের বিষয়ে বলেন যে, ইহারা একটী ভারতবর্ষীয় দ্বীপে জন্মে এবং ইহারা রাজা আলেকজান্দারকে তাঁহার মৃত্যুর বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিল। তিনি বলেন যে সকল লোকে এই বৃক্ষের ফল ও পাতা খায়, তাহারা ৪০০।৫০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে, ইহার এই আশ্চর্য্য গুণ।

এই সমস্ত আশ্চর্য্য বৃক্ষের মধ্যে (ইটালী দেশের) হেসপারিডিসের বাগানে যে বৃক্ষ ছিল তাহা অতিশয় বিখ্যাত; কারণ ইহাতে সোণার আতা ফলিত। ভুবন-বিখ্যাত মহাবীর হারকিউলিস এটলাস দৈত্যের সাহায্যে উহা আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর একটি বৃক্ষে ভার্জিলের 'সোণার শাখা' জন্মে, তাহা মিসেলটো নামক পরগাছা বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রীসের ডডোনাকুঞ্জে ভবিষ্যৎ বক্তা ওক বৃক্ষ ছিল। আরব্য উপন্যাসে গায়ক বৃক্ষের বিষয় লিখিত আছে তাহার প্রত্যেক পত্রে মুখ আছে এবং পত্র সকল সমস্বরে গান করে। কবিবর মুর লালারুককে একটি বৃক্ষের বিষয়ে বলেন, তাহা আকবরের সভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গায়ক তানসানের কবরের উপর জন্মিয়াছিল এবং যে কোন ব্যক্তি ইহার পাতা চর্ব্বণ করিত, তাহার সুর ভাল হইত।

যদ্যপি আমরা প্রাচীন (বাইবেল) ধর্ম্ম-পুস্তককে সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় কেবল প্রাচীন লোকদিগের অনুমানের বস্তু নহে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। বন্দেহেসে মনুষ্য প্রথমে পৃথিবীতে চারা বৃক্ষ রূপে জন্মিয়াছিল। ইরেনিস বৃত্তান্তে লিখিত আছে মনুষ্য প্রথমে স্ত্রীপুরুষে এক বৃক্ষে একটী হইয়া জন্মিয়াছিল, ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহারা অরমজ্ড কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিভক্ত হয়। স্কাণ্ডিনেভিয়ার লোকের প্রাচীন বিশ্বাস মনুষ্য আস এবং সপ্‌লার বৃক্ষ হইতে জন্মে। গ্রীকেরা বলেন যে

মনুষ্য অ্যাস বৃক্ষ হইতে জন্মগ্রহণ করে এবং রোমানেরা ওক বৃক্ষকে মানবের পূর্ব্বপুরুষ মনে করেন। ভবিষ্যৎ-বক্তা ঈশা ইহা জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে জেসি হইতে একটী যষ্টি এবং ইহার শিকড় হইতে একটী শাখা আসিবে।

প্রাচীন ও আধুনিক লোকদিগের বৃক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ সংস্কার আছে এবং মনুষ্য ও বৃক্ষের সাদৃশ্য হেতু সন্তানের জন্ম সময়ে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। প্রাচীন রোমানেরা পুত্র জন্মিবার সময় বৃক্ষ রোপণ করিত এবং বৃক্ষের বৃদ্ধিতে সন্তানের উন্নতির বিষয় জানিতে পারিত। ভার্জিলের জীবন বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, তাঁহার জন্ম সময়ে যে বৃক্ষ রোপণ করা হয়, তাহা সমস্ত বৃক্ষ অপেক্ষা প্রসারিত হইয়াছিল। জর্ম্মণিতে পুত্র জন্মিলে আতা বৃক্ষ এবং বালিকা জন্মিলে নাসপাতি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। পলিনিসিয়াতে সন্তান জন্মিলে নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করে, এই বৃক্ষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বালকের ভাগ্যের উন্নতিও নিরূপিত হয়।*

জলধর।

১

আকাশে বেড়ায় মেঘ, নাহিক আলয়,
উড়ে যায় বাতাসের ভরে ;
বিশাল ভূতলে নাই দাঁড়া'বার ঠাঁই,
কে আর বাসিবে ভাল কাল জলধরে ?

২

আদরের দুটি কথা, একটু যতন
জানে না সে কেমন ধরায় ;
নীরদে করিতে স্নেহ এ জগতে নাই কেহ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেঘ জীবন ফুরায়।

৩

হায় রে ! বুকেতে তার জ্বলে বজ্রানল,
বিষাদে ব্যথায় কাল মুখ !
যবে বিগলিত আঁখে শূন্য পানে চেয়ে থাকে,
নেহারি আমার তারে, পুড়ে যায় বুক !

৪

উথলে শোকের সিন্ধু হায় যে সময়,
কাঁদে মেঘ, করে আর্ত্তনাদ !
দুটি কর্ণ নাহি পায় সে কথা শুনাবে কায়,
এমনি কঠিন ধরা, অহো কি বিষাদ !

৫

স্নেহ দয়া মমতায় উচ্চ নাকি নয় ?
ক্ষমতায় জানে সুমহান্ !
তার ভ্রাতা ভগ্নী কত দেখিতেছি অবিরত
শ্মশান-শয়নে করে দুঃখ অবসান !

৬

শোক তাপ অবিচার ভুঞ্জে চিরদিন—
দরিদ্রতা অত্যাচার রাশি !
দয়া মায়া মমতায় কে আর রাখিতে চায়,
দুঃখের জীবন যায় দুঃখ স্রোতে ভাসি !

* সিকাগো টাইমস্ হেরাল্ড।

৭

বিফল রোদন তোর, শুবে জলধর,
হেথা নাই করুণার লেশ!

দয়া ধর্ম্ম প্রেমে যবে এ ধরা ভূষিত হবে,
তখন এ জগতের ঘুচে যাবে ক্লেশ।

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

অশ্বারোহিণী রমণী।

"জাটে পিঠে দড়,
তো ঘোড়ার উপর চড়।"

আমাদিগের মধ্যে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অনেক পুরুষেই ঘোড়া চড়িতে পারেন না, তা আবার স্ত্রীলোকে ঘোড়ায় চড়িবে! সিবিল সার্বিস ও পুলিস, পূর্ত্ত প্রভৃতি কয়েকটী গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বিভাগে সম্প্রতি অশ্বারোহণ একটী পরীক্ষার বিষয় হওয়াতে কয়েকজন মাত্র অশ্বারোহণ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ অথবা বিবিদিগের অনুকরণ করিয়া দুই একটী বঙ্গ মহিলাও ঘোড়ায় চড়িতে শিখিয়াছেন, কিন্তু দুর্দ্দম অশ্বকে শাসন করা অথবা অশ্বারোহণে পারদর্শিতা লাভ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। রাজপুত রমণীদের মধ্যে অনেকে অশ্বারোহণে সুশিক্ষিতা, কারণ তাঁহারা শৈশবাবধি অশ্বারোহণে অভ্যস্ত। অশ্বারোহণের প্রধান বিঘ্ন পতনের ভয়। শৈশবাবধি অভ্যস্ত হইলে এ ভয় আর থাকে না, সুতরাং কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক প্রথমাবধি শিক্ষিত হইলে অনায়াসে নিপুণ আরোহী হইতে পারেন। অশ্বারোহণ একটী পৌরুষ ব্যসন। রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মৃগয়াদি ব্যাপারে অশ্ব ব্যবহার করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কিছুকাল ইহা শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের সেরূপ ব্যসন নাই, কাজে কাজে তাঁহারা অশ্বারোহণ শিক্ষায় অবসর পান না। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষতঃ উচ্চ-শ্রেণীর মহিলাদিগের মধ্যে অশ্বারোহণ শিক্ষা প্রচলিত আছে। ইউরোপের অনেক প্রদেশে সুকুমার বিদ্যা নৃত্য গীতের সহিত অশ্বারোহণ স্ত্রী শিক্ষার মধ্যে পরিগণিত। ইংলণ্ডে কয়েকজন মাননীয়া মহিলা উৎকৃষ্ট আরোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকের পিতা মাতা শিশু কন্যা চলিতে সক্ষম হইলেই তাহাকে ঘোড়ায় চড়িতে অভ্যস্ত করেন, কেহ কেহ বা পদব্রজে চলিবার অগ্রে অশ্বারোহণে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং অতি শিশুকাল হইতেই কন্যাগণ নির্ভীক হইয়া অশ্বপরিচালনায় তৎপর হয়। কেহ কেহ তরুণ বয়সেও অশ্বারোহণ শিক্ষা করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। অনেকে হয় তো জানেন না যে কৈশোরে আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়া একজন সুনিপুণ

অশ্বারোহিণী ছিলেন। অশ্বারোহণে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। তাঁহার ভ্রমণের সময় ডিউক-অব-ওয়েলিংটন সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিতেন। বিবাহের কিছু পূর্ব্বে যুবরাজ আল্‌বার্ট ও তাঁহার ভ্রাতা লণ্ডনে আগমন করিলে ভিক্টোরিয়া তাঁহাদের সহিত অশ্বারোহণে ভ্রমণ পূর্ব্বক উভয়কে অশ্বচালনা প্রদর্শন করিয়া চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডিউক অব মার্লবরোর আত্মীয়া লেডী সারা উইলসন পৃথিবীর মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহিণী। তিনি বোয়ার যুদ্ধে সেনাপতি পৌয়েলের অবরোধ সময়ে অশ্বারোহণ-কৌশলে বিশেষ সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নী লেডী হোও একজন নিপুণা আরোহিণী। ক্রাউন প্রিন্সেস্ ষ্টেফেনিও পৃথিবীর মধ্যে একজন অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বারোহিণী।

ডচেস-অব-নিউক্যাশল, ডচেস-অব-বেড ফোর্ড (ইহাঁরা অনেক সময় ভারতে অতিবাহিত করিয়াছেন) ও এলান গার্ডনার বিখ্যাত অশ্বারোহিণী। ইংরাজ সৈন্যের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি উলসিলির কন্যাও একজন সুদক্ষা অশ্বারোহিণী। ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও আমেরিকার অনেক রমণী মৃগয়াপ্রিয়। ঘোড়দৌড় খেলায়ও দুই একটী রমণী পুরুষের সহযোগিনী হইয়া থাকেন।

অধুনা বাইসিকিল প্রচলিত হওয়াতে অনেক স্ত্রীলোকেই বাইসিকিল ভক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা যেরূপ দক্ষতা সহকারে বাইসিকল পরিচালনা করিয়া থাকেন, অনেক পুরুষে সেরূপ পারেন না।

ধ্যান।

চৈতন্য—পূর্ব্বরাগ।

ব্রহ্মাণ্ডং হরিনামহুঙ্কৃতিরবৈঃ সম্মোহয়ন্ সর্ব্বতঃ
পাষাণান্ দ্রবয়ন্ ফণীন্ বিনময়ন্ কালং চ
বিত্রাসয়ন্।

কণ্ঠাগুরুবিভূষিতঃ স্মিতমুখঃ প্রেমাবতারঃ প্রভুঃ
যো দীর্ঘভুজোঽরবিন্দনয়নঃ কোটীন্দুগৌরপ্রভঃ॥

চন্দনে চর্চ্চিত কায়, পট্টবস্ত্র শোভে তায়,
সহাস্য বদন, গলে মাল্য সুশোভন;
আজানু-লম্বিত কর, জিনি কোটি সুধাকর
শোভে গৌর কলেবর, রাজীব-লোচন।
নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে চলিছেন ধীরে ধীরে,
হরিধ্বনি-হুহুঙ্কার ছাড়ি' ঘন ঘন;
সে রবে পাষাণ দ্রব, বিবশ ব্রহ্মাণ্ড সব,
কাল ফণী নতশির, শিহরে শমন।
প্রেম-ভক্তি-বিতরণে আচণ্ডাল জীবগণে
নিস্তার করিতে প্রভু হ'লেন উদয়;
পূর্ণ-প্রেম-অবতার, তুলনা মিলে না যাঁর,
পিয় সে অমিয়-মূর্ত্তি ভরিয়া হৃদয়॥

চৈতন্য—সঙ্কীর্ত্তন।

বিশ্বং শ্রীহরিনামকীর্ত্তনসুধাধারাভিরাপ্লাবয়ন্
নিত্যানন্দমুখৈর্গণৈঃ পরিবৃতো নৃত্যন্ বিমূর্চ্ছন্ মুহুঃ।
হেমাদ্রিঃ ক্ষরদচ্ছনির্ঝরইব প্রেমাশ্রুধারাপ্লুতঃ
মর্ত্ত্যেবো ভবপাপতাপহরণশ্চৈতন্যরূপী হরিঃ॥

যাঁর হরি-সঙ্কীর্ত্তন অমৃতের প্রস্রবণ
প্লাবিত করিছে এই বিশ্ব চরাচর ;
পুলকে পূরিত কায়, প্রেমাশ্রু বহিছে তায়,
স্বর্ণগিরি হ'তে যেন ঝরিছে নির্ঝর।
নিত্যানন্দ আদিগণ সঙ্গে সখা অগণন,
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে মূর্চ্ছা, প্রেমে ঢলঢল ;
দিয়া ভক্তি অনুপান এ মূর্ত্তি করহ পান,
জুড়াইবে পাপ তাপ, হইবে শীতল ॥

চৈতন্য—সন্ন্যাস।

লোকান্ যো ভববাসনাবিষহতানালোক্য শোকাকুলঃ
হিত্বা সর্ব্বমকিঞ্চনো ধৃতজরৎকন্থো দিশঃ পর্য্যটন্।
বৈরাগ্যামৃতসেচনেন পরিতঃ সঞ্জীবয়ামাস তং
ভক্ত্যা ধ্যায় দয়ার্ণবেশমনিশং সন্ন্যাসিবেশং প্রভুম্॥

বিষয়-বাসনা-বিষে মৃত জীবলোক,
হেরিয়া হৃদয়ে বড় পাইলেন শোক ;
সর্ব্বত্যাগী দীনহীন কাঙালের বেশে,
ছিন্ন কন্থা অঙ্গে, ভ্রমিলেন দেশে দেশে ;
বিলান বৈরাগ্য-সুধা দ্বারে দ্বারে গিয়া,
সে অমিয়া পিয়া সবে উঠিল বাঁচিয়া,
"জয় জগদীশ" রবে ভরিল সংসার,
উছলিল মরুভূমে সুধা-পারাবার ;
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু জীবের জীবন—
ভাব সে সন্ন্যাসি-বেশী পতিতপাবন।

হে প্রেমসিন্ধোঽখিলজীববন্ধো !
হে পাতকিত্রাণকৃতাবতার !
ত্বং জীবলোকে পবিতুং ধরিত্রীং
গৌরাঙ্গ ! গাঙ্গোঘইবোদিতোঽভূঃ ॥
পুণ্যা নবদ্বীপধরা ত্বয়াদৌ
সংপ্লাবিতা প্রেমসুধাপ্রবাহৈঃ।
হে লোকশোকাপহ ! দর্শিতং যৎ
প্রেম্না হরিঃ প্রেমময়ো হি লভ্যঃ ॥
তব প্রসাদাদয়ি দেব ! লোকো
মমজ্জ নামামৃতসিন্ধুপূরে।
ব্যাপ্তা দিশশ্চন্দনমাল্যগন্ধৈঃ
মহোৎসবৈর্ম্মঙ্গলবাদ্যঘোষৈঃ ॥
সন্ন্যাসিবেশস্য তব প্রসাদাৎ
দদর্শ বৈরাগ্যতরীং জনৌঘঃ।
সদ্যো বিসস্মার চ পাপতাপান্
সুনির্ভয়ং ভক্তিসুধাং নিপীয় ॥
শোকং জহাবুৎপুলকশ্চ লোকঃ
শ্মশানভূর্নন্দনতাং প্রপেদে।
ধরা জরামৃত্যুভয়প্রমুক্তা
রেমে সদানন্দপুরীব বিষ্ণোঃ ॥
ব্রহ্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো
ন জীবভেদোঽখিলমেকমেব।
ত্বয়েতি গীতা ভবকর্ণধার !
প্রেম্নো মহাগীতিরনর্ঘ্যনীতিঃ ॥
মহাপ্রভো পূর্ণমহাবতার !
নমামি পাদৌ তব কোটিকৃত্বঃ।
পাপাধমং পাতকিতারণ ! ত্বং
পদেঽগতিং মাং তব রক্ষ রক্ষ ॥

জেনেছি হে প্রেমসিন্ধু ! তুমিই জীবের বন্ধু
পাতকী তরাতে তব ভবে আগমন ;
ধরিয়া গৌরাঙ্গ নাম পবিত্রিতে ধরাধাম,
উরিলে এ ভবে গঙ্গা-প্রবাহ যেমন।
নবদ্বীপ পুণ্যভূমি, প্রথমে প্লাবিলে তুমি
কৃষ্ণভক্তি-সুধাধারা প্রবাহিত করি ;
হরিলে জীবের শোক, আনন্দে হেরিল লোক—
প্রেমেরি সাধনে মিলে প্রেমময় হরি।
হে দেব ! প্রসাদে তব, করি মহামহোৎসব
হরিনাম-সুধা-রসে ডুবিল ভুবন ;

গন্ধ-মাল্য-পরিমল,　আবরিল জল স্থল,
উথলিল মধুময় মঙ্গল বাদন ।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি, দেখালে বৈরাগ্য-তরী,
দিলে ভবে ভক্তি-সুধা-সমুদ্র ঢালিয়া ;
সে সুধা হৃদয় ভরি, প্রেমানন্দে পান করি,
গেল সবে পাপতাপ সকলি ভুলিয়া ।
দূরে গেল রোগ শোক, পুলকে পূরিল লোক,
হইল শ্মশানভূমি নন্দন-কানন ;
গেল জরা-মৃত্যু-ভয়,　সকলি আনন্দময়,
ভূলোক হইল যেন গোলোক-ভবন ।
এক ব্রহ্ম, এক বেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ,
নাহি উচ্চ, নাহি নীচ, সবি একাকার ;
এ অমূল্য মহানীতি—মহাপ্রেম মহাগীতি
গাইলে তুমি হে ভবে ভব-কর্ণধার ।
অধম পাতকী আমি,　অধম-তারণ তুমি,
রেখো রেখো অশরণে চরণে তোমার ;
পূর্ণ-ব্রহ্ম-অবতার ! কোটি কোটি নমস্কার
প্রভু হে ! চরণে তব করি বার বার ॥

পতি-বিরহিণী—বিষ্ণুপ্রিয়া ।

প্রাণেশ্বরে ত্যক্তগৃহে প্রযাতে
তৎপাদুকে বক্ষসি ধারয়িত্বা ।
অহর্নিশং তচ্চরণারবিন্দ—
ধ্যানপ্রলীনেন্দ্রিয়সর্ব্ববৃত্তিঃ ॥
হৃৎপুণ্ডরীকে পতিদেবতায়াঃ
সন্দর্শনাদুৎপুলকাখিলাঙ্গী ।
প্রেমাশ্রুধারাপরিষিক্তদেহা
হিমাপ্লুতা হেমমৃণালিনীব ॥
কাষায়বাসা গতসর্ব্বভূষা
পরিশ্লথাঽসংস্কৃতকেশপাশা
ক্ষীণাপি লাবণ্যময়ী বিয়োগাৎ
কলাবশেষেব সুধাংশুলেখা ॥
কিন্তোঽচ্যুতাঙ্কাৎ কমলা কিমেষা
কিং পার্ব্বতী বা হরযোগমগ্না ।
দৃষ্টেতি দেবৈরপি বিস্ময়েন
সগদ্গদং প্রাঞ্জলিভির্বিদূরাৎ ॥
মহাপ্রভোর্বিষ্টপপাবনীং তাং
বিষ্ণুপ্রিয়াং বিষ্ণুময়স্য শক্তিম্ ।
হে ভক্ত ! সাক্ষাৎ স্মর বিষ্ণুভক্তিং
সমীহসে চেদ্ভবপাশমুক্তিম্ ॥

গৃহ ছাড়ি সন্ন্যাসী হইল প্রাণেশ্বর,
তাঁহার পাদুকা বক্ষে ধরি' নিরন্তর,
সে পদ-কমল সতী ভাবে দিবানিশি,
তা'তেই গিয়াছে আত্মা মন প্রাণ মিশি' ।
হৃদি-পদ্মে পতি-দেবতার দরশনে,
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হ'তেছে সঘনে ;
প্লাবিত হ'তেছে দেহ প্রেমাশ্রু-ধারায়,
হিম-সেকে হেমবর্ণা নলিনীর প্রায় ।
গৈরিক বসন অঙ্গে আলু থালু কেশ,
গিয়াছে সে আভরণ, গিয়াছে সে বেশ ;
বিরহে শরীর ক্ষীণ, তবু কি সুন্দর !
রেখামাত্র অবশিষ্ট যেন শশধর ।
নারায়ণ-অঙ্কচ্যুতা এ কি নারায়ণী ?
হর-যোগে নিমগনা কিম্বা কাত্যায়নী ?
ইহা ভাবি দেবগণ হেরিছে বিস্ময়ে—
দূর হ'তে সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ।
গৌররূপী শ্রীহরির শক্তি সনাতনী,
মূর্ত্তিমতী ভক্তি যিনি ত্রিলোক-পাবনী ;
সেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভাব ভক্তগণ !
ঘুচে যাবে পাপ তাপ ভবের বন্ধন ।

দয়া।

যেমন মরুভূমে (ওয়েসিস্) মরুদ্বীপ, বালুকারণ্যে পান্থ-পাদপ, এ মানব জগতে সেইরূপ দয়া। এই দুঃখযন্ত্রণা-প্রপীড়িত সংসারে যদি দয়া না থাকিত, তবে মানব-জগৎ যে শ্মশানতুল্য হইত। অন্ধ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিলে কেহ তাহার জন্য ছুটিয়া আসিত না; অনাথিনী বিধবা শিশু সন্তান-দিগকে লইয়া পথে পথে কাঁদিলে কেহ তাহার সাহায্য করিতে চাহিত না ; দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশের লোক না খাইয়া মরিতেছে শুনিয়া কাহারও বুকে ব্যথা লাগিত না ; পরের দুঃখে কেহ "আহা!" বলিত না ; নববিধবার বা নবপুত্র-শোকার্ত্তার বিলাপে কাহারও চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিত না, এ সংসারে কাহারও ব্যথার ব্যথী মিলিত না ; সে কি ভয়ানক! সে পৃথিবী তো রাক্ষসের আবাস ; সেখানে কি মানব বাস করিতে পারে? দয়া না থাকিলে পৃথিবী মনুষ্য বাসের উপযুক্ত হইত না বলিয়াই দয়াময় জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে দয়া বৃত্তি দান করিয়াছেন।

যে সকল প্রবৃত্তিকে মানবের দেব-বৃত্তি বলা যায়, * দয়া তাহারই অন্যতম। দয়ার অভাবে মানুষ "মানুষ" হইতে পারে না। "নির্দ্দয় লোক পশুর সমান" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পশুরা যেমন দয়া-মমতাশূন্য, নিষ্ঠুর মানবও সেইরূপ। পরের সহস্র দুঃখেও সে অণুমাত্র বিচলিত হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, সে তাহার চক্ষু কর্ণের পরিতৃপ্তি বা বন্ধু বান্ধবের সন্তুষ্টির জন্য কত নীচ আমোদে শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু যে হতভাগা অর্থাভাবে মৃত্যু-মুখে পড়িতেছে, তাহাকে একটু সাহায্য করিতে সে নরাধমের প্রবৃত্তি হয় না। হায়! মানুষ মানুষকে দয়া না করিলে, পরের দুঃখ পরে না বুঝিলে, ব্যথিতের অশ্রু স্নেহের হস্তে না মুছাইলে মানব কাহার কাছে দাঁড়াইবে? দুর্দ্দিন সকলেরই হইতে পারে ; তোমার বিপদের দিনে, তুমি পাষণ্ডই হও, পিশাচই হও, আর মানব দেহ লইয়া রাক্ষসই হও, তোমার বিপদের দিনে হয় তো তুমি কত জনের নিকটে দয়া ভিক্ষা চাহিবে এবং কত মহাত্মার দয়াতেই তোমার জীবন রক্ষা পাইবে, তবে ভাই! পরের দুঃসময়ে নির্দ্দয় হও কেন?

মানব এ রকম নির্দ্দয় হয় কি রূপে? প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, স্বার্থপরতার আধিক্যেই লোকে নিষ্ঠুরাচরণ করে। দয়া ও স্বার্থপরতা এই দুটী ভাবে এইরূপ বিসংবাদিতা যে একটীর অভ্যুদয়ে

* মানবের মনে কতকগুলি শক্তি ও ভাব আছে, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাহা "বৃত্তি" আখ্যা দিয়া অনুশীলন তত্ত্বে বুঝাইয়াছেন। আমরা তাঁহারই পথানুসরণ করিলাম।

আর একটী থাকিতে পারে না। মানব স্বভাবতঃ কতক দূর স্বার্থপর, কেন না মানুষ আপনার সুখ দুঃখই বিশেষ রূপে বোঝে। দয়া সেই স্বার্থপর হৃদয়কে পরার্থপর করিয়া থাকে; দয়ার উত্তেজনাতেই মানব আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পরের মঙ্গলের উদ্দেশে ধাবিত হয়। ক্রমে সেই মানব নিজের সহস্র দুঃখ পায়ে ঠেলিয়া পরের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, পরের হিতসাধনই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়। যিনি দয়ার উত্তেজনায় এরূপ অমানুষিক কার্য্য করিতে পারেন, তিনি এ মর জগতে দেবতা। তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন।

দয়া বৃত্তি একা আইসে না। সহানুভূতি দয়ার যমজা ভগিনী। একজন দুঃখীকে দেখিলে আগে সহানুভূতি তাহার দুঃখ আমাদের হৃদয়ে অনুভব করায়, তখন আমাদের মনে দয়া উপস্থিত হইতে থাকে। এই জন্য সহানুভূতির অনুশীলন সকলেরই কর্ত্তব্য। দুর্ভাগা ব্যক্তিদিগের দুঃখের প্রতি মনোনিবেশ করিতে করিতে সহানুভূতি আসিবে, সহানুভূতি আসিলে দয়াও উপস্থিত হইবে।

প্রকৃত দয়াশীলের এক ফোঁটা অশ্রুর যে মূল্য আছে, নির্দ্দয় লোকের প্রদত্ত এক ছড়া মুক্তাহারেরও সে মূল্য নাই। কাহারও কাহারও বিশ্বাস অর্থ বল না থাকিলে দয়ার কার্য্যকরী শক্তি থাকে না; দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইলেও সকল সময়ে দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় না এ কথা অনেকেই বুঝিবেন। এ জগতে দয়ার পাত্র কে? রোগী, শোকী, পাপী, মূর্খ, বিকলেন্দ্রিয় ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ। ইহাদিগকে দয়া করিতে পরাঙ্মুখ থাকা মনুষ্যত্বের কলঙ্ক। আমরা যদি দরিদ্র হই, তথাপি দয়ার অনুশীলনে ক্ষান্ত হইব কি করিয়া? আর রোগীর শুশ্রূষা, শোকীর সান্ত্বনা, পাপীর পাপাচরণের নিবৃত্তি, মূর্খের প্রতি সদুপদেশ দান, এ সকল কাজে ত অর্থের প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। তাই বলিতেছি, দরিদ্র হইলে, আসে যায় না, দয়া হইতে আমাদের হৃদয় যেন বঞ্চিত না হয়।

দয়া মানবকে দেবতা করে। এই স্বার্থপর সংসারে যাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে, তিনিই দেবতা। ইংরেজ মহাত্মা স্যার সামুয়েল রোমিলি কারাবাসীদিগের যাতনায় অধীর হইয়া কাঁদিয়াছিলেন, তিনি নর-দেবতা। মহাত্মা এব্রাহাম লিঙ্কন নিগ্রো জাতির মঙ্গলার্থে বিপক্ষের হস্তে জীবন হারাইয়াছিলেন, তিনি নর-দেবতা। ফাদার ডামিয়েন কুষ্ঠ রোগীদিগকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে প্রাণ হারাইলেন, সে সংসারী নর-দেবতা। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্ম-জীবন পরহিতার্থে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দয়াময় নর-দেবতা। আমাদের ভারতেশ্বরী দয়াময়ী ছিলেন, তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণ দূরে থাকুক—দয়ার জন্যই মা ভিক্টোরিয়া দেবী। আর কত বলিব, যে কেহ দয়া-

বৃত্তির অনুশীলন, বিকাশ এবং চরিতার্থতা সাধনঃ করিবেন, তাঁহারই হৃদয়ের উন্নতি হইবে, তাঁহারই দেবভাব বিকশিত হইবে, ইহা নর মানবের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ —ইহাই পুণ্যাচরণ।

রমণী-হৃদয় দয়ার শ্রেষ্ঠতর স্থান। যাঁহারা জননী, জায়া, ভগিনী ও কন্যা রূপে সংসারের সেবিকা, দীন, দুঃখী মাত্রেই যাঁহাদের নিকটে দয়ার প্রত্যাশা করে, দয়াই যাঁহাদের এক প্রধান কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা নির্দ্দয়া হইলে তাহা কেবল অস্বাভাবিক দৃশ্য নহে, এ সংসার ভীষণতম অশান্তির স্থান হইবে। সেই জন্য বলিতেছি, প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তুমি করুণাময়ী বিশ্বজননীর কন্যা; যাঁহার অসীম দয়া-বশে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার অসীম দয়া-বশে আমরা প্রতি মুহূর্ত্ত—প্রতিক্ষণ যাপন করিতেছি, সেই দয়াময়ী মায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর; তুমি চিন্তা, কথা, শ্রম, কার্য্য সকল দিয়া তোমার দয়াবৃত্তি চরিতার্থ কর, তোমার জন্ম সার্থক হউক।

সকলে দয়াবৃত্তি চরিতার্থ কর, কিন্তু কেহ দয়ার উত্তেজনায় ন্যায়পরতা হারাইও না। দুষ্কর্ম্মকারীকে দয়া করিবে, কিন্তু দয়ার বশে দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দিও না। সীমা অতিক্রম করিলে অমৃতও যে বিষ হয়, সে কথা ভুলিও না।

দয়ার আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নাই। স্রোতস্বিনী নদী যেমন গিরিমূল হইতে উৎপন্না হইয়া পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া পরিশেষে মহা সমুদ্রে মিলিত হয়, দয়াও সেইরূপ গৃহ হইতে আরব্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়া জগদীশ্বরের দয়ার অনন্ত সাগরে গিয়া মিলিত হয়। প্রহ্লাদ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি নর-দেবতাগণ সেই জন্যই "সর্ব্বভূতে সমদর্শী" হইতে পারিয়াছিলেন। এই সমদর্শিতাই মানব জন্মের চরমোন্নতি।

লেখিকা শ্রীমা—

সত্য শতকম্।

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্য মূলানি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্॥
সত্যই ঈশ্বর, ধর্ম্ম, সত্য সর্ব্বসার,
সত্যের সমান ভবে নাহি কিছু আর।১

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষরম্॥
সত্যের আদর করে দেব ঋষিগণ,
অক্ষয় স্বরগে যায় সত্যবাদী জন।২

নাস্তি সত্য সমোধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥
সত্য সম ধর্ম্ম নাই সত্য পরাৎপর,
মিথ্যার সমান পাপ নাই গুরুতর।৩

সত্যমেবানৃশংসঞ্চ রাজবৃত্তং সনাতনম্।
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
সত্য-দয়া নৃপতির ধর্ম্ম-সনাতন,
সত্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সত্যে ত্রিভুবন।৪

...মিষ্টং হুতঞ্চৈব তপ্তানিচ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরোভবেৎ॥
দান যজ্ঞ হোম তপ যে বেদে নিহিত,
সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাহা সত্যে দেহ চিত।৫

উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ।
ধর্ম্মঃ সত্যপরোলোকে মূলং সর্ব্বস্যচোচ্যতে॥
সর্পসম মিথ্যাবাদী অতি ভয়ঙ্কর,
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ সত্য ধর্ম্ম পরাৎপর।৬

ভূমিঃ কীর্ত্তির্যশোলক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি।
সত্যং সমনুবর্ত্তন্তে সত্যমেবভজেত্ততঃ॥
ভূমি কীর্ত্তি যশ লক্ষ্মী সত্যবাদী পায়,
সত্য বল সদা, সাধু সত্য পথে যায়।৭

সত্যাদর্থঃ প্রভবতি সত্যাৎ প্রভবতে সুখম্।
সত্যেন লভতে সর্ব্বং সত্যসারমিদং জগৎ॥
সত্যে অর্থ সত্যে সুখ সত্যেই সকল,
এ জগতে নাই আর সত্য সম বল।৮

সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষরাবেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্॥
সত্য এক পদ ব্রহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয়,
সত্যে বেদ, সত্যে নর স্বর্গবাসী হয়।৯

নহি সত্যাভিষেকাৎ যৎ সুকৃতং বিদ্যতে পরম্।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ।
তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য কিংবা যজ্ঞ দান,
নহে কিছু পুণ্যকর সত্যের সমান।১০

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৬ই জুন ভূপালের বেগম নবাব সাজিহানের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি মাতার উত্তরাধিকারিণী হইয়া ৩০ বৎসরের অধিক কাল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছেন। ইঁহার কন্যা সুলতান সাজিহান ভূপাল রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। অরেঙ্গজীবের পাঠান কর্ম্মচারী দোস্ত মহম্মদ ভূপাল রাজ্যের সংস্থাপক।

২। ছাত্রবৃত্তির নিয়ম পরিবর্ত্তন হইতেছে। এফ এর বৃত্তি ২০ ও ১৬ হইবে; এনট্রান্সের ১৬, ১২ ও ৮ এবং মধ্য ইংরাজির ৪; ৮০টী অতিরিক্ত উচ্চ প্রাইমারী এবং ৪০৬টী নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি স্থাপিত হইবে।

৩। ব্রেসি নামক যে ব্যক্তি ইটালির রাজা হামবার্টকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি সম্প্রতি আণ্ডগ্নানিতে আত্মহত্যা করিয়াছে।

৪। উত্তর পশ্চিম ও বঙ্গদেশের নানা স্থানে পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে।

৫। ইটালির টিউরিণ নগরে এক কৃষক রমণীর ৩৪টি পুত্র। ইহার ১৮ বৎসরে বিবাহ হয়, বয়স এখন ৫৯ বৎসর।

৬। এ বৎসরের সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় ৬টি হিন্দু রমণী পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন। ইহা সুসংবাদ।

৭। বিলাতে এক সৎকার সমিতি হইয়াছে, স্যার হেনরি টমসন ইহার অধ্যক্ষ। এ ব্যবস্থা ইংরাজদের জন্য।

৮। আয়র্লণ্ডে এলেন ওয়ুলেস নাম্নী এক মহিলার ১১৮ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার তিন কন্যা জীবিত, জ্যেষ্ঠার বয়স ৮২ বৎসর।

৯। সুমাত্রা দ্বীপে 'রফলেসিয়া' নামে বৃহত্তম পুষ্প জন্মে, ইহা ওজনে প্রায় ।৮ সের এবং ইহার গর্ভকোষে ।৮ সের জল ধরিতে পারে।

১০। ঢাকা ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রত্যেক বোর্ডার ৫৲ টাকা সাহায্য পাইবেন। কুমারী সরলা রক্ষিত বি এ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের ৮ম বার্ষিক রিপোর্ট—বিদ্যালয়টীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ইহার গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে ৪০ হাজারের অধিক টাকা চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টও যথেষ্ট সাহায্যদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহার ছাত্রাবাসে কয়েকটী ছাত্র বাস করিতেছে। ইহার জন্য উপযুক্ত এক খণ্ড ভূমি গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করাইয়া দিতেছেন।

২। অনাথবন্ধু-সমিতির পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট—গত বর্ষে এই সমিতি ৬০টী অনাথ অনাথাকে নিয়মিত মাসিক চাঁদা দিয়াছেন। পূজায় ও শীতে দরিদ্র-দিগকে বস্ত্র বিতরণ এবং অন্যান্য দয়ার কার্য্য করিয়াছেন। ছোট লাট কালা বোবা স্কুলের ন্যায় ইহারও প্রতিপোষক হইয়াছেন।

৩। নবপ্রভা নামক একখানি নূতন মাসিক পত্রের ১ম সংখ্যা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ বি এল ইহার অন্যতর সম্পাদক। বর্ত্তমান সংখ্যায় কয়েকটী সুপাঠ্য ও আমোদকর প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা পত্রিকার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

৪। এলাহাবাদ হইতে বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ "প্রবাসী" নামে এক পত্র প্রচার করিতেছেন। রামানন্দ বাবু দাসী, প্রদীপ প্রভৃতির সম্পাদকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ পত্র খানিরও নমুনা ভাল। প্রবাসী পত্রে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের জীবনাদর্শ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ আমরা অধিক দেখিতে চাই। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে পত্র খানি স্থায়ী হউক।

৫। সখী—ইহাও একখানি নূতন সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রদীপের প্রকাশক বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস ইহারও প্রকাশক। ইহার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। সখী স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপযোগী। আমরা ইহার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বামারচনা।

কদম ফুল।

শয্যা ত্যজি উঠি সবে নয়ন উন্মেষি,
তৃপ্তিকর দৃশ্য দেখি অনিমেষে চেয়ে থাকি
কদম ফুলের পানে আপনায় ভুলি!
আহা কি সুন্দর বেশ! সাজায়েছে পরমেশ,
প্রীতিময় সুপ্রফুল্ল কোমল আকৃতি,
ধরিলে বিকৃত হয়, পরশিতে বড় ভয়,
অভিশাপ দেয় পাছে শোভনা প্রকৃতি।
অযত্নে রক্ষিত তরু প্রসারি প্রশাখা চারু
প্রসবি মোহন ফুলে সাজায় ভুবন।
সন্ধ্যায় রজনী প্রাতে সুবাসিত গন্ধ তাতে
ধায় দিগ্ দিগন্তরে পুলকিয়া মন!
কি সুন্দর কলেবর, কমনীয় থর থর,
হলুদে সাদার বিন্দু ঝালরের প্রায়;
অতুলন ফুলগুলি, কিশলয় কোলে ছলি,
নয়ন মুগধ করি হৃদয় মাতায়।
একত্রে কোমল কলি, মনোরম রেণুগুলি,
বিকাশে একত্রে আহা! শোভে তরুশাখে;
সবে হয়ে এক প্রাণ, সুধাগন্ধ করে দান,
প্রীতিময় পবিত্রতা নর-প্রাণে মাখে।
একত্রে যায় গো ঝরি, থেকে সুধু দিন চারি,
বিগলিত রেণুগুলি পড়ে ঝরঝর;
সমীরণ সঞ্চালনে, উড়ে পড়ে নানা স্থানে,
অযত্নে বিক্ষিপ্ত আহা! ধরণী উপর!
কাহার আদেশে ফুটে, নীরবে সুবাস ছুটে,
কেন পুনঃ ভূমে লুটে আপনা ভুলিয়া?
করে না যতন কেহ, যাচেনা আদর স্নেহ,
কি উদ্দেশ্যে আসে যায় বিলায়ে অমিয়া?
বরষা তরুর শোভা, শিশুদের মনোলোভা,
শিশু-করে শোভ তুমি বড়ই সুন্দর;
বালিকা বালকগণ, কদমেতে ফুল্লমন,
করে স্নেহ সমাদর ভরিয়া অন্তর!
মধুলোভে মক্ষিগণ হয়ে অতি হৃষ্টমন,
পড়িয়া কদম ফুলে গুণ গুণ গায়;
আহা অলি! এসে হেথা, কোমল কুসুমে ব্যথা,
দিও না দিও না নতি করি তব পায়।
ধন্য ফুল মনোরম, হয়ে শিক্ষয়িত্রী সম
প্রাণে দিলে কত ভাব নীরবে ডাকিয়া;
নীরব মাধুর্য্যে তব, পবিত্রতা সুনীরব!
দিলে গো মধুর গালি কুসুম হইয়া!
বিনয়ে, মধুর হাসি, বলিতেছ ও রূপসি!
একতা সমতা শিব প্রেম-সমাবেশ!
একোদ্দেশে নিতি নিতি, বিভু প্রেমে কর প্রীতি,
ছাড় বৃথা মান যশ, অশান্তি বিদ্বেষ!
সকাম কল্পনা যত, বিনাশি সাধনে রত,
হও লুব্ধ নরনারী স্রষ্টায় স্মরিয়া;
নীরবে প্রাণেশে পূজ, আয়োজন নাহি খোঁজ,
নীরবে সাধরে ব্রত, জীবন জুড়িয়া!

শ্রীঅম্বিকাসুন্দরী সেন।

দেব শিশু।*

কঠোর ধরার বুকে
নিদাঘের রবি করে
ফুটেছিল একটি কুসুম ;
(তার) আশ পাশে কত জ্বালা—
মরুর দীরঘ শ্বাস
তারি মাঝে সে ছিল নিঝুম।
অপরাহ্ণ মৃদু হেসে
যখন দাঁড়াত এসে
মৃদু বায় বহাত পবন,
স্বর্গের সুবাসটুকু
তখনি সে ঢেলে দিত
জুড়াইতে তাপ-দগ্ধ মন।
মৃদুল সমীর ভরে
দুলে দুলে ধীরে ধীরে
বলিত সে "এস মোর পাশে—
যতই হোকনা বাধা—
জ্বলুক না প্রাণ মন
জুড়াইবে আমার পরশে।"
তেমনি, আমার এ ভাঙ্গা বুকে
নন্দন কুসুম সম
ফুটেছিল সুধীন্দ্র রতন,
ত্রিদিব সৌরভ রাশি
পারিজাত পরিমল
বহাইত জীবনের ধন।
হৃদয়ের ক্ষত রাখি
ভুলাইত মৃদু হাসি,
দিত প্রাণে সুদুর্লভ সুখ

আর আজ, কোথা সে ত্রিদিব রত্ন
কোথা এ দীনা জননী—
ভেঙ্গে গেছে ভাঙ্গা এই বুক—
ছয়টি বছর প্রাণে
সিঞ্চিয়া স্বর্গের সুধা—
দেব-শিশু গেল দেব-ধামে।
যে ফুল এ মরতের
যোগ্য নয়, দেব-ভোগ্য
সেই ফুটে নন্দন কাননে।
দেখিয়া দুঃখীর দুখ
গলে যে শিশুর বুক
পিতৃবাক্য বেদ সম মানে ;
মায়ের অশ্রুর লাগি
হ'তে পারে সর্ব্বত্যাগী,
তারে বিভু লন নিজ স্থানে।
অধম পাপিষ্ঠ মোরা
নহি পিতৃমাতৃযোগ্য,
গিয়াছে সে ফেলিয়া মরতে,
তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে
যদি গো পারি চলিতে,
(তবে) পাব না কি আবার মিলিতে ?
চাহিয়া যে মুখ পানে
আশা বাঁধি ভাঙ্গা প্রাণে
যাপিতাম অসার জীবন,
নিঠুর শ্রাবণ মাস
কি করিল সর্ব্বনাশ—
কেড়ে নিল সরবস্ব ধন !

* পরলোক-গত সুধীন্দ্রনাথ রায়, জন্ম ২০শে আশ্বিন ১৩০১, মৃত্যু ১৭ই শ্রাবণ ১৩০৭।

বাবা! যেথানে গিয়াছ তুমি, সেই তব
যোগ্য ভূমি,
থাক স্বর্গ আলোকিত করি—
যখন ফুরাবে দিন, যাব মোরা পাপী হীন,
বাবা যায় নিও হাতে ধরি।

কাঙ্গালিনী মাতা।

চন্দ্র।

কে গো তুমি পথভ্রান্ত পথিকের মত
ভ্রমিতেছ ম্লানমুখে শূন্যে অবিরত?
একাকী নিঃসঙ্গ থাকি অনন্ত সংসারে,
খুজিছ হতাশ প্রাণে বল গো কাহারে?
তমোময় রজনীর আঁধার আনন,
উজলি ছদিন তরে দিতে দরশন,
কে তুমি অতিথি বেশে আস গো ছুটিয়া?
আর কোন জগতেরে আঁধারে ঢাকিয়া।
উজল কিরীট শিরে মহান্ গম্ভীর,
হেরিয়া ও রূপরাশি যবে রজনীর,
হয় সে তমসাবৃত পরাণেতে তার,
কি এক জোছনাময় স্বপন সঞ্চার!
কৌমুদীর শুভ্রবাসে আবরিয়া কায়,
গাহে সে মহিমা তব নীরব ভাষায়।
চৌদিকে তারকাগণ হয়ে বিমোহিত,
হরষেতে শুনে তব বন্দনা-সঙ্গীত।
পূজিতে তোমারে ধরা দেয় উপহার
অতুল কুসুম যত চরণে তোমার।
কিন্তু তুমি জোছনার পথ বাহি ধীরে,
বিরহিণী রজনীরে ডুবাযে তিমিরে,
চলে যাও অস্তাচলে খুঁজিতে কাহায়?
কিসের অভাব জাগে তোমার হিয়ায়?
কাহার বিরহে পাংশু ও চাঁদবদন?
যাচিছ সতত তুমি কার দরশন?

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

স্বর্গগতা মোক্ষদাসুন্দরীর বিয়োগ-শোকোচ্ছ্বাস।

কে হরিল কোথা গেল হরি হরি হরি!
সতী সাধ্বী পতিব্রতা, অমরার ফুল-লতা,
জগতে পুণ্যের-জ্যোতি মোক্ষদা সুন্দরী?১

এ অকালে কে হরিল নবীন-ব্রততী?
কার হেন অভিশাপে, দগ্ধ হই পরিতাপে,
সে পুণ্য প্রতিমা স্মরি গাই শোক-গীতি।২

কে জানে মহিমা তব মোক্ষদা সুন্দরী!
পূত তব প্রতিকৃতি, সৌন্দর্য্যের খেত-সুঁদী,
মহীয়সী মহাশয়া তুমি দেব-নারী।
কে তোমা হরিয়া নিল হরি হরি হরি!৩

কি না তুমি সহিয়াছ সহিষ্ণুতা গুণে—
গুরুজন অত্যাচার, শতবার কোটিবার,
কি শোক না সহিয়াছ কোমল পরাণে!৪

কোমল কুসুমসম কুমার কুমারী
কত যে কালের কোলে, এ বয়সে দেছ ফেলে,
তথাপি ত ছিলে স্থির পুণ্যবতী-নারী।৫